PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT.

APRIL 1. 1964.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A.M. on Wednesday, the 1st April, 1964.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, One Minister, One Deputy Minister, Deputy Speaker and Eighteen Members.

Mr. Speaker—Hon'ble Members have got the list of business for to-day. First item in the list of business is Oath or Affirmation. Any member who has not made an oath may kindly do so. There is no such member.

Next Item-question. There is no question to-day. So we take up next item.

Next Item Government Business, Financial, Veting on demands for grants. To-day on the list of business 2 Demands viz. Demand Nos. 32-Miscellaneous and 33-Other Misc. Contributions and assignments carried over from the 31st March, 1964 and 7 Demands viz. Demand No. 2 Land Revenue, No. 1 -Agricultural Income Tax, No. 3-State Excise Duties, No. 4-Taxes on Vehicles, No-5—Other Taxes and Duties, No. 6-Stamps and No. 7—Registration Fees are to be disposed of.

Members have received the list of Business along with the appendix showing Demands to be moved by the Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when I call a particular Demand and as soon as the Finance Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demands and the cut Motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos. 1, 3, 4, & 5, i, e. Agricultural Income Tax, State Excise Duties, Tax on Vehicles and other Taxes and Duties together and demand Nos. 6 and 7 i. e. Stamp and Registration Fees together and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature ;

of course at the time of putting the motions I shall dispose of the demands separately.

I shall first take up Demand Nos. 32 & 33 i. e. Miscellaneous ond other Miscellaneous Contributions and Assignments continued and now I call on Shri Dinesh Deb Barma.

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার এখানে cut Motion ছিল। এই cut Motion এর মধ্যে আছে—That there is no sufficient provision for settlement of landless agricultural workers. অমি এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলতে চাই। কারণ আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেকদিন পরে ত্রিপুরা সরকার ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসন এবং তপসীলি উপজাতীদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহন করেছিলেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে দেখা যায় যে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক জায়গায় ভূমিহীনদের কলোনি স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই সব কলোনীর পুনর্ব্বসতির সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে যথাযথভাবে দেওয়া হয়নি। কাজেই আমার একটি কথা বলা প্রয়োজন। গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে সেই ভূমিহীন পুনর্বাসনের যে Category করা হয়েছিল এই Category অনুসারে দেখা যায় Large number of Hindu এবং বর্ণ Hindu বলে যারা পরিচিত তারা এই ভূমিহীন পুনর্ব্বাসন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। Govt. এই কথা বলেছেন যে তপশীলি জাতীকে এই পুনর্বাসন দেওয়া হবে, সেই ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম এই পুনর্বাসন সমস্ত অঞ্চলের যারা ভূমিহীন তারা যাতে পেতে পারে সেই ব্যবস্থা করা দরকার। এবং যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই টাকা একটি পরিবার ভরণ পোষণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কাজেই সেই দিক দিয়ে আমি বলছি যে যাতে বর্ত্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে এবং কৃষি উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য রেখে এই সব ভূমিহীন পুনর্ব্বাসনের কাজ করা হয় এবং Govt. পরিকল্পিত যে Grow more food Scheme সেই schemeকে শক্তিশালী করার জন্য, ভূমিহীন কৃষকদের এবং উপজাতী তপশীলি সম্প্রদায়ের যারা Landless তাদের পুনর্ব্বাসন সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনা করা দরকার। আমরা আগে জানতাম ত্রিপুরা রাজ্যে যে জুমিয়া পুনর্বাসনের পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনা অনুসারে দেখা যায় যে ৫ কাণি জমি এবং ৫০০৲ টাকা করে দেওয়া হবে কিন্তু এই বাজেটে দেখলাম উপজাতীদের মধ্যে যারা উপজাতী বলে পরিচিত তাদের সেই Facility দেওয়া হচ্ছে না। তাদের মাথাপিছু, পরিবার পিছু ৩০০ টাকার বেশী দেওয়া হবে না; এই ধরণের রেওয়াজ আজকে শুনা যাচ্ছে। আমরা এই কথা বারবার মাননীয় সরকার বাহাদুরের নিকট আবেদন করে আসছিলাম যারা সমাজের শিক্ষা-দীক্ষায় ব্যবসা-বাণিজ্যে, চাকরী বাকরীতে অনুন্নত সেই সকল উপজাতীয়দের পুনর্বাসনের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা যাতে তারা অর্থনৈতিকগত ভাবে পুনর্ব্বসতি লাভ করতে পারে তার দাবী আমরা করেছিলাম। আজকে যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যে বিধানসভায় কথা বলছি এই বিধানসভাতে ত্রিপুরা রাজ্যের যারা লোক তারাই আজকে Ministry পরিচালনা করছে। আজকে এটা বিবেচনা করা খুবই সঙ্গত হবে না যে একটা অনুন্নত সম্প্রদায়, এবং অনুন্নত যে জাতী তাদের এইভাবে বিপদের দিকে ঠেলে দেওয়া। এটা আমি সঙ্গত মনে করতে পারি না। কেন

আজকে যেখানে সরকারী কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে সকলেই সব দক দিয়ে বিপদ গ্রস্থ যার জন্য revised পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আজকে যদি এই সমস্ত অনুন্নত সম্প্রদায়, অনুন্নত জাতীদের Scheme গুলি revised করে কমিয়ে দেওয়া হয় তাহলে অত্যন্ত দুঃখজনক হবে। কারণ আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে এই ত্রিপুরী উপজাতীয় লোকেরা লেখা পড়ার দিক থেকে আরম্ভ করে সমস্ত দিক থেকে তারা বিষফোড়া, কাজেই এই বিষফোড়া, অর্থাৎ এই উপজাতীয়দের Welfair Scheme এর amount যদি কমিয়ে পরিকল্পনা করা হয় তাহলে সেই পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে। কাজেই আজকে যেখানে ধর্মনগর থেকে সুরু করে সাব্রুম পর্যান্ত টিলা-টংএ এবং গ্রামাঞ্চলে যারা আছে। তাদের কথা আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে। কাজেই আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মারফতে এই House এর সামনে অনুরোধ রাখব যে একটি নাবালক ছেলেকে যেমন হাঠুভেঙ্গে রাস্তার উপর বসিয়ে দেওয়া হয় ঠিক এমন ব্যবহার—এই সম্প্রদায়ের উপর করা হচ্ছে। কাজেই আমার পরিস্কার বক্তব্য আজকে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রতি চিন্তা করে, অর্থনৈতিক অবনতির কথা চিন্তা করে এই সমস্ত লোকেরা যাতে আর্থিক পুনর্ব্বসতি লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। ত্রিপুরা সরকার উপজাতীয় পুনর্বাসনের জন্য ৫০০ টাকা করে দেওয়ার যে scheme করেছিল সেই scheme সম্পর্কে আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম, দাবী জানিয়েছিলাম যে এই অল্প amount নিয়ে তারা Govt. এর পুনর্ব্বাসনের কাজকে সিদ্ধ করতে পারবে না। এবং আজকে ভূমিহীন বলে যারা পরিচিত তারা অধিকাংশই টিলাভূমি পেয়েছে। তদুপরি যেখানে জল সেচের কোন ব্যবস্থা নেই, ভাল ফসল উৎপাদন করার কোন ব্যবস্থা নেই, ভাল ফসল উৎপাদন করার কোন পরিকল্পনা তাদের সেখানে করা হয়নি। কাজেই এই যে সরকারী পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য তাদের আরও বেশী টাকা দিয়ে তাদের পুনর্ব্বাসনের কাজকে সাহায্য করা. এটা আমি speaker এর মাধ্যমে House এর সামনে অনুরোধ রাখব। আর দ্বিতীয় কথা হল এই ত্রিপুরারাজ্যের মোট জনসংখ্যার ⅓ অংশ হল উপজাতী। এই উপজাতীদের পুনর্ব্বাসনের সুযোগ সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন, যদিও আপনারা সেটা অস্বীকার করেন। কিন্তু সেই ধেবর কমিশনের মূল্যবান সুপারিশ এবং সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার Chief Commissioner Patnaik, উপজাতী এলাকার জন্য যে ঘোষণা করেছিলেন সে দিক থেকে যাতে আমরা কাজ করতে পারি তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কারণ এই বিবেচনাটুকু যদি না করা হয় তাহলে তাদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হবে। আর শুধু তা নয় আজকে ভূমিহীন জুমিয়াদের পুনর্ব্বসতির জন্য যে ভাবে দলাদলি সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে সেটা আর বেশী অগ্রসর না হয় তার জন্য আমি বলছি। এখানে একটি ঘটনা দিয়ে আমি বলছি—খোয়াইয়ের দক্ষিণ রামচন্দ্র ঘাট এবং শক্তি নগর এলাকা যেখানে জুমিয়াগণ পুনর্বসতি পাওয়ার জন্য claim করেছিল এবং কমলপুর Sub-Division এর বিভিন্ন এলাকায় জুমিয়া পুনর্ব্বসতি পাওয়ার জন্য তারা claim করে সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তারা দরখাস্ত করেছিল সেই সমস্ত এলাকায় যাতে এই ধরণের বিরোধ সৃষ্টি না হয়। সেই দিক দিয়ে সরকারের দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। তা না হলে আজকে সমাজে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা বিরোধের সুযোগ লাভ করে পুনর্ব্বাসনের কাজে নানা প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি করে। তা আমি এদিক দিয়ে এ অনুরোধ রাখব যাতে করে বর্তমান যে পরিস্থিতি, অর্থ নৈতিক সঙ্কট, সেই সঙ্কটের উপর লক্ষ্য করে এই সমস্ত পরিকল্পনাকে যাতে আরও শক্তিশালী ভাবে এবং

উন্নততর ভাবে করা যেতে পারে সেই দিক দিয়ে লক্ষ্য করে আমি আমার Cut Motion move করছি। এই হল আমার cut motion এর উপরে বক্তব্য।

Mr. Speaker :— I would now call on Sri Gopesh Ranjan Deb.

শ্রীগোপেশ রঞ্জন দেব— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে Demand No 32-Miscllеneous এবং 33 যে দুটো Demand উত্থাপণ করা হয়েছে তার সমর্থনে এবং মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য হ'তে যে ছাটাই প্রস্তাব এসেছে তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তৃতা রাখছি। আমরা Demand No. 32 আলোচনা করলে দেখি এখানে বিভিন্ন Head রয়েছে Contribution towards the up-keep of Public places of worships. Grant to Agartala Municipality, Contrbution to Postal Dept., Grant to District Soldiers, Sailors and Airman's Board, Contribution for Social and Moral Hygiene and aftercare Services, ইত্যাদি আর Grant to Tripura Territorial Council. আমাদের মাননীয় বিরোধীদলের সদস্য যে কথাগুলি বলেছেন আমি তার একটা একটা করে জবাব দেবার চেষ্টা করবো। একটি কথা বলেছেন যে Landless জুমিয়া বা আদিবাসীর জন্য কোন উন্নয়নমূলক কার্য্যে টাকা রাখা হয়নি। যে Headএ আছে ৫০,৪৫,৬০০৲ টাকা তার মধ্যে ৩২,৬৮,১০০ টাকাই শুধু expenditure of the welfare of the Backward classes এর জন্য ধরা হয়েছে, কাজেই সেখানে Backward class বা জুমিয়াদের জন্য কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি সেটা কতটুকু সত্য তা আমি বুঝতে পারলাম না। তাছাড়া আমরা প্রত্যেক ব্যাপারেই দেখি যে ওনারা সকল জায়গা ও সকল শ্রেণীর কথাই cover করে বলেন। যেমন প্রত্যেক কথাতেই ধর্ম্মনগর হইতে সাব্রুম পর্য্যন্ত আদিবাসী, নগরবাসী সকলের কথাই ওনারা বলেন। কর্ম্মকার, কুম্ভকার, পেশকার কারও কথা বাদ যায় না। এখানে ওনারা বর্ণহিন্দুর কথাটাও বলেছেন। বর্ণহিন্দুর কথাও ওনারা চিন্তা করেন দেখা যায়। Landless Agricultural workers দের জন্য ৫০,০০০৲ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এখানে বর্ণ-হিন্দু, আদিবাসী বা জুমিয়া কোন কথাই লেখা নাই। বর্ণহিন্দু, Landless থাকলে যে জমি পাবে না তার কথা এখানে নাই। সুতরাং বর্ণহিন্দুদের জন্য তাদের যে দরদ আছে এটা নকল। হঁ্যা সবার কথাই আমাদের বলতে হবে তার জন্যই বর্ণহিন্দুর কথাটা উঠল। কালকে এ কথাটা বলা হয়েছে যে Dhebar Commission বলেছেন ত্রিপুরাতে আদিবাসীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের ব্যবস্থা করা হয়নি। ধেবর কমিশন একথা বলেছেন ঠিক তবে সেটা যে under compulsion, তা নয়। এটা একটা suggestion এবং সব জায়গায় যে সেটা প্রযোজ্য হ'বে তাও নয়। আমরা জানি যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আদিবাসী অঞ্চল এমন ভাবে গঠিত যে সেখানে অন্য কোনও Community থাকা সম্ভব নয়।

(interruption)

Mr. Speaker :— I will request the Honble member to let the Hon'ble member go on undisturbed.

শ্রীগোপেশ রঞ্জন দেব :— যেখানে খাসিয়া অঞ্চল সেখানে খাসিয়া ছাড়া অন্য কোন Community নাই। সেখানে এটা করা সম্ভব। কিন্তু ত্রিপুরাতে যেখানে আদিবাসী আছে সেখানে অন্য কোন Community নাই এমন কোন অঞ্চল নাই; কাজেই এদিক দিয়ে তাদের যে প্রচার বা

চেষ্টা তা সাম্প্রদায়িক বা জাতিগত শান্তি বিঘ্নিত করার পক্ষে আমি যথেষ্ট মনে করি তাই এদিক দিয়ে সাবধান হওয়া আমি সঙ্গত মনে করি। ওনারা আর একটি প্রশ্ন করেছেন আমরা বাইরের পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি এবং স্থানীয় পত্রিকার কথা চিন্তা করছিনা এবং বিশেষ করে জাগরণ পত্রিকার কথা আমাদের মাননীয় সদস্য তুলে ধরেছেন। পত্রিকাতে যে আমরা বিজ্ঞাপন দেই তার কতকগুলি নিয়ম-কানুন আছে। যেমন The number of years a paper has been established, তারপরে তার প্রচার সাম্প্রদায়িক উস্কানী দেয় কিনা বা দেশের জাতীয়-সংহতি বা জাতীয় স্বার্থ জাতীয় স্বাধীনতা বিঘ্ন কারক কিনা। তার পাঠকশ্রেণী কি রকম মনোভাব প্রচার করেন, ইত্যাদি। কতকগুলি পত্রিকা আছে যাকে বলে yellow journalism ; এরূপ কোন পত্রিকায় সরকারী বিজ্ঞাপণ দেওয়া হয় না। কয়েকটি বাইরের পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার আর একটা কারণ, স্থানীয় সব পত্রিকা বাইরে যায় না। অনেক mechanic বাহির থেকে আন্তে হয়, অনেক company বাইরে থেকে ত্রিপুরায় আনতে হয়, অনেক কর্মচারী বাইরে থেকে আনতে হয়, তাই সে খবর বাহিরের পত্রিকাতে না দিয়ে শুধু ত্রিপুরার পত্রিকাতে দিলে আমরা লোক পাব না। তাই বাইরের পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিতে হয়। সেটা কার জন্য প্রশ্ন করা হ'য়েছে, আমি উত্তর দেব সেটা দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে, সেটা রাষ্ট্রে স্বার্থে। আর landless দের জন্য ব্যবস্থা নাই এই প্রশ্নের জবাব আমি দিয়েছি। আর একটি আছে ঋণ মকুবের কথা। আমরা জানি সেটা বিধান সভার আওতায় নয়, সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনার ব্যাপার এবং যে maintenance loan উদ্বাস্তুদের মকুব করা হয়েছে তা আগেই Budget-এ ধরা হয়েছে। এইবারে যে ১০,০০০৲ টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে সেটা যারা মারা গেছেন বা desert করেছেন তাদের কথা চিন্তা করেই বাজেটে ধরা হ'য়েছে। আর অবশিষ্ট লোক যা'দের ঋণ মকুব করার জন্য আমাদের সরকার ministry level এ কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করছেন, বিশেষ করে পুনর্বাসন মন্ত্রী তার জন্য জোরদার আলোচনা করেছেন দিল্লী সরকারের সঙ্গে, এবং যখনই সেটা মঞ্জুরী আসবে তখনই 64—65 এর revised budget এ বা 65—66 এর বাজেটে বরাদ্দ রাখতে পারব তারজন্য চিন্তার কোন কারণ নাই। তবে দিল্লী থেকে মঞ্জুরী আসার প্রয়োজন এবং সে জন্য এই Assembly বা Ministry যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। অপাততঃ তাদের যে ৩টি cut-motion সেই ৩টি cut-motion এর মধ্যে জাগরণ পত্রিকা সম্বন্ধে বলেছেন। জাগরণ পত্রিকা সম্পর্কে একটি কথা আমি বলব। আমরা জানি কিছুদিন আগেও গত নির্বাচনের পরে, জাগরণ পত্রিকা এক প্রকাশ্য সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বর্তমান যে Assembly তাকে শান্তিপূর্ণ ভাবে চল্‌তে দিব না, আমরা বিঘ্ন সৃষ্টি করব। সেটা যে তাদের মূল principle সেটা সভাতেই ব্যক্ত হ'য়েছে। তারজন্য তারা সাম্প্রদায়িক উস্কানী দিবার চেষ্টা করেছেন। তারা সংখ্যালঘুদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে বলেছেন যে তোমরা এখানে থাকতে পারবে না। বাড়ী বিক্রি করে দিয়ে বা বিনিময় করে চলে যাও। আবার উদ্বাস্তু কলোনীতে গিয়ে বলেছেন যে তোমরা পাকিস্তানের ব্যাপার দেখছনা—তোমাদের কি ব্যাথা লাগে না— এই ভাবে উস্কানী তারা দিয়েছেন এবং প্রকাশ্য সভায় এই কথা বলা হয়েছে। এটা জাতীয় স্বার্থের খুবই বিঘ্ন কারক। তাই এ জাতীয় পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন না দেওয়া খুবই সমীচীন মনে করি। এখানে cut-motion এর বিরোধিতা করে আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

Mr. Speaker : I would now call on Shri Bulu Kuki.

শ্রীবুলু কুকী : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার cut-motion এর সমর্থনে কয়েকটা কথা বলতে চাই। আমার cut-motion হ'ল that there is not sufficient provision for writing off the loans of displaced persons. কারণ আমরা ত্রিপুরায় বাস করি এবং ত্রিপুরার সমস্ত এলাকা আমাদের জানা। কোন্ লোক, কোন্ সম্প্রদায় কি ভাবে আছে এটা আমাদের জানা। ঠিক এইভাবে আমরা যদি দেখি বিশেষ ভাবে যারা পূর্ব্ব পাকিস্থান থেকে refugee হিসাবে এই ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছে এবং তাদের যে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে সেই কথাই আমি বলছি। কারণ আজকে Govt. তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তারা অর্থনৈতিক পুনর্বাসন পেয়েছে কিনা। কারণ আমি জানি তারা অর্থনৈতিক পুনর্বাসন প্রায় নাই এবং যেখানে refugeeদের পুনর্বসতি দেওয়া হয়েছে সেটা অধিকাংশ টিলা জমি, cultivation এর অযোগ্য। কিছু কিছু জমি তাদের দেওয়া হয়েছে cultivation এর জন্য। যেখানে ৫ কাণি দেওয়ার কথা ছিল সেখানে ৫ কাণি জমি দেওয়া হয় নাই। কারণ আমরা যদি দেখি সেই চেলাগাং এলাকাতে যেখানে ৩০০ পরিবারকে পুনর্বসতি দেওয়া হয়েছে সেই জায়গার অবস্থা কি? সেখানে কেউ ৫ কাণি জমি পায় নাই। অধিকাংশ লোক ২ কাণি ১॥ কাণি জমি পেয়েছে। তদুপরি সেখানে সামান্য বৃষ্টি হ'লে flood হয় এবং সমস্ত ফসল তাদের নষ্ট হ'য়ে যায়। সে জন্য প্রতি বৎসর কষ্ট করে তারা যে ফসল উৎপন্ন করে সে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থায় Govt. তাদের যে loan দিয়েছেন সে loan যদি আদায় করা হয় তবে সেটা অন্যায় কাজ বলে আমি মনে করি। তাদের কাছ হতে loan আদায় করা ঠিক হবেনা। কারণ এ অসুবিধার মধ্যে যারা অনাহারে দিন যাপন করছে পুনর্বসতি পেয়েও এবং যেহেতু তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বসতি হয় নি, ঠিক এ অবস্থায় তাদের কাছ থেকে loan আদায় করার ব্যবস্থা করলে পুনরায় তাদের নূতনভাবে refugee তে পরিণত করা ছাড়া আর কিছুই হ'বে বলে আমি মনে করিনা। অতএব আমি Speaker মহোদয়ের মাধ্যমে Minister কে অনুরোধ করব যাতে এই loan সম্পূর্ণ মকুব করা হয়। কারণ ত্রিপুরার অবস্থা আমরা জানি। এখানে কোনও ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যবস্থা নাই যাতে তাদের অর্থনৈতিক সুবিধা কিছু হ'তে পারে। আর ঠিক এইভাবে যেখানে refugeeদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে—যেমন তেলিয়ামুড়া, কল্যাণপুরে যান সেখানে এই অবস্থা। আর যাদের টিলা জমিতে দেওয়া হ'য়েছে সেখানে জল সেচের কোন ব্যবস্থা নাই তার ফলে তারা ফসল উৎপন্ন করতে পারে নি। ফলে তাদের যে টাকা দেওয়া হয়েছে তার থেকে তারা লাভবান হয়নি। অর্থনৈতিক উন্নতি হয়নি। তাই আমি speaker মহোদয়ের মাধ্যমে concerned মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যাতে এই পরিপ্রেক্ষিতে সুস্থির বিবেচনা করে তাদের যে ঋণ দেওয়া হ'য়েছে সেটা যেন সম্পূর্ণ মকুব করা হয়। আমার আরেকটি বক্তব্য যে পূর্ব পাকিস্থান হ'তে অনেক লোক ত্রিপুরায় প্রবেশ করছে তাদের সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার কোন নির্দ্দিষ্ট নীতি আজও গ্রহণ করেনি। আমরা যদি লক্ষ্য করি তবে দেখব যে এখনও দুর্গাবাড়ীতে ৫০০০ লোক আছে। সেখানে খাবার কোন ব্যবস্থা নেই, জলের ব্যবস্থা নেই, পায়খানার ব্যবস্থা নেই—কিভাবে তারা আছে। দিনের মধ্যে ৫ জনের জন্য ৩ মুঠো চাউল দেওয়া হয়। এভাবে কি মানুষ বাঁচতে পারে। এখানে ruling partyর

নেতারা বড় বড় কথা বলেন, কিন্তু এদের জন্য তারা কি করেছেন। তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেননি বলে মনে করব। আপনারা যদি মানুষকে মানুষ বলে মনে করে থাকেন তাহলে সেখানে গিয়ে দেখুন কি ভাবে রেখেছেন তাদের। আপনারা বড় গলায় চিৎকার করতে পারেন কিন্তু কর্ত্তব্য থেকে যে সরে যেতে চেষ্টা করেন সেটা আমি জানি। তাই আমি speaker এর মাধ্যমে অনুরোধ করব যেন তারা উদ্বাস্তুদের বাঁচার ব্যবস্থা করেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker .— I would now call on Shri Sunil Kumar Choudhury.

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় Speaker Sir এখানে যে Budget আলোচনা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে সেটা সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে করা হয়নি। কেন করা হয়নি তার চেহারাটা আমি ধরে তুলতে চাই। এতক্ষণ যারা হৈ চৈ করলেন তারা যদি দুর্গাবাড়ীতে গিয়ে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন উদ্বাস্তুরা কি অবস্থায় আছে। আমরা গিয়েছি এবং দেখেছি। আমার মনে হয় গত দাঙ্গার পরে পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় ১৩ হাজার উদ্বাস্তু এসেছে। শুধু যে দুর্গাবাড়ীতে এসেছে তা নয়। দুর্গাবাড়ীতে প্রায় দেড় হাজারের মত উদ্বাস্তু আছে। সেখানে গেলে দেখা যায় তাদের যে থাকবার জায়গা সে জায়গাও সুষ্ঠুভাবে করা হয়নি। সেখানে মাথার উপর ছানি নেই, রৌদ্রের ভিতর তাদের থাকতে হয়। এই হলো সেখানকার চেহারা। পায়খানার কোন ব্যবস্থা নেই, sanitation এর কোন ব্যবস্থা নেই। কারো যদি অসুখ হয় তাহলে ঔষধের কোন ব্যবস্থা নেই, তার চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই, এই হলো চেহারা। আর আপনারা বুক চাপরিয়ে বলছেন খুব করা হয়েছে। আপনারা দেখেছেন কিনা। হ্যাঁ, আমরা দেখেছি। এই হচ্ছে চেহারা। আজ সারা ত্রিপুরায় দেখা যায় গাছের তলায়, রোদ, বৃষ্টিতে ভিজে তারা আছে। কেন তারা আছে ? তারা বাঁচবার জন্য এখানে এসেছে। মরবার জন্য নয়। তাদের বাঁচার জন্য ব্যবস্থা করা দরকার। তাদের বাঁচার জন্য ভারত সরকার স্বীকার করেছেন যে তাদের দণ্ডকারণ্যে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হবে এবং অন্যান্য জায়গায় পুনর্ব্বাসন দেওয়া হবে। কিন্তু সেখানে পুনর্ব্বাসন দিতে হলে যারা এখানে আসছেন তাদের অন্ততঃ থাকবার ব্যবস্থা করে দেওয়া তাদের উচিৎ ছিল। কিন্তু এখানে আমি সেই Provision টা দেখতে পাচ্ছি না। ইচ্ছা থাকলে করা যায় কিন্তু হয়নি। আজকে ৮জনকে তিন কৌটো চাউল দিচ্ছেন, সেটাও আবার মাপলে আড়াই কৌটো হয়ে যায়। এই তো অবস্থা। খাবার ব্যবস্থা নেই। শিশুর দুধের ব্যবস্থা নেই। আবার বলছেন খুব করা হচ্ছে। এই তো করা হচ্ছে ?

মাননীয় স্পীকার মহোদয় আপনার মাধ্যমে আমি সরকারী দলকে বলতে চাই যে তাদের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অন্ততঃ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই সব Responsibilty গুলি নেওয়া দরকার। উদ্বাস্তুগণ যে কয়দিন এখানে থাকেন যাতে ভালভাবে থাকতে পারেন, খেয়ে বাঁচতে পারেন সেই ব্যবস্থা অবিলম্বে করা উচিৎ। দুর্গাবাড়ীতে গেলে কি দেখা যায়। গন্ধে থাকা যায় না। প্রস্রাবের গন্ধ। প্রকৃতির তাড়নায় মানুষকে পায়খানা প্রস্রাব করতেই হয়। তারও কোন ব্যবস্থা নেই। পায়খানা প্রস্রাবের যে একটা প্রয়োজন আছে তা দেখার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় সরকার দল চিন্তাও করেন নি। কাজেই আমি বলতে চাই তারা যাতে পায়খানা প্রস্রাব

করতে পারে তার একটা ব্যবস্থা করা উচিৎ। উনারা যদি গিয়ে দেখতেন তবে খুব ভাল হত। কিন্তু উনারা তো যাবেন না জানি। কারণ যাওয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করেন না। কাজেই আমি বলবো উনারা যদি গিয়ে রাস্তার অবস্থাটা দেখে আসতেন তবে খুবই ভাল হত। সেখানে অসুখে দু'জন মারা গেছে। কলেরায় মারা গেছে। একজন হচ্ছে সুরবালা দাস। বয়স ৩৫ বৎসর। আর একজন হচ্ছে শুক্লবল্লভ দাস। বয়স ৩ বৎসর। কিন্তু আশ্চর্য্য সেখানে এখনো কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। মাননীয় স্পীকার মহোদয় উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে বলতে আমি যতটুকু চেষ্টা করছি তাতে উনারা যদি বুঝে থাকেন সে ভাল কথা। অবশ্য বুঝবেন না, এখনো চেঁচিয়ে অন্য কথা বলবেন সেটা জানা কথা। তাহলে এখন আমি অন্য কথায় যাচ্ছি। সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে যে Landless তাদের যে পুনর্ব্বাসন সেটা Sufficient হয়েছে কি-না! সে হয়নি। এ আমার কথা নয়। এ কথা আপনারাও বলেছেন যে Sufficient হয় নি। তবে করছেন। কি ভাবে করছেন! ১ কাণি জমি দিয়ে, তার মধ্যে ৩০০৲ টাকা দিয়ে ৩ বৎসর চলে গেল। তারপর আর কোন পাত্তা নেই। তারপর দেখা গেল তাকে খুঁজে খুঁজে বার করা হলো। আবার দু'শ টাকা দেওয়া হলো। কিন্তু জমি কতটা। ১ কাণি কি দেড় কাণি। এ হচ্ছে অবস্থা। তাহলে কি করে পুনর্ব্বাসন হবে। কাজেই এ হারে তাদের পুনর্ব্বাসন হবে না। তাদের অর্থনৈতিক পুনর্ব্বাসন দিতে হলে অন্ততঃ ৫কাণি জমি দেওয়া দরকার। তারপর তাদের টাকা ঠিক মত দেওয়া দরকার। এ আমি মনে করি এবং তার জন্য এখানে Provition রাখা উচিৎ ছিল।

তারপর আমি বলব যে সব উদ্বাস্তুরা এখানে এসেছিলেন সে সব উদ্বাস্তু ভাইদের ঋণ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু বাস্তব পক্ষে কি দেখা গিয়েছিল? তাদের পুনর্ব্বাসন হয়নি। যে কোন কলোনীতে গেলেই সে চেহারাটা দেখতে পাওয়া যায়। যে ঋণটা উনারা দিয়েছিলেন সে ঋণ এখনো মকুব হয় নি। অন্যান্য জায়গায় এ ঋণ মকুব হয়ে গেছে। কিন্তু ত্রিপুরাতে এখনো সে ঋণ মকুব হয়নি। কাজেই আমি আশা করব সরকারী দল এই টাকাটা Budget এ সুষ্ঠুরূপে রাখতে চেষ্টা করবেন। এই বলেই আমি বসছি।

Mr. speaker :— I would now call on Shri Karunamay Nath Chowdhury.

K. Nath Chowdhury :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি এবং Advertisement প্রস্তাবের পক্ষে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমেই আমি মূল সম্পর্কে যে আলোচনা রাখা হয়েছে সে সম্বন্ধে বলব। আমি আশা করেছিলাম বিরোধী পক্ষ আজকের এই জরুরী সময়ে এই কথাই বলবেন যে আমাদের প্রচার দপ্তর দুর্বল, তার প্রচার শক্তি যাতে বৃদ্ধি করা যায় সেই দিকে চেষ্টা করার জন্য। আমি আশা করেছিলাম এই সময়ে তারা এমনি কথা বলবে যাতে সমস্ত সরকার অন্ততঃ প্রতিরক্ষার ব্যাপারে প্রচার ব্যবস্থার দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের যে সমস্ত এলাকায় আমাদের দেশ রক্ষামূলক. স্বদেশ প্রীতিমূলক, দেশ প্রেম উদ্বোধক, সঙ্গীত হতে আরম্ভ করে বিভিন্ন ব্যাপারে সরকারকে এমনি ভাবে Suggestion দেবেন যাতে সমস্ত দেশে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত আমরা দেশ প্রেমের বন্যা দেখতে পাই। আমি আশা করেছিলাম তাদের সমালোচনা থাকবে সেদিকে। কিন্তু তা না করে তারা কোন পত্রিকায় আমরা Advertisement দিচ্ছি না। তারা কেন সরকারের উপর নির্ভরশীল এই সব কথা বলেই তারা তাদের বক্তব্য শেষ করছে।

সরকারের নীতি অনুযায়ী কি কি শ্রেণীর সংবাদ পত্রে আমরা আমাদের Advertisement দিই সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে অন্যান্য সদস্যরা বলেছেন। আমি শুধু একটি কথাই এ সম্পর্কে বলব, আমরা যে দেশ গঠন করতে যাচ্ছি সেই সমাজতান্ত্রিক দেশে এমন একটা নীতি প্রবর্ত্তন করা দরকার যে নীতির দ্বারা যারা পরম এবং চরম বিরোধী, যারা তাদের মতকে রাষ্ট্রের পক্ষে, সমাজের পক্ষে হিতকর করে তুলতে পারছেন না, তারা অন্ততঃ সরকারের যে সমস্ত ব্যবস্থা তাদেরকে সংশোধন করতে পারে সেই ব্যবস্থা তাদের উপর প্রয়োগ করা দরকার হবে। যেমন, আমি প্রসঙ্গক্রমে বলবো, আমরা খারাপ লোককে জেলে পাঠাই সংশোধনের জন্য ঠিক এমন কোন প্রচার যদি আমরা দেখতে পাই যাহা সমাজের পক্ষে, দেশের পক্ষে কল্যাণকর নয় তাহলে আমরা তাদের পেছনে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারি! যেমন ত্রিপুরা রাজ্যে কোন এক প্রেসকে আমরা সরকারের তরফ থেকে জামানত তলব করেছি। আমি আশা করবো যে ত্রিপুরা সরকারের প্রচার বিভাগে Press release এর ব্যবস্থা করা হউক। আমরা লক্ষ্য করবো যে সেই পত্রিকাগুলি Press release ঠিক ঠিক মত দিচ্ছে কি না। Press release এর মধ্যে আমরা এই দেখতে পাই যে চরম এবং পরম বিরোধী যে সমস্ত পত্রিকা আছে, যাহারা নাকি দলীয় পত্রিকা, বিভিন্ন জায়গায় শাসনের যে দল আছে তার বিরুদ্ধে তারা প্রকাশ্যে মত পোষণ করে যে যে কোন ভাবে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা বা সরকারী নীতিকে বানচাল করাই তাদের উদ্দেশ্য। তারা যদি আমাদের Press release ব্যবহার করে তাহলে আমার যতটুকু ধারণা তাদের যারা গ্রাহক, অনুগ্রাহক তারাই তাদেরকে সংশোধনের পথে নেবে এবং তখন যদি আমরা দেখি যে সরকারী প্রেস রিলিজগুলি তারা গ্রহণ করেছেন না, বা ঠিক ঠিক প্রচার করছে না তাহলে আমরা আরো প্রতিকারের চিন্তা করতে পারি কি না সে সম্পর্কে আমরা একটা নির্দ্দিষ্ট পথ পাব। আমি আশা করি বিরোধী পক্ষের যারা হৈ চৈ করছিলেন এতে সংশোধনের একটা sugession আমি তাদের সংশোধনের জন্য রাখছি। এরপর Landless সম্পর্কে বলবো। বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেছেন বাজেটে যে টাকা রয়েছে তা অতি অল্প। কিন্তু আমি বলবো তা একেবারে নগণ্য নয়। এখানে ৫০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এতে যদি না হয় তবে আমরা পরে Servey Settlement Budget করতে পারবো। সমগ্র ত্রিপুরাতে এখনো আমরা Survey Settlement শেষ করে উঠতে পারি নি। কাজেই আমরা কতটা জমি পাব তা ঠিক বুঝতে পারছি না। সুতরাং বাজেটে কতগুলি টাকা ফেলে রেখে কোন লাভ নেই। কাজেই এই যে বাজেট তা এসব চিন্তা করেই করা হয়েছে। যে recomendation এর কথা বার বার বলছে তাও আমাদের সরকার করছেন। বিশেষ করে খোয়াইতে করা হয়েছে। যারা Landless তাদের পুনর্বাসন ও কোঠার মধ্যে পরে। এখানে এক জন সদস্য বলেছেন যে কমলপুর ও খোয়াইতে কিছু সংখ্যক লোক জমি আবাদ করে, যারা Landless তারা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ খুব ভাল কথা। তারা সরকারের কাছে আসলে সরকার যা ঠিক ঠিক সাহায্য দেওয়া দরকার তা নিশ্চয়ই দেবেন। কিন্তু বক্তা যা বলেছেন তার কোন সার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি না। তারা সরকারের কাছে আসবেন ও না, সাহায্যও চাইবেন না, সহযোগীতাও করবেন না তাহলে কি করে হবে। যদি আসতেন তবে নিশ্চয়ই সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পেতেন। এ বিশ্বাস আমার আছে। কাজেই এখানে এই ছাটাই প্রস্তাবের কোন সার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি না। তারপর এখানে যারা Displaced person আছে তাদের Loan

মকুব করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যারা ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন তারা দুর্গাবাড়ীতে যারা আছে তাদের প্রসঙ্গে বক্তব্য রেখেছেন। যে ছাটাই প্রস্তাব তার ধার দিয়েও যান নি। এই যে ছাটাই প্রস্তাব আমি যতটুকু জানি ভারত সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য ৮০ লক্ষ টাকা মাপ করেছিলেন। তারপর ত্রিপুরা রাজ্যে যারা পুনর্ব্বসতি পেয়েছেন সেই পুনর্বসতির ঋণের একটা অংশ তারা মাপ পেয়েছেন এবং আমাদের মন্ত্রীমহোদয়ও চেষ্টা করেছেন যাতে একটা সন্তোষজনক পরিমান মাপ পেতে পারেন। কিন্তু আমি বলবো যাদের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা আছে যারা যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করছেন তাদের ঋণ মকুব করার কোন অর্থ হয় না। যারা সক্ষম ব্যক্তি তাদের বাদ দিয়ে যারা থাকবে তাদের সম্পর্কে সরকার বিবেচনা করবেন। সুতরাং এখানে এই যে ছাটাই প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার কোন সার্থকতা নেই। এখানে উদ্বাস্তু, যারা দুর্গাবাড়ীতে আছে তারা ট্রাকের পর ট্রাকে করে অন্যত্র যাচ্ছে। দুর্গাবাড়ী একটি বিশিষ্ট স্থান। দুর্গামণ্ডপে লোক আসে। সরকার যতটুকু সম্ভব দেখাশুনা করেন। সরকার নিজের থেকে এখানে কোন camp খোলেন নি। সরকার থেকে camp খুলে তাদের এখানে রাখা হয়েছে এমন কথা কেউ এখানে বলেন নি। যারা এখানে এসেছেন তারা যাতে Transit Campএ চলে যেতে পারেন এবং সেখানে সরকারী অন্যান্য সাহায্য পেতে পারেন তার জন্য ব্যবস্থা ইতিপূর্বেও ছিল, এখনো আছে। আজও ট্রাকে বোঝাই করে তারা অন্যান্য Transit campএ রওয়ানা হচ্ছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থা হয়নি এমন কোন কথা নেই। বিশেষ করে এই ছাটাই প্রস্তাব তোলার উদ্দেশ্য হলো যে আমরা কিছু Crocodile Tears এখানে ফেলবো। এখন তো আমরা দেখি না যে ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি সেনারা দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রামে গ্রামে এই উদ্বাস্তুদের জন্য চাঁদা আদায় করছেন। এ রকম লক্ষণ আমরা দেখি নি। এই দুর্গত জনসাধারণের প্রতি শুধু বিধান সভায় চোখের জল না ফেলে আর একটু সেবা কার্য্যে অগ্রসর হলে আমরা খুশী হবো। আমি এই ছাটাই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিরোধীতা করে মূল প্রস্তাবের পক্ষে থেকে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Hlura Aung Mog.

শ্রীহ্লুরা অংমগ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে Backward class সম্পর্কে যে Budget করা হয়েছে তা আলাদা ভাবে করা হয় নি। আমি মনে করি Tribal welfare হিসাবে আলাদা Headএ এই Budget ধরা একান্ত প্রয়োজন। আজ ১২।১৩ বৎসর যাবৎ উপজাতি উন্নয়নের কাজ যে ভাবে চলছে তা অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলছে এবং এই পাহাড়ী জুমিয়াদের অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তার ফলে দেখা যায় অধিকাংশ জুমিয়া জমি পায়নি। যা পেয়েছে তাও একদম চাষের অযোগ্য। এটাকে পুনর্ব্বাসন বলা চলে না। আমি এ সম্পর্কে speaker এর মাধ্যমে অনুরোধ করব যাতে Commission বসিয়ে তদন্ত করা হয়। কোন Tribal Colonyতে কোন Tribal কতটা জমি পেয়েছে তার তদন্ত করা হউক। এখানে আমি বলব যে, একজন ব্যক্তিকে খুশী করার জন্য বিলোনীয়া কাঁঠালছড়াতে একটি Colony খোলা হয়েছে। এখানে ৪০ পরিবার পুনর্ব্বসতি পেয়েছে কিন্তু জমি তাদের দেওয়া হয়েছে ৫।৬ মাইল দূরে। লোঙ্গা জমি যা দেওয়া হয়েছে তাও অনাবাদী। এ সমস্ত কলোনীর অধিবাসীরা ক্ষুধার তাড়ণায় মানুষের দ্বারে দ্বারে কাজের চেষ্টায় ঘুরে বেড়ায়। একটি পরিবার যখন এসেছিল তখন তার গরুর

সংখ্যা ছিল ৩৫টি। কিন্তু বর্ত্তমানে বিক্রি করতে করতে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪টি। জমিও, যা ১ কানি ২ কানি করে দেওয়া হয়েছে তাও তারা চাষ করতে পারে না। এ হলো কলোনীর অবস্থা। কৃষক পরিবার যদি জমির কাছে থাকে তাহলে তাদের চাষ বাসের সুবিধা হয়। এই কলোনীর একটি পরিবারকে বলা হয়েছিল তার জমির কাছে গিয়ে বাস করতে। সে নিজে যেতে রাজী হয়েছিল। কিন্তু সাথে আরও ২। ৪টি পরিবারকে চেয়েছিল। কিন্তু সে আদেশ S. D. O. দেন নি। বিশ্রামগঞ্জ কলোনীরও এই একই অবস্থা। অনেক টাকা খরচ করা হয়েছে ও হবে কিন্তু একে পুনর্ব্বাসন বলে না। এই হলো সরকারের Tribal পুনর্বাসনের নমুনা।

উপজাতীয়দের উন্নয়নের জন্য Central Govt. Tripura Govt. কে যে grant দেন তা কার্যকরী করার জন্য আমার মনে হয় নির্ব্বাচিত উপজাতী সদস্যদের নিয়া একটা শক্তিশালী Board গঠন করা হউক। যাতে এই টাকাগুলি ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় করা যায়। উপজাতী উন্নয়নের যে টাকা খরচ করা হচ্ছে তা উন্নয়নের কাজে লাগাচ্ছে না। কাজেই উপজাতী সদস্যদের নিয়া একটি শক্তিশালী Board গঠন করে সেই Board এর হাতে টাকাগুলি দেওয়া উচিত যাতে তারা উপযুক্ত কাজে লাগাতে পারে। ইহা করলে আমার মনে হয় ভাল হবে। উপজাতি শিক্ষার খাতে যে টাকা আসছে তা খরচ হয় না। আমাদের উপজাতি ছাত্রেরা বৎসরের পর বৎসর শিক্ষার জন্য High School গুলিতে আসে। কিন্তু seat পাওয়া যায় না। Boarding এ স্থান পাওয়া যায় না। তাই তাদের পড়াশুনা হয় না। তারা বাড়ী চলে যায়।

Mr. Speaker : I would draw the attention of the Hon'able member these are not Education.

Trible welfare এ Education এর সম্পর্ক আছে। আমি বলবো সদরে যারা আছে তারা বৌদ্ধ মন্দিরে থেকে লেখাপড়া করছে। কারণ Boarding এ seat পাওয়া যায় না। কাজেই আমি মনে করি উপজাতি শিক্ষার জন্য যে টাকা আছে তাহাও Board এর হাতে দিয়ে দেওয়া উচিৎ। যাতে উপজাতি ছাত্রদের শিক্ষার ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই টাকাগুলি খরচ করা যায়। আজ উপজাতির উন্নতিকে বাদ দিয়ে সমগ্র ত্রিপুরার উন্নতির কথা ভাবা যায় না। ত্রিপুরাতে যারা অনুন্নত শ্রেণীর রয়েছে তাদের উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য বলে আমি মনে করি।

তারপর আমি Propaganda সম্পর্কে বলছি। যে সমস্ত Radio গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বিলি করা হয়েছে তা সমস্তই প্রায় অকেজো হয়ে পরে আছে। এ গুলিকে service দেওয়ার জন্য আমি গত session এ House এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। কিন্তু সে Report অর্থমন্ত্রীর মারফতে পাওয়া যায়নি। সেজন্য আশা করি এদিকে তিনি একটু আলোকপাত করবেন। এই বলেই শেষ করছি।

Mr. Speaker : I would now call on Shri Atiqul Islam.

A. Islam : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এখানে Agartala Municipality সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। কারণ আমরা এখান থেকে Agartata Municipalityকেও grant দিচ্ছি। সুতরাং এ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কারণ Agartala Municipality grant এর মধ্যে আছে। Municipality এখন আমাদের under এ। সুতরাং খানিকটা আলোচনা

হওয়া প্রয়োজন। আমি জানি আমাদের water works এর একটা programme ছিল। এই জন্য যে টাকাটা ছিল তা দীর্ঘদিন যাবৎ surrender হচ্ছে। আবার ঘুরে ঘুরে আসছে আবার যাচ্ছে। আজ পর্য্যন্ত প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে। কেবল কুঞ্জবন রোড্ ও ঠাকুর পল্লী রোড্ ছাড়া আর কোন রাস্তায় লাইন বসান হয় নি। আমি যতটুকু খবর নিয়ে জেনেছি তাতে ১৯৬৫ সালের শেষে কেবল Chief Commissioner এর বাংলা ও তার আশে পাশে খানিকটা জল সরবরাহ করা যাবে। এবং যে Tank তৈরী করার কথা সে Tank এখন পর্য্যন্ত করা হয়নি। আমরা শুনে আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে, '৬৫ সালের শেষে কেবল Cheif Commissioner ছাড়া আর কেউ জল পাবে না। জলের জন্য সবাই দাবী করছে। কলের জলে Iron বেশী। তাতে পেটের অসুখ হয়। Parliament এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে উত্থাপন করা হয়। Question আনা হয়। আমরা এই জন্য দুঃখিত। আমরা অবাক হয়ে যাই যে, আমরা কার শাসনে আছি। এই scheme কি Prograssive কাজ হচ্ছে এই হল তার নমুনা। আগরতলায় পায়খানা ও প্রস্রাবের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। ৫ | ৬ বৎসর পূর্বে অমৃতকাউর আগরতলা এসেছিলেন। তিনি পায়খানা প্রস্রাবাগার ও Town Hall এর জন্য এক লক্ষ টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। Town Hall এখনো হয়নি। কারণ জায়গা নাকি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সে টাকাটা এখনো ঘুমুচ্ছে। Sanitation এর জন্য যে ১০ হাজার টাকা ধরা আছে তার মধ্যে ৬ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। বাকী ৬ হাজার টাকা Misc এর মধ্যে পড়ে আছে। কিন্তু আমরা জানি যে আগরতলা শহরে Labatory নেই। গোলবাজারে একটা ছিল তাও বন্ধ হয়ে গেছে। কোন কাজে লাগে না। ইদানীং মোটর ষ্ট্যাণ্ডে একটা করা হয়েছে। আর একটা ভকাস´ কর্ণারে করা হয়েছে। তাছাড়া সারা শহরে আর কোথায়ও নেই। সুতরাং এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আগরতলা শহরে Municipalityর arrea তে পায়খানা প্রস্রাব করতে হলে লোকের বাড়ী দৌড়াতে হয়। এ অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। আমরা Democracy Democracy করবো। আর Municipality কে হাতের মুঠোয় করে রাখবো। কোন realisation করবো না। এই system এ Democracy কে সাহায্য করা হয় না। আমি শুধু এ প্রসঙ্গে Municipalityর যে বর্ত্তমান pay scale সে সম্পর্কে মাননীয় Speaker এর মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো। Municipality র বর্ত্তমান যে বেতন তাতে একজন L. D. C. পায় ৬৫৲—১০০৲, আর যারা U. D. C. তারা পায় ৬৫৲ –১৩০৲। এই pay scale দ্বারা নিশ্চয়ই কোন Employeeর চলা সম্ভবপর নয়। আমাদের General যে pay scale হচ্ছে আমি আশা করি সে-সঙ্গে তাদের pay scale ও Revised করা হবে।

আমি Tribal welfare, Tribal যে colony সে সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। আমি জনি অমরপুরেতে বক্সরায় চৌধুরী পাড়া নামে একটা কলোনী হয়েছিল। বক্সরায় একজনের নাম। তার নামেই কলোনী করা হয়েছে। বক্সরায় ও S. D. O. মিলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন যে কোন measurement এর মধ্যেই কাজ করা হয় নি। কাজেই Tribal দের যে জমি পাওয়ার কথা ছিল সে জমি তারা পায় নি। এবং সে সম্পর্কে একজন Supervisor সূর্য্যকুমার দে আপত্তি করলো এবং S. D O. এর সঙ্গে যখন তার clash হলো তখন তাকে মামলায় ফেলে

rehabilitation করা সম্পর্কে অনেক কথা আমরা এখানে আলোচনা করেছি। Dhebar Commission সম্পর্কে আপনারা reference করেছেন। Dhebar Commission এর report যদি আপনারা পড়ে থাকেন তবে সেখানে দেখবেন যে তাদের recommendation এ কথা স্পষ্ট বলা আছে যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা Tribal দের rehabilitate করতে পারি, ততক্ষণ জুম cultivation বন্ধ করা চলবে না। এখন Tribal landlessকে আমি land দেওয়ার ব্যবস্থা করব না, খালি theory করবো, আর তাদেরকে জুমও করতে দেবনা এই দুটো যদি আপনারা এক সঙ্গে চালান তাহলে সে কি করে চলে ? National Council of applied Economy যে সংস্থা আছে তারা Tribal দের সম্পর্কে survey করেছেন এবং তাদের report publish করা হয়েছে। সেখানে তারা বলেছে যে শুধু land দিয়ে Tribalদের আমরা rehabilitate করতে পারি না। এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা locally available যে raw materials পাওয়া যায় তা দিয়ে যদি Tribal areaতে ছোট খাট Industry না করি তবে শুধু land দিয়ে আমরা Tribalদের rehabilitate করতে পারব না। এ সম্পর্কে Dr. P. S. Indunathan যিনি হচ্ছেন তার Chairman, তিনি পরিস্কার বলেছেন যে এ হতে পারে না। আমাদের long term view থাকা দরকার এবং locally avilable যে raw materials পাওয়া যায়, সেই raw materials দিয়ে সেই Industy করা দরকার। আমরা Tribal areaতে sugar cane Industy করতে পারি, Carpentry করতে পারি। এ হচ্ছে তাদের suggestion। আমি আশা করব এ সম্পর্কে আমাদের এখানে বিবেচনা করা হবে। আমার আর সময় নেই। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Hon'ble Minister to give his reply to the debate.

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে Demand No, 32 on Miscellaneous এবং 33 on other Miscellaneous contributions and Assignments সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। তারা Dhebar Commission এর কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেন এবং পুনঃ পুনঃ তাদের কথার জবাব দেওয়া হয়। মাননীয় একজন বক্তা এই মাত্র এখানে বলেছেন যে জুমিয়া পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এমন ভাবে করতে হবে যাতে জুম বন্ধ করা না হয় এবং তার উত্তর আমাদের পুর্ব্ববর্ত্তী যারা বক্তা ছিলেন তারা বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে জুম পরিত্যক্ত হয় নি। কারণ যতদিন পর্য্যন্ত তারা rehabilitate না হবে, তারা যে যে বস্তির উপর জীবিকা অবলম্বন করে আছে, সেই জীবিকা সংরক্ষণ করতে হবে এবং এই policy নিয়েই কাজ করা হচ্ছে। এখানে সত্যের অপলাপ করা হয়েছে। কারণ ত্রিপুরা Tribal অধ্যুষিত অঞ্চল। সেই জায়গাতে যথা সম্ভব Tribal কে রাখা হচ্ছে। আমরা মনে করি ত্রিপুরা রাজ্যের সর্ব্বত্রই Tribal জুমিয়া আছে, তাদিগের rehabilitation এর ব্যবস্থা করতে হবে। কেবল মাত্র Tribal অধ্যুষিত নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্রই Tribalদের First preference দেওয়া হচ্ছে এবং সেই ভাবে কার্য্য সুরু হয়েছে। তবে একথাটা বলার একমাত্র উদ্দেশ্য হল এই যে তাদের plan ছিল, Scheme ছিল এটাকে fixed schedule করা। কারণ তারা চিন্তা করেছিলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে উদ্বাস্তু যারা আসে, তাদের এই ত্রিপুরায় জায়গা দেওয়া হবে না। এই ব্যাপারে কতকগুলি ঘটনা আমি উল্লেখ করব। যখন ত্রিপুরাতে উদ্বাস্তু ভাইরা আসতে থাকেন, তখন খোয়াই অঞ্চলে তাদের বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তেলিয়া-

মুড়া অঞ্চলে তাদের ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ঈশানপুরে তাদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। উত্তর দেবেন্দ্রনগরে তাদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে তাদেরকে উচ্ছেদের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপ যারা করেছিল, তারা চেষ্টা করেছিল ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে উদ্বাস্তুরা থাকতে না পারে। এমন কথাও তারা বলেছেন এবং ঘোষণাও করেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে উদ্বাস্তুদিগকে প্রবেশ করতে দেবনা। এই ছিল তাদের definite policy. এই policy নিয়ে সমাজ বিরোধী ... ... (Interruption from opp. Bench).

আনন্দনগরে যখন সেই রামকৃষ্ণ মিশনের মারফতে উদ্বাস্তু কলোনী গড়ে উঠে তাদের ঘরে আগুন দিয়েছিল সেই সমাজ বিরোধীরা ; কেবল তাই না। সেখানে তারা কলা পাতা কাটতে গিয়েছিল। সেই বন থেকে কলা পাতা যখন কেটে আনা হয় তাদিগকে মারধোর করা হয়েছিল। কেবল তাই নয়। ঠাকুর কলা পাতা খাও বলে সেই কলা পাতা তাদের মুখে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছিল। কারা করেছিল ? সেই সমাজ বিরোধী যারা তারা করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এই যাতে ত্রিপুরাতে কোন উদ্বাস্তু স্থান না পায়। কিন্তু কালের চক্র এক অমোঘ চক্র। আজ তাদের প্রসংশা করতে হবে। কারণ আমাদের যা নীতি, সরকারের যে নীতি সেই নীতি সমস্ত ভারতবর্ষ তা গ্রহণ করেছে। সমস্ত মানুষ তা গ্রহণ করেছে। মুষ্টিমেয় সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপ তাকে বন্ধ করতে পারবে না পারেনি। রাইমা অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের বসানো হয়েছিল। বাধা দিয়েছিল সমাজ বিরোধীরা। এটা বন্ধুরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। সেই ভাবে যারা প্রচার করেছেন, উদ্বাস্তু হননের কার্য্যে যারা হস্ত পাকা করেছেন সেই সাক্রমের কথাই বলুন। সাক্রম অঞ্চলে উদ্বাস্তুকে যখন পাঠান হয়, সেই সমস্ত অঞ্চলে তাদের উপর সমাজ বিরোধীরা অত্যাচার করেছে। এক দিকে সেই পাকিস্থান সরকার তাদের উপর অত্যাচার করেছিল, আরেকদিকে এই সমাজ বিরোধীরা তাদের উপর অত্যাচার করেছিল। পাকিস্থানের সাথে ষড়যন্ত্র করে তাহাদের সাথে হাত মিলাল, কারণ তারা চেয়েছিল যে ত্রিপুরার সমৃদ্ধশালী গৌরব ভেঙ্গেচুড়ে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেবে। ঐ সব সমাজ বিরোধীদের চক্রান্ত ভারত সরকার জানতেন বলেই তা কঠোর হস্তে দমন করা গেছে এবং উদ্বাস্তুদেরও এখানে পুনর্ব্বাসন দেওয়া গেছে। কিন্তু আমরা জানি যে উদ্বাস্তু ভাইদের অর্থনৈতিক পুনর্ব্বাসন এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। সেই জন্য declare করা হয়েছে যে যতদিন পর্য্যন্ত তাদের অর্থনৈতিক পুনর্ব্বাসন সম্পূর্ণ না হবে ততদিন পর্য্যন্ত এই কার্য্য চালিয়ে যেতে হবে। যে সমস্ত কাজ অসম্পূর্ণ আছে সে সমস্ত কাজ চালিয়ে যেতে হবে। যে জমি উদ্বৃত্ত আছে সে জমি তাদের দেওয়া হবে। কাজেই আমাদের ভাবতে হবে, চিন্তা করতে হবে যে জনসাধারণের চাপ সমাজ বিরোধীদের উপর পড়েছে, তাই তারা আজ বুঝতে পেরেছে যে, ত্রিপুরাতে উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্ব্বাসনের আবশ্যকতা আছে। সেই আবশ্যকতা আজ তারা বুঝতে পেরেছে। তাছাড়া তাদের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল যে ত্রিপুরাতে Tribal এবং বাঙালী উদ্বাস্তুদের মধ্যে একটি সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দিলে, internally ত্রিপুরাকে দুর্ব্বল করে পাকিস্থানের হাতে তুলে দেওয়া। তাইত তারা আজ এই বিধানসভায় দাড়িয়ে বলতে পেরেছেন যে আয়ুবশাকে গালিগালাজ দেওয়া হচ্ছে ; আয়ুবশাকে তারা পূজা করতে পারেন, আয়ুবশা তাদের পীর হতে পারেন, কিন্তু আমরা জানি আয়ুবশাহী শাসন ভারত সরকারের বিরোধী, সেই জন্য আমরা তাদের নীতির নিন্দা করছি। কাজেই এই সব কথা বললে তাদের বন্ধু-বান্ধবের হৃদয়ে যদি বাঁধে, তাতেও আমরা নাচার। If hon'able member

want to know the name, then I can mention the name of the hon'ble person, Bulu Kuki, মাননীয় Bulu kuki তাঁর বক্তৃতায় তা বলেছেন। এবং সেই জন্যই আমি তাঁর নামটা প্রকাশ করতে একটু সঙ্কোচ করেছিলাম। কারণ মাননীয় সদস্য এই রকম ভাবে যে কথা বলবেন এই হাউসে তা বলতে আমি দুর্বলতা বোধ করছিলাম কিন্তু মাননীয় সদস্যগণ যে ভাবে তার নামটা প্রশংসিত করতে চেষ্টা করছেন, তাই আমি বলতে বাধ্য হয়েছিলাম যে অত্যাচারীর তরফ থেকে এই প্রসংশনীয় নামটি জানতে চেয়েছেন। বলেছেন যে আত্মবশ্যকে গালাগালি করতে বুকে বাধে, ব্যথা অনুভব করেন। Voice from opposition—"এই কথা বলে নাই, এই কথা বলে নাই" withdraw please. তাই বললে পরে withdraw করতে হয়—এবং অনবরত withdraw করতে হবে। সে জন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আপনি সেটা withdraw করেছেন (Voice from opposition—আমি বলি নাই")।

Mr. Speaker :— All right, go on. (Interruhtion from Communist Bloc) this 'is' not an unparliamentary Expression. Though the speaker has no power to ask him to withdraw it.

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—তারপর বলা হয়েছে Settlement of landless agricultural worke সম্বন্ধে। যারা agricultural worker তাদের জন্যই ভূমি চাওয়া হবে। আখড়াবাড়ী, রামচন্দ্র ঘাট, শান্তিরনগর, গোপালনগরের যারা agricullural landless workers তাদিগকেই সেখানে বসানো হবে। অতএব সেই জায়গাতে jumia যারা আছেন তারা jumia settlement পাবেই, সেটা বিঘোষিত নীতি। অতএব সে জায়গাতে তাঁরা তা পাচ্ছেন; কিন্তু সে জায়গাতে Landless workerরা যাতে বসতে না পারেন সে জন্য বিরোধীপক্ষ থেকে যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছিল, তাদের উৎখাত করার ব্যবস্থা হয়েছিল, ঘরে আগুন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ; তাদের সেই ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে (Voice from opposition) (Speaker হাতুড়ী পিটাইলেন) এটা জানা কথা, ও সরকারের বিঘোষিত নীতি যে যারা Landless worker আছেন তাদের সেই সব জায়গায় পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে, ও Landless jumiaদেরও সেই সব জায়গায় পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে। সেই ভাবে কাজ অব্যাহত ভাবে চলেছে। ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩২ লক্ষের উপর টাকা jumia পুনর্বাসনের জন্য রাখা হয়েছে এবং আরো ৫০ হাজার টাকা যারা Landless কৃষক তাদের জন্য রাখা হয়েছে। কিন্তু বিরোধী পক্ষ চায় না যে সেই সব jumia ও landless কৃষকেরা বাড়ী ঘর তুলে মানুষের মত বাঁচুক—তাই বিরোধীতা করছেন। তারা চেয়েছিলেন জনসাধারণের ভিতরে হিংসাত্মক ভাব জাগাইয়া তোলা কিন্তু জনমতের চাপে, ৮০,০০০ হাজার শ্রমিকের শক্তসংগঠনের চাপে তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। যারা Landless worker আছেন, তাদের সংঘবদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ, হয়ে তাদের দাবী আদায় করে নেবে। যারা বাধা দেবে তাদের অস্তিত্ব চূর্ণ বিচূর্ণ করে, মাটির সাথে মিশিয়ে দেবার ক্ষমতা সেই landlessদের আছে (Voice from opposition.)

Mr. Speaker : I would appeal to all the members to keep atmosphere of the Assembly Hall.

If they do not interfere them. I have no intention to raise my voice and would request the hon'ble members not to interfere. If they

interfere then I am duty bound to raise my voice to their extent.

যা হোক, Expenditure on welfare of Backward classes সম্বন্ধে টাকার বরাদ্দ ধরা হয়েছে। তারা বলছেন যে এই বাবদে টাকা বরাদ্দ ঠিক হয়নি। কারণ শুধু উপজাতিদের জন্যই এই বরাদ্দ করা উচিত ছিল। Plan অনুসারে যারা Backwad scheduled caste & Tribal তাদের অন্তর্ভুক্ত করেই এই টাকার বরাদ্দ করা হয়েছে, এবং জুমিয়াদের জন্যই সব চেয়ে বেশী বরাদ্দ করা হয়েছে। একদিকে তারা বলছেন scheduled caste ও Tribal এর খাতে রাখা হউক আবার বলছেন যে এই জায়গাতে Tribal welfare রাখা উচিত ছিল। Schemeটি হল এই expenditure on welfare Backwad classes— এটা plan money। কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে তাদের দল মানুষে মানুষে, উপজাতিতে উপজাতিতে, হিংসার একটা বীজ বপন করতে চায় যা ভারত সরকার পারে না। তাই ভারতের plan অনুসারে এই নামটি রাখা হয়েছে. "welfare of Backward classes" আর যে ভাবেই উহাতে টাকার অঙ্ক ধরা হয়েছে। মাননীয় সদস্য মহাশয়রা যদি চোখ দিয়ে দেখেন তবে দেখবেন, schedule caste এর জন্য যে টাকা ধরা হয়েছে. সেটা অত্যন্ত সামান্য। কিন্তু সামান্য অঙ্ক দেখেও তাদের গাত্রদাহ উপস্থিত হওয়ার একমাত্র কারণ হ'ল এই যে তাদের একমাত্র অভিসন্ধি হচ্ছে, caste-এ caste-এ, tribal-এ tribal-এ, Community-তে community-তে ও মানুষে মানুষে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দিয়ে তাহাদের সেই দোস্ত পাকিস্তান ও চীনের হাতকে শক্ত করা। ত্রিপুরার মানুষ জানে তারা ঐক্যবদ্ধ, সঙ্ঘবদ্ধ. কাজেই সে ভাবে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে বগাফাতে কোন কোন জায়গায় জল নেই। তবে আমি জানি Bagafa-তে জলের জন্য একটি বিরাট tank করা হয়েছে, tube well ও ring well-ও আছে। সে জায়গাতে যে জলের ব্যবস্থা হয়নি, এটা সত্যের অপলাপ করা হয়েছে। আর জুমিয়ারা জায়গা পায়নি, সেটাও সত্য নয়। প্রত্যেকটি জায়গায় যে ভাবে allot করা আছে। সেইভাবে দেওয়া হয়ে থাকে। যে টাকা আছে তাও সে অনুসারে দেওয়া হয়ে থাকে। মাননীয় একজন সদস্য বলেছিলেন যে landless co-operative * যেটা হচ্ছে সে জায়গাতে ... ... একজন Debbarma জায়গা পেয়েছে এবং co-operative-র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তবে tribal-দের মধ্যে একটি প্রথা আছে যখন তারা বিয়ে করে তখন মেয়ের বাড়ীতে (শ্বশুর বাড়ীতে) জামাই খাটার জন্য চলে যায় এবং শ্বশুরের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ট হয়ে উঠে। কাজেই এইভাবে সে যদি খাটতে থাকে, সে অবস্থায় সে ভূমি হ'তে বিচ্যুত হতে পারে। * সে অনুসারে যদি তার নাম লিখা থাকে তবে তাকে সে জায়গা হ'তে বঞ্চিত করার কোন কারণ নেই। কারণ তাদের culture ও tradition আমাদিগকে সংরক্ষণ করে চলতে হ'বে। কাজেই সেভাবে কাজটি হ'লে পরে আমাদের দিক হ'তে কিছু বলার নেই। তবে এরকম দুর্নীতি, হচ্ছে না বা হবে না, জুমিয়া পূর্ণর্ব্বাসন হচ্ছে না, তা নয়। তবে তার যথাযথ ব্যবস্থা করার জন্য আমরা সব সময় সচেষ্ট। যারা জুমিয়া না এরকম report-ও অনেক আছে, 1st ও 2nd Plan এর সংখ্যাছিল ২৩,০০০ এখন বেড়ে হয়েছে ৩৫,০০০। অথচ সেই জায়গাতে ১৮,০০০ পরিবাররকে বসানো হয়েছে। তবে এর ভিতরে কিছু কারসাজি থাকতে পারে কারণ পূর্ব্ব পাকিস্তান হ'তে যারা অসহায় হয়ে আসছেন তাদের মধ্যে হয়তো অনেকে সেই জায়গাতে

চলে যেতে পারেন। সেই দিকে আমরা দৃষ্টি রাখব বইকি ? তবে একটা কথা এখানে চিন্তা করতে হ'বে ও দেখ্‌তে হবে যে জুমিয়া তারা যেন ঠিক ঠিকভাবে জমি পেতে, resettlement পেতে পারে সে জন্য আমি House এর প্রত্যেকের কাছে আবেদন করব, তাহারা যাতে সেদিকে দৃষ্টি দেন। "Only jumia will get the jumia benefit এবং সে benefit যাতে অন্য কেউ না পেতে পারে সেজন্য আমি House এর প্রত্যেক সদস্য, প্রত্যেক পার্টির ও প্রত্যেক Association এর কাছে আবেদন করব, তাহ'লে আমরা জুমিয়া Settlement ঠিক ঠিকভাবে দিতে পারব। Scheme অনুযায়ী জুমিয়াদের rehabilitation দিতে হবে। তাছাড়া তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে হবে। জুমিয়ারা যে সকল কাজে দক্ষ সেসব কাজে তাদের Block এর মাধ্যমে Trained করে তুলতে হ'বে। যারা—Tribal তারা weaving ও চরকা কাট্‌তে জানে, তাহাদের সেই সমস্ত কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ও ছুতারের কাজ শিক্ষা করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিৎ। মাননীয় সদস্য মহাশয় নিশ্চয় অবগত আছেন যে প্রত্যেকটি Tribal Colony কে Tribal সর্দারদের নাম অনুযায়ী নামাকরণ করা হচ্ছে। যেমন, পাকারায়পাড়া, বিষ্ণুরামপাড়া। যে ভাবে পাকারামপাড়াতে যারা জুমিয়া তাদের Settlement এর জন্য রাখা হয়েছে। সেখানে একটি কৃষি Demonstration Farm ও খোলা হয়েছে, যাতে Tribal লোকেরা সেখানে যে সমস্ত বিদ্যায় সুশিক্ষিত হয়ে তারা তাদের কাজ সুদক্ষ ভাবে করতে পারে। তারপর Tribal Supervison ও S. D. O. এর সাথে যে বিরোধ হয়েছে তা আমার কিছু জানা নেই, অতএব সেদিক দিয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। তারপর আমি আমার Demand No. 32 House এর সামনে রাখ্‌ছি, এবং তার বিরুদ্ধে Cut motion গুলির বিরোধীতা করছি। (voice from the opp. Bench).

Mr. Speaker :— The time is over.

Shri S. L. Singh :— If I am allowed time then I can give the reply.

Mr. Speaker :— 5 minutes time allowed.

Shri **S. L. Singh** :—মাননীয় সদস্যরা অবগত আছেন যারা প্রথম কিস্তিতে জমি পরিষ্কার করেন তাদের প্রথমতঃ ৩০০ টাকা দেওয়া হয়। জমি পরিষ্কার করার পর ঘর তুলে যদি কৃষিকার্য্য আরম্ভ করে তবে বাকী ২০০৲ টাকা দেওয়া হয়ে থাকে এবং যদি তারা Co-operative করেন তবে কো-অপারেটিভে যে সুযোগ সুবিধা আছে সব তাদের দেওয়া হয়। Purchasing Co-operative, savings Co-operative করে যাতে তাদের প্রয়োজনীয় সকল কিছু আয়ত্বে আনা যায়, যাতে তারা ব্যবসায়ীর হাত হ'তে বাঁচতে পারেন, সেদিক দিয়েও প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এই ভিত্তির উপর নির্ভর করে প্রতিটি পাড়ায়, বাঙ্গারায় পাড়ায় হোক, কাঠালছড়ায় হউক, জিরানিয়ায় হউক, আর ঈশানচন্দ্রনগরই হউক, আর সেলেমাই হউক, আর কমলপুরই হউক সেই সমস্ত জায়গাতে সেই ভাবে করা হয়ে থাকে। জুমিয়া যারা জুম চাষ করেন তাদের জায়গাতে কাউকে দেওয়া হচ্ছে না সেই কথা আমি বলতে পারি। তবে বল্‌তে পারি সমাজ বিরোধী লোকেরা, আমরা যে টাকা দিচ্ছি তার থেকে সবার নিকট থেকে মাথাপিছু ৫০৲ টাকা চাঁদা আদায় করছে। অতএব সমাজ বিরোধী লোকেরা এই ভাবে টাকা

সংগ্রহ করে তাদের দলকে শক্তিশালী করে এবং অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ার করে এবং এর দ্বারা বর্তমানে অধিষ্ঠিত সরকারকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা আছে। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বানচাল হচ্ছে দেখেই আজ তারা জুমিয়া পুনর্বাসনকে বানচাল করার জন্য গোলমাল পাকাচ্ছে। শুধু আজ থেকে নয়, বগাফাতে যখন জুমিয়া Settlement করা হচ্ছিল তখন থেকেই সমাজ বিরোধীরা সেই সব অঞ্চলে Settlement কে বানচাল করার উদ্দেশ্যে আওয়াজ তুলে—এই Settlement কে বয়কট কর। কিন্তু তাদের কথা ত্রিপুরার জনসাধারণ, পার্ব্বত্য জাতি শুনেনি। তারা আজ সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য ভূমিতে বসবাস করার জন্য যাচ্ছে। আবার সমাজবিরোধীরা তাদের উচ্ছেদ করার জন্য সেই সমস্ত জায়গায় প্রচার কার্য্য চালিয়ে যাচ্ছে। এই হল তাদের সত্যিকার রূপ। আমরা জানি, বিশ্বাস করি ত্রিপুরার জনসাধারণ, জুমিয়া ভাইরা তাদের এই কুধি সংকল্পকে বুঝতে পেরেছে। তাই তারা আজ সংঘবদ্ধভাবে তাদের দাবীকে জয়যুক্ত করার জন্য, জুমিয়া পুনর্বাসনকে জয়যুক্ত করার জন্য, Landless কৃষক যারা আছেন তাদের সঙ্কল্পকে জয়যুক্ত করার জন্য অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে এবং সমাজবিরোধীদের আজ এই অভিযানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। এই জন্য আজ আমরা আনন্দিত। আশা করব সেই সঙ্কল্পকে জয়যুক্ত করার জন্য সকলে মিলেমিশে সেই জুমিয়া পুনর্বাসন, settlement of landless, Agricultural welfare-এর যে সমস্ত কাজ সুরু হয়েছে তাকে আমরা জয়যুক্ত করতে পারি। এই বলে আমি আবেদন করছি আমার যে Demand No. 32 & 33 এর এই motion আমি House এর সামনে রেখেছি House যেন সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা গ্রহণ করে। আর Municipality সম্পর্কে একটি কথা বলা হয়েছে যে Municipality-র যে বাজেটে Water Supply Scheme আছে তার জল চীফকমিশনারের বাড়ী পর্য্যন্ত যাবে কারণ এটা বলা চলে। তাদের অভ্যাসই হল জনসাধারণের দৃষ্টিকে অন্য পথে চালিত করা। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে দেশের সংকল্পবদ্ধ সরকার যখন জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছে। তার দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করার জন্যই মনে হয় এটা বলা হচ্ছে এবং সেইভাবেই তা করা হচ্ছে। অতএব তাঁরা তা বলতে পারেন। বাজেটে এমন কোন জায়গাতে তার কোন উল্লেখ নেই। অথচ আমার কথা এই তারা তা করবেন। একটা কিম্বদন্তী আছে শকুনে বলে হাজার দেখে অতএব হাজার দেখার যাদের দৃষ্টি তাদের পক্ষে এ অস্বাভাবিক নয়। তারপর বলা হয়েছে water supply এবং Tank সম্পর্কে। Tank আমরা পাইনি। Tank এখানে প্রস্তুত হয় না অতএব সেই tank D.G.S.D.-র মারফতে আনতে হয়, এখন পর্য্যন্ত তা আসেনি, আমরা পাইনি। সেই জন্যই সেই কাজকে ত্বরান্বিত করা যাচ্ছে না। As soon as we should get that tank we should be able to start that. সেই জন্যই আমি cut motion-এর বিরোধীতা করছি।

Mr. Speaker : The discussion is closed. Now I put the motion to vote, First I will put to vote the Cut Motion moved by Shri Aghore Deb Barma, "That discreminatory treatment in distributing advertisments to papers", by Shri Dinesh Deb Barma, "That there is not sufficent provision for the settlement of the landless agricultural workers and by Shri Bulu Kuki "That there is not sufficient provision for writing off the loans of the displaced persons.

As many as are of that opinion will please say "Ayes" (Voices—Ayes). As many as are of contrary opinion will please say "Noes" (Voice—Noes).

Noes have it,

I would now put the main Motion moved by the Hon'ble Sachindra Lal Singh. To vote the motion is that a sum not exceeding Rs. 50,45,600/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropiation (vote on Account Bill 1964) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day March, 1965 in respect of Demand No. 32 Miscellaneous.

As many as are of that opinion will please say "Ayes" (voice— Ayes). As many as are of contrary opinion will please say "Noes" (No voice)

Ayes have it. Ayes have it.

I would now put the Motion moved by the Hon'ble Finance Minister to vote the motion that a sum not exceeding Rs. 4,00,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1964), be gauted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1965 in respect of Demand on No. 33— Other Miscellaneous contributions & Assignments.

As many as are of that opinion will please say "Ayes" (Voices— Ayes). As many as are of contrary opinion will please say "Noes" (No Voice).

Ayes have it. Ayes have it,

We pass on to the next item. I would call on the Hon'ble Finance Minister to move his motion on Demand for grant No. 2 Land Revenue.

Shri S. L. Singh : Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 29,50,000/-, (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1964, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1965 in respect of Demand No. 2—Land Revenue.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই অর্থের বরাদ্দ এখানে রাখা হয়েছে। ত্রিপুরায় আগে survey ছিল না। নূতনভাবে Revenue Survey করা হচ্ছে এবং তার উদ্দেশ্য হল Settlement of Land Revenue and Land Records and rule of right তৈরী করা এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই Land Revenue এর কাজ সুরু হয়েছে এবং কমলপুর, কৈলাসহর, খোয়াই, সদর, সোনামুড়া,

সদরে except টাউন, সোনামুড়া, উদয়পুর Sub-division, বিলোনীয়া পুরান রাজবাড়ী পুলিশ ষ্টেশন এই সমস্ত জায়গায় কাজ হয়ে গেছে এবং সে Survey ভূমির উৎপাদনকে এবং উর্ব্বরতাকে রক্ষা করা হয়েছে। যেখানে আগে এরূপ ভূমির তারতম্য অনুসারে, উৎপাদন অনুসারে, Survey ছিল না এবং সেই ভাবে ত্রিপুরায় Survey বা জরীপ কার্য্য প্রবর্ত্তিত হয়েছে এবং Land Settlement Survey Dept. সেই কার্য্য গ্রহণ করেছে। ত্রিপুরায় Land Reform Act 1961 এই ছিল যে revenue rates for any class of land shall not exceed in case of agricultural land $\frac{1}{8}$th of the value of each of the land and in case of other land 3'/. of the market value of the land. সেই অনুসারে সেটা রাখা হয়েছিল কিন্তু এই ভূমি রাজস্ব স্থিরকৃত করার দিক দিয়ে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে যে কোন জায়গাতেই ১২'/' এর উর্দ্ধে যায়নি। অতএব House এর কাছে এই প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবং ভূমির survey না করলে পরে আমরা যে সমস্ত plan করেছি, উদ্বাস্তুকে জমি দিতে হবে, উদ্বাস্তু ঠিক ঠিক কত জমি পেল এবং যারা জুমিয়া, যারা landless তারা কত জমি পেল তা জানতে যদি হয় তাহলে ভূমি জরীপ করা দরকার এবং তাদের নামে Land records তৈরী করা দরকার। সেই অনুসারে বর্গা কত আছে, কুফ'া কত আছে, সেটা জানতে হবে। সেই অনুসারে সেই দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে যারা বর্গা ছিল, যারা কুফ'া ছিল জমিদার বা তালুকদারের সম্পূর্ণ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে যাদের থাকতে হত আর এই ভূমি ব্যবস্থার সাথে সাথে তারা তাদের এই অধিকার পেয়েছে যে তাদেরকে কেউ ইচ্ছামত জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে না। এমন কি যারা জোতদার আছেন তাদের জমি যদি চাষ করে থাকে বর্গাদার তাহলে পরে জোতদারেরা বর্গাদারকে উচ্ছেদ করতে পারবে না। এবং যারা জোতদার তাদের কতগুলি স্বত্ব দেওয়া হয়েছে যে contribution to land থাকা দরকার। সেখানে নিজেরা চাষ করছেন তা দেখাতে হবে। তা হলে পরে তাদের standard acre of land তারা রাখতে পারবে। অতএব এই land survey এর মাধ্যমে আমরা ত্রিপুরায় যাঁরা জুমিয়া আছে, যারা landlees agricultural workers আছে যারা উদ্বাস্তু ভাইয়েরা আছে তাদের পুনর্বাসনের কাজকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর যদি দাঁড় করাতে হয় তা হলে পরে এই ব্যবস্থাকে সেই দৃষ্টে রেখেই করা হয়েছে। যেই যেই জায়গাতে Horticulture করতে হবে ভূমির তারতম্য অনুসারে সেই সমস্ত জায়গাকে সংরক্ষণ করতে হবে Horticulture এর জন্য। এবং যে সমস্ত জায়গায় নাল জমি আছে, সে সমস্ত জায়গাতে কি ভাবে কাজ হচ্ছে, কোন জায়গায় উৎপাদন কম হচ্ছে—সে সমস্ত ব্যবস্থাও এই Survey Settlement এর মাধ্যমে করা হচ্ছে। অতএব আজকে ত্রিপুরাকে যদি উন্নত করতে হয় তা'হলে Survey Settlement করতে হবে এবং সেই অনুসারে এই scheme কে যদি জয়যুক্ত করতে হয় তাহলে এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। আর বাকী যে সমস্ত জায়গায় Settlement হয়নি সে সমস্ত জায়গায় Settlement এর কাজ সুরু হয়েছে। আমি বিশ্বাস রাখি অচিরেই এই কাজ ত্বরান্বিত হয়ে জুমিয়া পুনর্বাসনে, উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনে, landless agricultural workers এর পুনর্বাসনে এবং ভূমির বিলির তারতম্য আমরা লক্ষ্য করতে পারব, বুঝতে পারব। অতএব সেই উদ্দেশ্য নিয়েই সেই ভিত্তি করেই এখানে এই বাজেট রচনা করা হয়েছে। আশা করি এই House সর্বসম্মতিক্রমে এই বাজেট সমর্থন করবেন।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 2 land revenue সম্পর্কে আমার একটা Cut motion আছে। Cut motion টি হচ্ছে "The disapproval of the policy of the ıates of land revenue" কেন আমি এই cut motion রাখছি তার কারণ হচ্ছে এই যে আমরা যদি আজকে ত্রিপুরার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেখি তবে আমরা দেখতে পাই ত্রিপুরার সর্বত্রই খাদ্য সংকট। আজকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দাম যে ভাবে বাড়ছে সেই অনুপাতে মানুষের আয় বাড়ছে না। যার ফলে দেখা দিয়েছে গভীর অর্থ সঙ্কট। তার একটা কারণ এখানে দেখানো হয়েছে যে জরীপ করার পর অর্থাৎ ভূমি সংস্কার আইনে পরিস্কারভাবে উল্লেখআছে ভূমির উৎপাদন অনুপাতে খাজ নির্দ্ধারণ করা। কিন্তু এখানে প্রশ্ন থেকে যায় যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে ভূমি তার উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপাদনের ক্ষমতা কতটুকু বাড়ছে এবং তারদিকে বিচার বিবেচনা করে দেখা হয়েছে কিনা ? তা না করেই আজকে সর্ব্বত্র খাজনা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আজকে উৎপাদনের কথা যদি আমরা চিন্তা করি তা হ'লে আমরা দেখতে পাই বিগত ১৫ | ২০ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্যের জমিগু'লিতে যে ফসল উৎপাদন হত তা আজকে দিনের পর দিন কমছে, বাড়ছে না। কাজেই খাজনা বৃদ্ধির প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে না। আমাদের মাননীয় ruling পার্টির সদস্য অনেকে বলেছেন এবং স্বীকারও করেছেন, ইতিপূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্যে ৮০,০০,০০০ টাকার খাজনা মকুব করতে হয়েছিল। এই বকেয়া খাজনা মকুব করার পিছনেও একটা ঐতিহাসিক কারণ বিদ্যমান ছিল। হিন্দুস্থান পাকিস্থান হওয়ার পরে যখন নাকি ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের আয় ও উন্নতি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ কাঁচামাল রপ্তানী মারফত কৃষকদের হাতে যে পয়সা আসত সে পথ যখন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল তখন স্বভাবতঃই বকেয়া খাজনা বছরের পর বছর জমে যায়। তার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনের চাপে ত্রিপুরা সরকার বকেয়া খাজনা মকুব করতে বাধ্য হয়েছিল। কাজেই আজকে যে কারণে আমি এখানে cut Motion রাখছি তা হচ্ছে যদি ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভালভাবে তলিয়ে দেখি তবে দেখতে পাই প্রত্যেকটি কৃষক ঋণগ্রস্থ। ঋণে রীতিমত জর্জরিত হয়ে পড়েছে, অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করার মত ক্ষমতাও তারা হারিয়ে ফেলেছে। এই অবস্থার মধ্যে যদি আইনের সাহায্যে কৃষকদের উপর বর্দ্ধিত হারে খাজনা চাপিয়ে দেওয়া হয় তা হলে তাদের খাজনা দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও তারা বর্দ্ধিত হারের খাজনা দিতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা আমি বলতে চাই যে আমি ভারতের অনেক জায়গায় গিয়েছি। পাঞ্জাবে এবং দক্ষিণ ভারতের অনেক জায়গায় দেখেছি সমস্ত জমিতে জল পাওয়া যায় না। সেখানে cannel করে জল দেওয়া হয়ে থাকে এবং বৎসরে যে জমিতে একবার ফসল হয় সেখানে এইভাবে জল সেচের সাহায্যে তিনবার ফসল উৎপাদন হয়। পাঞ্জাবে এই ব্যবস্থার ফলে যে কোন সময়ে আকাশের দিকে চেয়ে না থেকে জল সরবরাহ করা হয় এবং তার ফলে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে। আজকে ত্রিপুরার যদি cannel এর সাহায্যে, বাঁধের সাহায্যে জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা থাকৃত সরকার থেকে সার ইত্যাদি দিয়ে ফসল বৃদ্ধির চেষ্টা থাকৃত এবং ফসল বৃদ্ধি হতো, তবে ত্রিপুরার কৃষকরা আনন্দের সহিত এই বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিত। আজকে ruling party জোর করে আইনের বলে এই খাজনা চাপিয়ে দিতে পারেন কিন্তু ঋণগ্রস্ত কৃষকদের এই খাজনা দেওয়ার ক্ষমতা কোথায় ? আজকে

এইভাবে যদি তাদের উপর খাজনা চাপিয়ে দেওয়া হয় তবে তাদের জেনেশুনে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। অর্থাৎ কৃষকদিগকে আরও দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে ফেলে দেওয়া হবে। আজকে দেশকে যদি শক্তিশালী কর্‌তে হয় তবে আমাদের প্রথম কাজ হবে কৃষকদের অর্থনৈতিক মান উন্নয়ণ করা। কিন্তু যদি কৃষকদের উপর বর্দ্ধিত হারে খাজনা চাপিয়ে দিয়ে তাদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হয় তবে কি আমাদের দেশ উন্নত হবে, কৃষকদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় হবে? কাজেই এই অবস্থাতে কোন প্রকারেই খাজনা বৃদ্ধির প্রস্তাব আসতে পারে না বরং খাজনা কমাতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে খাজনা মকুবও করতে হবে। কিছুদিন পূর্ব্বে উপনির্ব্বাচনের সময় আমি অমরপুর গিয়েছিলাম। সেখানে বন্যায় সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যায় বাকী যা ছিল তাও পোকার আক্রমণে নষ্ট হয়ে যায় ফলে সর্বত্র দেখা দেয় অন্নাভাব, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র, হাহাকার রব। এমন অবস্থার মধ্যে যদি তাদের উপর বর্দ্ধিত হারে খাজনা চাপিয়ে দেওয়া হয় তবে তাদের পক্ষে কি সেই খাজনা দেওয়া সম্ভব হবে? ত্রিপুরার পাশাপাশি অঞ্চলগুলি যেমন কাছাড়, পূর্ব্ব পাকিস্তান ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করলেও আমরা দেখতে পাই যা ruling party-র কোন কোন সদস্য যেমন মাননীয় সুনীল চন্দ্র দত্ত স্বীকার করেছেন, এখানকার অর্থ সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে খাজানা বা নজরানা সেই অঞ্চল হতে বেশী। কাজেই আমরা যদি দেশকে শক্তিশালী, সমৃদ্ধশালী করার স্বপ্ন দেখি তবে কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে প্রথম শক্তিশালী করা প্রয়োজন। অতএব আমি এই cut motion-এর সমর্থনে আমার এই বক্তব্য রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সামান্য সময় নিতে চাই। কথা হচ্ছে এই Land Revenue সক্রান্ত ব্যাপারে বিভিন্ন Department গুলির সঙ্গে যদি তুলনা করে দেখি তবে আমি এই কথাই বলব ত্রিপুরা রাজ্যের আয় বলতে বেশীর ভাগই land Revenue, কিন্তু যারা এই land revenue collection করেন বা এই তহশীল অফিসগুলির অবস্থা, বনকর অফিসগুলির অবস্থা বা পুলিশ ক্যাম্প কিংবা out post গুলির কথা যদি আমরা মিলাইয়া দেখি তবে আমি এই কথা বলতে বাধ্য। আজকে অফিসগুলির মারফত land revenue collection হচ্ছে সেই অফিসগুলির construction-এর দিকে ruling party অত্যন্ত অবহেলা করছে। তদুপরি যারা এই collection করছে, যাদের দায়িত্ব সব চেয়ে বেশী সেই তহশীলদারের এবং Asstt. তহশীলদারের বেতনের বেলায় কার্পণ্য করা হচ্ছে। তাদের কর্ত্তব্য এবং দায়িত্বের প্রতি বিচার বিবেচনা করে পেস্কেল revision করা উচিত। আর একটি কথা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সমাজ বিরোধী, সমাজ বিরোধী, সব সময় বলে থাকেন। কিন্তু একটি কথা, সমাজ-বিরোধী আজকে আমরা কাকে বলব? সমাজ বিরোধী তাদেরই বলব যারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে অভুক্ত রেখে শতকরা কয়েকজন মানুষের সুখ ও স্বপ্নের চিন্তা করেন। যারা সমাজ রক্ষার নামে বর্ডারে যে সব চুরি ডাকাতি হচ্ছে তা থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করতে পারছেন না তাদেরই আমরা বলব সমাজ বিরোধী। দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত জনসাধারণ যে ভাবে অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, দুর্ভিক্ষে রোগে যন্ত্রণায়, অনিদ্রায় ভুগছে ও মারা যাচ্ছে. তাদের জন্য যারা দায়ী তারাই সমাজ বিরোধী। আর একটা কথা আমি বলতে চাই, ১৯৫৬ সনে যখন পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম হ'তে পাহাড়িয়া উদ্বাস্তুরা পাকিস্তানী গুণ্ডা ও সরকারের অত্যাচারে ত্রিপুরায় আস্‌তে বাধ্য করেছিল তখন কমিউনিষ্ট পার্টি সভা ও deputation-এর মাধ্যমে দাবী জানিয়েছিল তাদের

ত্রিপুরায় আশ্রয় দেওয়ার জন্য কিন্তু কংগ্রেসী সরকার তাহাদিগকে আশ্রয় দেওয়া ত দূরের কথা police দিয়ে ঠেংগিয়ে তাদের ত্রিপুরা হতে বিতাড়িত করল, কাজেই আজকে যারা আশ্রয় দেয়নি অথচ নির্মমভাবে বিতাড়িত করেছে, আমি তাদের বলব সমাজদ্রোহী। গতকল্য মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন যে ভারত বিভাগের জন্য নাকি communist party দায়ী, কিন্তু একথা কেউ বল্লে লোকে তাকে বলবে পাগল, কারণ ভারতের জনসাধারণ জানেন communist party-র শক্তি ও অস্তিত্ব যদিও থেকে থাকে, তা ছিল নগণ্য। কাজেই এই ভারত বিভাগের জন্য যদি কেউ দায়ী থাকে তবে সেই Cogress বা ruling party. আজকে ভারত স্বাধীন হয়েছে ১৬।১৭ বছর কিন্তু এর মধ্যে জনসাধারণের নিরাপত্তা ও স্থায়ীত্ব আসেনি। পাকিস্তানী সরকারের অত্যাচারে ও সন্ত্রাসে দলে দলে উদ্বাস্তুরা ভারতে এসে আশ্রয় নিচ্ছে, তাদের এই দুরাবস্থার জন্য যদি কেউ দায়ী থাকে তবে সেই Congress সরকার বা সেই ruling party. দেশ বিভাগের সময় এই Congress সরকার নাকে খত দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সংখ্যালঘুরা পাকিস্তানে যদি নিরাপত্তার অভাব মনে করে তবে তাহাদিগকে এখানে আশ্রয় দেওয়া হবে। আজকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির ১৫।১৬ বছরের পরেও দুর্ভিক্ষ হাহাকার, অনাহার, অর্দ্ধাহার মানুষের নিরাপত্তার অভাব. জনসাধারণের উপর অত্যাচার, অবিচার, এমন কি পাশবিক অত্যাচার, অনাচার হচ্ছে, সেজন্য নিশ্চয় ruling party দায়ী, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করেছি।

Mr. Speaker :- I would now call on Sunil Ch. Dutta.

Sri S. Datta :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, তাহা আমি সমর্থন করি, এবং মাননীয় শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা যে cut motion এনেছেন তার বিরোধীতা করছি। মাননীয় সদস্য যে cut motion এনেছেন সেটা হচ্ছে "to discuss the disapproval of the policy of enhanting the rates of land Revenue." তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেছেন যে Land Revenue বৃদ্ধি করা চলবে না, কমাতে হবে, তিনি কোন যুক্তিতে একথা বললেন তাহা আমি বুঝতে পারছি না।

Land Revenue সম্পর্কে বল্‌তে গেলে প্রথম বলতে হয় Land Revenue কিভাবে ধার্য্য করতে হয়, কিসের উপর ধার্য্য করা হয় এবং কিভাবে ধার্য্য হবে—আমাদের দেশে প্রাচীন রীতিনীতি কি ছিল ইত্যাদি দেখতে হবে। আমাদের দেশের পুরাণ গ্রন্থ, ও ইতিহাস প্রভৃতি পড়লে দেখা যাবে খৃষ্ট জন্মের ১৫০০ বছর আগে ভারতবর্ষে রাজস্ব, ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের $\frac{1}{6}$ ভাগ এবং তখনকার দিনে খাদ্য শস্য ও উৎপন্ন দ্রব্যের সবটাই রাজকোষে জমা হ'ত। তারপর ভারতবর্ষে হর্ষবর্দ্ধনের আমলে বৈদেশিকরা যাহা লিখে গেছেন তাতেও আছে যে উৎপন্ন দ্রব্যের $\frac{1}{6}$ ভাগ রাজকোষে জমা হ'ত। তখনকার দিনে cost of living কি ছিল মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করেছেন। ইহা সত্য কথা তখনকার দিনের cost of livingএর কি Index ছিল তার কোন স্পষ্ট ধারণা আমাদের নেই। ইহা এখন গবেষণার বিষয়। কাজেই সেই দিকে না যাওয়াই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু বর্ত্তমান আইনে আমরা যে ব্যবস্থা করেছি বা যা চালু আছে, যে আইনে ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের $\frac{1}{8}$ ভাগ আছে। আমি মাননীয় সদস্য মহাশয়কে তখনকার দিনের cost of living জনসাধারণের জীবন যাত্রার প্রণালী এবং রাষ্ট্র হচ্ছে

জনসাধারণের সুখ-সুবিধার সাচ্ছন্দ্য কি ছিল তাহা চিন্তা করতে বলব তখনকার দিনে Communication এর ব্যবস্থা হাসপাতাল প্রভৃতি যা আমরা এখন পাচ্ছি তা ছিল না। আমাদের দেশে ১৫।১৬ বছর আগে ও কি অবস্থা ছিল তা চিন্তা করার জন্য আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব। তখন এই ত্রিপুরাতে কয়টা স্কুল, হাসপাতাল, ডাকঘর, রাস্তা ছিল, আর তার অধিবাসীইরা কত ছিল এগুলিও বিবেচনা করতে আমি মাননীয় সদস্যকে বলব। ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাজেই তাকে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যত গালিগালাজ করেন না কেন তাদের এটা স্বীকার করতেই হ'বে যেহেতু গণতন্ত্র বজায় আছে সেহেতু তারা অন্ততঃ সভা সমিতি করে দাবী দাওয়া আদায় করবার সে সুযোগটা পান। কিন্তু ঐ সব সভা সমিতিতে সরকারকে গালি গালাজ করে চীন বা রাশিয়ার মত Communist রাষ্ট্রে কোন দাবী পেশ করার রীতি নেই, যদি কেউ এই ধরণের দাবী পেশ করে তাকে পাঠানো হয় সাইবেরিয়াতে। মাননীয় শ্রীঅঘোর দেববর্মা আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেছেন, আমি সেগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। মাননীয় সদস্য মহাশয় অভিযোগ করেছেন যে খাজনা নির্ধারণ ভূমির উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে হয়নি। কিন্তু এটা ঠিক নয়। খাজনা ভূমির উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। সমগ্র ত্রিপুরায় বর্তমানে যেভাবে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় তার হিসাব নিয়েই খাজনা নির্ধারণ করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য বলেছেন ৮০ লক্ষ টাকা খাজনা ইতি পূর্ব্বে ত্রিপুরা সরকার মকুব করতে বাধ্য হয়েছেন। ৮০ লক্ষ টাকা মকুব করতে হয়েছে সত্য কথা। তখন ত্রিপুরার যে অবস্থা ছিল তাও মাননীয় সদস্য মহাশয় ব্যাখ্যা করেছেন। বর্তমান আইনেও যাহা বর্তমানে চালু আছে, তাতে খাজনা মকুব করার ব্যবস্থা আছে। ধান, পাঠ প্রভৃতি যদি বন্যা ও অনাবৃষ্টির জন্য না হয় তবে প্রতি বৎসর খাজনা মকুবের ব্যবস্থা আছে। পাঞ্জাবে যে সব জল সেচের ব্যবস্থা তাতে সেখানে ২।৩ ফসল হয় মাননীয় সদস্য তা উল্লেখ করেছেন। মাননীয় সদস্য বাজেট পড়েছেন এবং দেখেছেন irrigationএ একটা মোটা টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, এবং গত কয়েক বছর যাবত, small scale irrigation, নদী নালাগুলি বাঁধ দিয়ে সমগ্র ত্রিপুরাতে জল সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। কাজেই ত্রপুরাতে জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি না করে, জল সেচের ব্যবস্থা না করে জমির খাজনা বৃদ্ধি করা হচ্ছে একথা ঠিক নয়। তিনি ত্রিপুরার খাদ্য অভাবের কথা বলেছেন, তার কারণ হচ্ছে গত বৎসর ফসল ঘরে তোলার আগ মূহুর্ত্তে সমস্ত ত্রিপুরায় দেখা দিয়েছিল প্রবল বন্যা যার ফলে বিপুল ভাবে খাদ্য শস্য নষ্ট হয়ে যায়, তার ফলে দেখা দেয় খাদ্যাভাব। কাজেই খাদ্যাভাব আছে এটি অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু তার জন্য খাজনা বৃদ্ধি করা যাবে না একথা ঠিক নয়। তারা বলবেন কিছু হচ্ছে না, আবার দাবী করেছেন রাস্তা ঘাট, হাসপাতাল, স্কুল ঘর সব কিছু করতে হবে, অথচ রাজস্ব বাড়াতে পারব না। রাজস্ব বাড়ালে কৃষকদের উপর অত্যধিক চাপ পড়বে। এই সকল কথার কোন যুক্তি দেখি না। রাজস্ব আমাদের বৃদ্ধি করতেই হবে, চিরকাল আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করতে পারব না। শুধুমাত্র land revenue নয় অন্যান্য দিক দিয়েও যাতে রাজস্ব বাড়ানো যায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সদস্য মহাশয় বলেছেন যে আমি না কি বলেছি ত্রিপুরার পার্শ্ববর্তী কাছাড় আসাম প্রভৃতি রাজ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে ত্রিপুরার যেন খাজনা বৃদ্ধি করা হয়। একথা আমি বলেছি, এখনও বলব, আইনে কৃষকদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার যে ব্যবস্থা আছে এবং জমির শ্রেণী নির্ধারণ করে খাজনা নির্ধারণ করা। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট

বক্তৃতায় বলেছেন সে আইন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়নি, সুবিধা মত আমরা তা সংশোধন করব। তাই আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যেন এই সব দিকে লক্ষ্য রেখে জমির খাজনা নির্ধারণ করা হয়। আইনে আছে খাজনা কিভাবে নির্ধারণ হবে, তাতে আছে কি ধরণের খাজনা কোন কোন জমির ধরা হবে, সেটা হচ্ছে physical feacher, agriculture & economic condition communication, process of agriculture ইত্যাদির উপর নির্ভর করে একই শ্রেণীর জমির উপর একই ধরণের খাজনা নির্ধারণ করা হয়। দুঃর্ভাগ্যের বিষয় survey settlement তা করছে না. কারণ আমি ২।১টি unit এ দেখেছি যে তারা এই সমস্ত ব্যাপার বিবেচনা করেন নি. তারা রাস্তা ঘাট, বাজারের কাছের জমির যে খাজনা ধরেছেন, আঠারমোড়া, লংথড়াই প্রভৃতি মুড়ার পাদদেশের জমির খাজনা ও একই ধরেছেন। কাজেই এটা ঠিক হয়নি। বাজার ও রাস্তা ঘাট জমির কাছে থাকলে কৃষকদের ফসল বাজারে নিতে খরচ পড়ে না। কাজেই এই বাজারের বাইরে অথচ রাস্তা ঘাটের সুবিধা নাই এমন সব জায়গা হতে ফসল আনতে যথেষ্ট খরচ পড়ে। তাদের ক্ষেত্রে খাজনা নির্ধারণ করার সময় চিন্তা করা দরকার ছিল। কিন্তু কমলপুর ও ত্রিপুরার অন্যান্য Subdivision তারা এ বিষয়টি considerationএ আনেন নি বলেআমি জানি। Land revenae বৃদ্ধি হউক আমি চাই, সেটা বৃদ্ধি হওয়া দরকার, কিন্তু সেটা বিচার বিবেচনা করে কৃষকের সার্থের দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রেখে, পশ্চিম-বঙ্গ ও আসামে যে rate আছে সে rate কোন অবস্থাতে exceed করতে পারে না, করা উচিৎ নয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই house সে আশ্বাস দিয়েছেন অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি আছে সেগুলি যাতে কৃষক-দের সার্থে দৃষ্টি রেখে বিচার বিবেচনা করেন। আমি মূল প্রস্তাবের সমর্থন করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আর ১ মিনিট সময় চাই, আমি আরও ২/১ টি কথা বলব। আইনে কৃষকদের উপর শুধু খাজনা বৃদ্ধি করার কথা চিন্তা করা হয়নি আর কতকগুলি সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা করা হয়েছে। মহারাজার আমলে কৃষকদের জন্য বিনা খাজনায় কোন গোচারণ বা grazingland ছিল না, বর্ত্তমান আইনে বিনা খাজনায় কৃষকদের জন্য কোন কোন স্থানে গোচারণ ভূমির ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোন কোন জায়গায় গ্রামবাসীদের সহায়তায় গোচারণ ভূমির স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে। পূর্বে ছিল না। কাজেই কৃষকদের জন্য এই আইনে অনেক সুযোগ সুবিধা করা হয়েছে।

Mr. Speaker :— I wonld now call on Shri Dinesh Bebarma.

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে যে বাজেটে Land revenueর খাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা ত্রিপুরার বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে করা হয়নি। এই বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে আমি ত্রিপুরার জনসাধারণ ও এই House এর সদস্যদের দুটি কথা চিন্তা করতে অনুরোধ করব—একটি হচ্ছে ত্রিপুরার cost of living আর একটা হচ্ছে standard of living। অবশ্য অনেকে এখানে গত ১৫ বছরের আগের কথা চিন্তা করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন, তা ভাল কথা। এটা আমি অস্বীকার করব না। কিন্তু ওরা একটা side proot দেখিয়েছেন যে ১৫ বছর আগে ধান, চাউল, পাট, তিল, প্রভৃতির দাম কত আর বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সেগুলির দাম কত বাড়ছে। আমি বলতে চাই ১৫ বছর আগে জনসাধারণের যে নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য জিনিষ তার দাম এখনকারমত এত বেশী

ছিল না বলে আমার ধারণা হয়। কাজেই আজকে যদি একটা side লক্ষ্য করে তর্কের অবতারণা করা হয় তা অত্যন্ত দুঃখের হ'বে। কারণ আমি একথা জোর করে বলতে পারি যে বর্ত্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের আয়ের যে পরিধি, এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে পরিধি, এগুলির উপর লক্ষ্য করলে তবে কি একথা বলতে পারি না যে হঠাৎ রাতারাতি করে Land revenue বাড়িয়ে তহশীলদারের খাজনা f. survey settlement officer এর বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা। এটি অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা। তারা এই কথা পরিস্কার করে ঘোষণা করে দিক যে তহশীল ডিপার্টমেণ্ট, survey settlement র বেতন কৃষির আয় বা খাজনা হতে দেওয়া হবে, অন্য কোন খাত হতে দেওয়া হবে না। কাজেই. আজকে কেন এই যুক্তি এখানে উপস্থিত করা হল, আমি বুঝতে পারলাম না যে survey settlement deptt বসানো হয়েছে, তার কাজ বিভিন্ন block এ চলেছে তার জন্য আমাদের খাজনা বাড়ানো দরকার এই যুক্তি কি করে এখানে আস্‌লো আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। রাজ্যে জমির খাজনা নির্দ্ধারিত হবে কৃষক তার জমিতে কি পরিমাণ ফসল উৎপন্ন করতে পারছে, তার দ্বারা কৃষকের অর্থনৈতিক উন্নতি কতটুকু হয়েছে তার উপরে revenue ধরা হয়, কিন্তু এখানে কৃষির অবস্থা সম্পর্কে আগেও আলোচনা হয়েছে এখনোও আলোচনা চলছে। শুধু দাবী এই যে আজকে কৃষকের নিরীহ জনসাধারণের উপরে taxএর উপরে taxএর বোঝা চাপিয়ে দিলে তাদের পক্ষে ইহা বহন করা অত্যন্ত কষ্টকর। কারণ আগেই বলা হয়েছে যতক্ষণ না রাজ্যের কৃষকের উন্নতি ও তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো সমৃদ্ধি করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো নির্দ্ধারণ করা যায় না। কাজেই এই বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা কি ত্রিপুরার অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে। আমি নিশ্চয় বলব তা করা হয়নি। কতগুলি deptt এর report পেয়ে মন্ত্রীবর্গ অত্যন্ত খুসী। কারণ আমি দেখেছি কিছুদিন আগে children park এ যখন exhibition করা হয় তখন নানা প্রকার উন্নত ধরণের বীজ সরবরাহ করা হয়েছে, নানা প্রকার সার বিলি বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, কত উঁচু ধান গাছ হয়েছে ইত্যাদি বিভিন্ন depttএর report এর উপর ভিত্তি করে দেখানো হয়েছে। আজকে যদি প্রতিটি কৃষকের ঘরে ঘরে এরূপ উন্নত ধরণের বীজ, সার সরবরাহ করা হত, যদি অধিক ফসল ফলানোর ব্যবস্থা হত তবে এই land revenue বৃদ্ধি করতে আমি মোটেই আপত্তি করব না। কিন্তু আমি আপত্তি করি যতদিন না কৃষকদের এরূপ উন্নত অবস্থায় উন্নীত করা না হয় ততদিন এই revenue আদায় না করার প্রয়োজন আমি বোধ করি। আদৌ revenue বৃদ্ধি করোনা, খাজনা ও আদায় করে না একথা কোন মানুষ বলবেনা। যদি মন্ত্রীগণ বলেন যে communist রা বিরোধী দলেরা খাজনা দিও না এ কথা বলে, কারও মুখে ডিবা দেওয়া যায় না। বলতে পারেন কিন্তু বাস্তবকে এখানে অস্বীকার করা হবে। আমি কিছুদিন আগে পত্রিকায় দেখেছি যে parliament এ কৃষিমন্ত্রী কৃষি report উপস্থিত করতে গিয়ে একটি কথা বলেছেন। যেখানে দামোদর পরিকল্পনা যে এলাকাতেও সে খাজনার হার তা ত্রিপুরার খাজনার হারের চেয়ে বেশী না। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষির এরূপ অবস্থা রেখে revenue বাড়ালে যুক্তি সঙ্গত হবে না বলে তিনি মন্তব্যকরেছেন।

Mr. Speaker : The houso stands adjouned till 2–30 P. M.

(AFTER RECESS)

Speaker :— The discussion on Demand No. 2 is to continue. I would request Sri Dinesh Deb Barma to continue, period 5 minuts more.

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজেই এই সমস্ত প্রদর্শনীর মাধ্যমে ত্রিপুরার উন্নতির যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নকে যাতে বাস্তবে রূপান্তরিত করে সত্যি সত্যি ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষক সাধারণ যাতে আরও বেশী ফসল উৎপাদন করতে পারে, রাজ্যকে যাতে ফসলের দিক থেকে বাহিরের অপেক্ষা না করতে হয়, সে দিক দিয়ে আমি এই House এর কাছে অনুরোধ রাখব, এবং concerning Minister-এর কাছে আমার অনুরোধ রাখব। কাজেই এই খাজনা বৃদ্ধির পরিকল্পনা যখন চললো তখন ত্রিপুরা রাজ্যের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত এই খাজনা বৃদ্ধি বন্ধ করার দাবীর আওয়াজ উঠলো। আমাদের এ রাজ্যের যারা বিজ্ঞ ব্যক্তি বলে পরিচিত তারা যেমন কমলপুর Sub-Division-এর কথা আমি বলব, কমলপুরের বিশিষ্ট নাগরিক মহিমচন্দ্র ঘোষ এবং শম্ভুলোচন তেওয়ারী ও অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিক এই নিকৃষ্ট খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে জনসভা করে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করার চেষ্টা করেছিলেন এবং সে meetingএ আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম। যাতে করে সেই ঘটনার পরিস্থিতিতে খাজনা বৃদ্ধি না করা হয়। আমরা এই দাবী কেন্দ্রীয় সরকারের নিকটও করেছিলাম। এমন কি Chief Commissioner যখন কমলপুরে জনসভার আহ্বান করেন তখনও সেখানকার জনসাধারণ এই খাজনা বৃদ্ধির পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। কাজেই সরকার যদি আইন করে জোর করে জনসাধারণের উপর এই অতিরিক্ত খাজনা চাপিয়ে দেন তবে আমি বলব সেটা যুক্তিযুক্ত হ'বে না। আমি মনে করি এই খাজনার হার বাড়াতে হলে তাদের উৎপন্ন ফসল যাতে ভাল হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গ্রামে গ্রামে এলাকায় এলাকায় প্রত্যেক কৃষককে জল সেচের ব্যবস্থা ও ভাল সার বন্টনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তারপর তাদের উৎপন্ন ফসলের উপর নির্ভর করে এই খাজনা বসান প্রয়োজন। আমি House-এর কাছে অনুরোধ করছি যে এই খাজনা যেন কৃষকদের উপর জুলুম করে আদায় না করা হয়। আমি খাজনা না দেওয়ার পক্ষপাতী নই। কিন্তু বিচার করে নিতে হবে। এবং বর্ত্তমানে কতটা খাজনা আদায় করা হয়েছে তা আদায় খাতে দেখানোর জন্য আমি দাবী জানাচ্ছি। কারণ তারা উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করতে গিয়ে বিশেষ পরিমাণে শোষিত হচ্ছে এবং তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনতে গিয়েও তারা বিশেষ পরিমাণে শোষিত হচ্ছে। এই ভাবে তারা দুইদিক দিয়েই শোষিত হচ্ছে। সুতরাং এই দুইদিকেই চিন্তা করে বর্ত্তমান খাজনা আদায়ের যে পরিকল্পনা—সে পরিকল্পনাকে এইখানেই সীমাবদ্ধ রাখার জন্য আমি house-এর কাছে মাননীয় Speaker-এর মাধ্যমে আমার বক্তব্য রাখছি।

Mr. Speaker : I would now call on Shri Abdul Wazid.

Abdul Wazid : মাননীয় Speaker মহোদয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী Land Revenue সম্পর্কে যে প্রস্তাব এনেছেন তাহা আমি সমর্থন করি। এবং বিরোধী পক্ষের যে cut motion তাহার আমি বিরোধিতা করছি। Land Revenue সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা অনেক কথা বলেছেন যাহা হয়তো Land Revenue-র আওতায় পরে না। তারা আজকে land Revenue-তে এমনভাবে আলোচনা করেছেন বা কৃষকদের এমনভাবে বিব্রত করার চেষ্টা করেছেন যা আমরা

ভাবতে পারি না। কারণ তাঁরা জানেন আমরা যেমন ত্রিপুরার লোক তাঁরাও ত্রিপুরার আদিবাসী লোক। আমাদের যেমন ত্রিপুরা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে তাঁদেরও সেইরূপ অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু তবুও বলেন আমাদের ত্রিপুরা সম্পর্কে বাস্তব কোন অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা আমাদের আছে কিনা এবং তাঁদের আছে কিনা সে সম্পর্কে আমি কিছু কথা বলবো। তাঁরা জানেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ত্তমান সমস্যা হলো উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা। তারপর আছে tribal সমস্যা, জুমিয়া সমস্যা, যারা landless তাদের জমি দেওয়ার সমস্যা। তারপর বে-আইনী ভাবে যারা আছে তাদের সমস্যা এবং খাস জমি যা আছে তা যাতে কৃষকের কাজে লাগাতে পারি তার সমস্যা। এই সমস্ত সমস্যা দূর করতে হলে আমাদের survey settlement-এর একান্ত প্রয়োজন। আজ আমাদের ভারতবর্ষ যদিও যুদ্ধের সম্মুখীন তবুও আমাদের ত্রিপুরা সরকার এই Emergency-র মধ্যেও যে survey settlement-কে কার্য্যকরী করছেন তা একমাত্র কৃষকের কল্যাণের জন্য। কারণ এই survey settlment যদি না থাকে তবে আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এবং আমাদের যে প্রতিজ্ঞা পত্র ছিল তা নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই এই survey settlement-এর মাধ্যমেই আমরা tribal ও জুমিয়াদেরে জমি দিতে পারছি। এখনও অনেক জমি survey settlement হয় নি। কাজ হলে পরে আমরা সে সমস্ত জমিতে tribal জুমিয়া ও উদ্বাস্তু ভাইদেরে ঠিক ঠিক মত পুনর্ব্বাসন দিতে পারবো। কিন্তু তাঁরা বলছেন আমরা খাজনা বৃদ্ধি করে কৃষকদের মধ্যে চাপের সৃষ্টি করেছি। বাজেটের মধ্যে যে হিসাবের অঙ্ক আছে তাতে আয়ের অঙ্কে আছে মাত্র ষোললক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা এবং ব্যয়ের অঙ্কে আছে উনত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। এই যে আয় তার দ্বারা survey settlement অফিসারের বেতন, ভাতা, বাড়ী ইত্যাদি দিয়ে যে আমরা কৃষকের চাপ সৃষ্টি করছি তা নয়। আমরা চাপ সৃষ্টি করি নাই বরঞ্চ কৃষকদের মঙ্গলের জন্যই এই survey settlement-এর staff। জমি উদ্ধারের এই যে কাজ তা অত্যন্ত আবশ্যক। এই সমস্ত জমি কৃষকেরই অত্যন্ত আবশ্যক। কাজেই আমরা চাপ সৃষ্টি করছি না। আমরা কৃষকদের উন্নতির জন্য ও ত্রিপুরার উন্নতির জন্যই করেছি। খাজনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিরোধী সদস্য বলেছেন যে খাজনা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু আমি বলবো খাজনা বৃদ্ধি তো দূরের কথা এমন অনেক জায়গা আছে যার কোন খাজনাই নাই। আমরা যদি খাজনাই না দেই তবে খাজনা বৃদ্ধির প্রশ্ন কি করে উঠে। মহারাজার আমলের এমন অনেক জমিদার আছে যা ১০ দ্রোণের জায়গায় ৩০ দ্রোণ দখল করে আছে। কাজেই অতিরিক্ত জমির কোন খাজনাই দিচ্ছে না। সুতরাং নূতনভাবে আমরা খাজনা ধার্য্য করেছি। এ-জন্যই survey settlement-এর প্রয়োজন আছে। পুরানো যে সমস্ত জমির খাজনা দেওয়া হচ্ছে— সে সমস্ত জমির আয় হয়তো কিছুটা বৃদ্ধি হচ্ছে। কারণ আমরা যদি ত্রিপুরার পূর্ব্ব ইতিহাস স্মরণ করি তবে কি দেখি! আগে ১ কাণি জমির মূল্য ছিল ১৩।১৪ টাকা চাউলের মণ ছিল এক টাকা বা পাঁচসিকা। শস্যেরও এই রকম মূল্য ছিল। আজ ত্রিপুরার উন্নতির ফলে দেখা যাচ্ছে এক কাণি জমির মূল্য ৫০০ থেকে ৫০,০০০/- টাকা পর্য্যন্ত। অপর দিকে খাদ্য-শস্যেরও দর বাড়ছে শুধু তাই নয় কৃষকদের সুবিধার জন্য তাদের ছেলেমেয়েদের Class VIII পর্য্যন্ত Free Education দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। রাস্তাঘাটের সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে। এইরূপে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে ঐদিকে land revenue পূর্ব্বে যা ছিল তার চেয়ে যদি কিছুটা

বৃদ্ধি হয় তাহলে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এবং তার তুলনায় আজ যে খাজনা বৃদ্ধি হয়েছে আমার মনে হয় সেটা খুবই কম। তারপর ওঁরা আজ ২।৩ দিন পর্য্যন্ত যে বাজেট আলোচনা হচ্ছে তার প্রত্যেকটি Demandয়েই বলছেন যথেষ্ট নয়, যথেষ্ট নয়, যথেষ্ট নয়।

এই প্রসঙ্গে আমি একটি গল্প বলবো। ছোট বেলায় একটি ছেলে পড়াশুনায় ভাল ছিল না। তাই সে স্কুলে পড়া বলতে পারতো না। সেজন্য সে প্রায়ই মার খেত। মারের ভয়ে সে একদিন দূরে চলে গেল। পথে একজন লোকের কাছে তার মনের বেদনা ব্যক্ত করল। সে লোক তাকে বললো এই পুকুরের জল একটা বালতি করে সারা দিন ঢালতে থাক। এক সময়ে দেখবে একজন মুনী তোমার বালতির মধ্যে আছেন। তখন তার কাছে তোমার মনের বেদনা বলো। তিনি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করলে তোমার জ্ঞান ফিরে পাবে। ছাত্রটি সেই কথামত সারাদিন জল ঢালতে থাকে। দিন গিয়ে সন্ধ্যা আসে। মুনীর দেখা নেই। তার মন তখন রাগে জর্জ্জরিত। এমন সময় একটি লোক উঠে বললো আমি তোমার লোম চাই। অমনি তাহার সারা গায়ে লোমে ছেয়ে গেলো। যাক্ এখানেও ওরা বলছেন টাকা বেশী রাখা হয়েছে। ও খানেও বলছেন টাকা বেশী রাখা হয়েছে। কাজেই ওরা যে মনোভাব ও চিন্তাধারা নিয়ে আমাদের সঙ্গে মিলতে চাইছেন সে সুযোগ ওরা পাচ্ছেন। খাজনা সম্পর্কে survey settlement officer জমি survey করে, জমির উর্ব্বরা শক্তির উপর নির্ভর খাজনা ধার্য্য করে Gezette করছেন। উনি কৃষকদের জমি দেখিয়ে দিচ্ছেন এবং জমির খাজনা সম্পর্কে বলছেন। এবং তাদের বলছেন যে এই জমির এই খাজনা নির্দ্দিষ্ট হচ্ছে। যদি তোমাদের আপত্তি থাকে তবে নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে জানাও। কোন কোন জায়গাতে কৃষকেরা আপত্তি জানাচ্ছে। তারপরে enquiry হচ্ছে। survey settlement অফিসারই আবার তাদের নিয়ে খাজনা স্থির করছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কৃষকদের মত নিয়েই খাজনা নির্দ্দিষ্ট করা হচ্ছে। তদুপরি ওরা যদি বলেন খাজনা বৃদ্ধি করা হয়েছে তবে আমি বলবো এই যে Land Reform Act দিল্লীতে পাশ হয়, সেটা আমাদের ব্যাপার নয়। এটা লোকসভাতে পাশ হয়েছে। এবং বর্ত্তমানে এই Act কার্য্যকরী হচ্ছে। আমাদের ত্রিপুরাতে এই Act কার্য্যকরী করা হচ্ছে। লোকসভাতে যখন Land Reform Act আলোচনা হয় তখন আমাদের কোন member সেখানে ছিল না। আপনাদেরই লোক সেখানে ছিল। দশরথ দেববর্ম্মা ও বীরেন্দ্র দত্ত। ওরা তো কোন আপত্তি তোলেন নি বা এখানেও কোনরূপ প্রতিবাদ প্রচার করতে দেখিনি। অতএব ওরা চোরকে বলবেন চুরি কর আর গৃহস্থকে বলবেন রাত জেগে থাক। এই নীতি আমাদের নয়। এই নীতি ওদের। ওঁরা চীনকে সহায়তা করেছিলন। আমরা ভারতবাসী। এই নীতি আমাদের নয়। বর্ত্তমানে যে cut motion আমি তার বিরোধীতা করে মুখ্যমন্ত্রী Land Revenue সম্পর্কে যে প্রস্তাব করেছেন তার সমর্থন জানিয়ে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Atiqul Islam.

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম :— মাননীয় Speaker মহোদয়, খাজনা বৃদ্ধি সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলেছেন এবং কোন কোন কংগ্রেস সদস্য এ কথাও বলেছেন ত্রিপুরার যে খাজনার হার তা কোন কোন ক্ষেত্রে আশার চেয়েও বেশী। কাজেই এটা স্বীকৃত হয়েছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে খাজনা বেশী

করা হয়েছে। এবং আসামের চাইতেও বেশী করা হয়েছে। কাজেই খাজনার হার যে বেশী করা হয়েছে তাতে বিমত করার আর কোন কারণ নেই। খাজনা কি ভাবে বসান হবে সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি আইনেরও উল্লেখ করেছেন। এবং সেখানে বলেছেন Agricultural profit, State facilities, communication প্রভৃতি দেখে বিচার করে খাজনার হার বাড়ানো হবে। এখন বিচার করতে হবে Agricultural profit আমাদের আছে কি না, State facilities আছে কি না, Marketing facilities আছে কি না এবং communication Developement হচ্ছে কি না। আমি যদি Agricultural profitটা প্রথমে দেখি তাহলে কি দেখি? এটা হলো main thing, তাহলে আমাকে দেখতে হবে যে per কাণি জমিতে আমার production কি হয় এবং per কানির ধান বিক্রি করে কি পাই। সে সব আমরা করেছি। আপনারা যদি লিখিত সে সব Memorandum খোঁজেন তাহলে Chief Commissioner এর ফাইলে তা পাবেন। আমরা দেখেছি per কানিতে cost of production Rs. 75 পড়ে। এবং per কাণিতে avergeএ ৬।৭ মণের বেশী ধান হয় না। ত্রিপুরাতে যে inexessible-area committee এসেছিলেন তার যে Chairman সুরেন্দ্র সিংজী তার একটা Report আমাদের কাছে আছে। তিনি বলেছিলেন যে ত্রিপুরাতে per acreএ ৯ মণ ধান হয়। আপনারা যদি সে Report দেখতে চান তবে আমরা তা supply করতে পারি। তিনি সেখানে তার Report এ বলেছেন যে ত্রিপুরাতে per acre এ ৯ মণ ধান হয়। আমি ধরলাম যে per কানিতে ৬ মণ ধান যদি হয় তবে per acre এ ১৫ মণ ধান হয়। আমার cost of production হচ্ছে Rs. 75 কিন্তু আমি per acre এ ধান পাই average এ ৯ মণ। সে ধান যদি আমি বিক্রি করি তবে মণ প্রতি পাব ৯।১০ টাকা। আমি যদি ১০ টাকা মণ ধরি তাহলে ৬।৭ মণ ধানে ৬০।৭০ টাকা। এই হিসাব আপনারা বিচার করে যদি দেখেন তবে আমার মনে হয় আপনাদের Deptt এর সঙ্গে আমার হিসাব খুব বেশী Differ করবে না। কাজেই আপনারা যে Agricultural profit এর কথা বলেছেন আমার per কানিতে সেরূপ Agricultural profit হয় না। কাজেই খাজনা বৃদ্ধির question টা সেই হিসাবে আসে না। যদি বলেন Communication এর কথা তা হলে বলতে হয় Village থেকে Town এ Link up করার যে রাস্তা তাও এখনো হয় নি। আপনারা স্বীকার করুন আর না-ই করুন ত্রিপুরাতে গরুর গাড়ী দিয়ে মাল আনার কোন উপযুক্ত রাস্তা নেই। কাজেই State facility কিভাবে পাচ্ছেন সেটা আপনারা সচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন। Communication এর সঙ্গে State facility জড়িত। কাজেই Communication এর যেখানে এই Position, naturally state facility অনেক খানি সংক্ষিপ্ত। কাজেই খাজনা কিসের ভিত্তিতে বাড়লো সে প্রশ্নের উত্তর আমি পাই না। Agricultural profit আমার যেখানে হয় না, State facilities সেখানে naturally নাই। Communication সেখানে অত্যন্ত undevelop.

ফলে আমার Cost of production হয় এবং আমি যা পাই, তার দ্বারা আমার Income চলে না। এবং সেই জন্য আজকে সর্বত্র কৃষকদের মধ্যে অস্বাভাবিক অর্থ সঙ্কট। সঙ্কট এই জন্য যে যখন তাদের ঘরে ফসল থাকে তখন সেই ফসল অত্যন্ত Cheap rate এ বাজারে বিক্রি করতে হয় এবং যখন তার ঘরে ফসল থাকে না তখন ঐ ধান তাকে অত্যন্ত বেশী দামে কিনতে হয়। কারণ মহাজনরা

এই ধান কিনে রাখে। কাজেই তাকে তার নিজের ধান higher rate এ কিনতে হয়। এই দিকটা আমাদের দেখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ডাল, তেল, কেরোসিন, লবণ, মরিচ প্রভৃতির দামও অত্যন্ত বেড়ে গেছে। কাজেই বর্তমানে আমাদের যে Cost of living তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কৃষকেরা চলতে পারছে না। সে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা। আপনি যদি গ্রামে যান তবে দেখে থাকবেন কে খুব কম পরিবারই আছে যারা দুবেলা খেয়ে থাকে। যখন তার ফসলটা হয় তখন তাকে মহাজনের ঋণ শোধ করতে হয়। ফসলের period টা যখন শেষ হয়ে যায়, তার হাত শূন্য হয়ে যায় তখন আবার তাকে মহাজনের নূতন ঋণ করতে হয়। এই ঋণের বোঝা সে জীবন ভর বয়ে চলে। জন্মের পর হতে সে ঋণের বোঝা বইতে থাকে। তার সে ঋণের বোঝা কোন দিন শেষ হয় না। মৃত্যুর পর সে ঋণের বোঝা তার ছেলের ঘাড়ে চাঁপিয়ে দিয়ে যায়। এই চিত্রের শেষ নেই। এই চিত্রের মধ্যে খাজনা বৃদ্ধির প্রশ্নটা কিভাবে আস্‌তে পারে তা আমি বুঝতে পারি না। এবং খাজনা বৃদ্ধি হতে পারে না। এ সম্পর্কে Parliament এ উল্লেখ করেছেন। আপনারা Parliament এর কতখানি খবর রাখেন তা আমি জানি না। Parliament এ এই সম্পর্কে আমরা deputation দিয়েছি, দেখা হয়েছে। Parliamentএ Amendment দেওয়া হয়েছে। আমাদের Chief Commissioner যখন খাজনা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন এলাকায় Meeting করেন আমরা তখন নিজেরা অনেক জায়গায় Meeting করেছি, Deputation দিয়েছি. Chief Commissioner এর সঙ্গে আমরা এ সম্পর্কে argument করেছি এবং আমার নিজের লেখা Memmorandum যদি আপনারা দেখতে চান তবে Chief Commissioner এর File ঘাটলে আপনারা তা দেখতে পাবেন. কাজেই সম্পর্কে সমস্ত কথা বলার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু আমরা জানি যে এখানে কংগ্রেস সদস্য যারা আছেন তারা এখানে খাজনা বৃদ্ধির সপক্ষে বলেন। আর যখন মাঠে যান তখন খাজনা বৃদ্ধির বিপক্ষে বলেন।

কাজেই তারা যখন এখানে আছেন তখন বলেন এক কথা আর যখন বাইরে যান তখন বলেন খাজনা বাড়ানো উচিত নয়। আসামে তো অনেক কম। এখানে কেন বাড়বে। তখন তারা জনসাধারণের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বক্তৃতা করবেন। আর যখন এখানে আসবেন তখন বলবেন খাজনা কেন বাড়বে না। বাড়া উচিৎ। এই যে Dual Policy, তা আপনারাই চালিয়ে থাকেন এখানে একরকম কথা বলেন আর বাইরে আর একরকম কথা বলেন। মাননীয় Speaker মহোদয়, আগরতলা শহর বাদ দিয়ে গ্রামের এই যে অবস্থা তার কথাই এখানে বললাম। গ্রামের কৃষকদের অবস্থার কথাই বললাম। আজকে আগরতলা শহরেও খাজনা বৃদ্ধির প্রশ্ন আসছে। তার Land Revenue বাড়ানো হবে। তার Land Revenue কি পরিমাণ বাড়ানো হবে? Survey Settlement Director A. K. Lodh যে Statement করেছেন তাতে তিনি বলেছেন যে আগরতলা শহরে সর্বনিম্ন হবে ১০০ এবং সর্বোচ্চ হবে ২০০। এ হলো বাস্তু ভিটা। আর দোকান পাটের ক্ষেত্রে একরে সর্ব নিম্ন হবে ২৫০ এবং সর্বোচ্চ হবে ৬০০। এই হলো তার Statement. এখন আগরতলা শহরে যারা থাকে তাদের অবস্থা কিরূপ? এখন যদি একটা বাস্তু ভিটার খাজনা ১০০ টাকা হয় নিম্নপক্ষে, উচ্চপক্ষ তো আমি বাদ দিলাম, এই রকম কয়টা লোক আছে যারা এই খাজনা দিয়ে শহরে বাস করতে পারে। আগরতলা শহরে যারা থাকে তারা হচ্ছে প্রায়ই Refugee. কেউ

ছোট খাট পাটের ব্যবসা করে। কাপড়ের ব্যবসা করে, মুদীর ব্যবসা করে। আর কিছু Class III & Class IV Employee শহরের উপর আছে। তারা একটা বাস্তু ভিটা, একটা কুঁড়ে ঘর করে কোন রকমে বাস করে। আপনারা যদি আগরতলা শহরে যারা Middle class আছে তাদের অবস্থাটা খোঁজ করে দেখেন তাহলে দেখবেন অনেকেই ঋণগ্রস্ত। কেউ ডাল ভাত খেয়ে অফিসে আসে আবার কেউ এক বেলা না খেয়েও অফিসে আসে। এই শহরে এই রকম লোকের আবাস। এই শহর হলো ত্রিপুরার Nerve centre. সেখানে যদি আর্থিক অবস্থা এই হয়ে দাঁড়ায় এবং তারপর যদি খাজনার হার এইভাবে বাড়ে তাহলে আগরতলা শহরের যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত বা সাধারণ মধ্যবিত্ত তারা কি করে শহরে থাকবে। যে হারে খাজনা বৃদ্ধির Notice দেওয়া হয়েছে তাতে তারা শহরে থাকতে পারবে না। শহর থেকে দূরে Municipality Areaর বাইরে চলে যেতে হবে। এবং এই অবস্থাটা অত্যন্ত Serious. আমি আশা করবো আপনারা এই serious অবস্থাটা serious ভাবে চিন্তা করবেন। খাজনার এই যে হার সে হার সম্পর্কে আমি চিন্তাও করতে পারি না। বর্ত্তমানে কলকাতার খাদ্যবস্তুর যে দর তার চাইতে আগরতলা শহরে এক সপ্তাহের মধ্যে অনেক বেড়ে গেছে। কাজেই শহরের লোকের cost of living দিন দিন বাড়ছে। এ নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে, অনেক representation দেওয়া হয়েছে যে এ ভাবে যদি দাম বাড়ে তবে কি করে আমরা টিকে থাকবো। কাজেই আগরতলা সহরে যে খাজনা ধরা হয়েছে সেই সম্পর্কে seriously চিন্তা না করলে আমি মনে করি আগরতলা শহরের মানুষের যে Economy তা একেবারেই ভেঙ্গে পড়বে। তারা দাঁড়াতে পারবে না। এবং শহরে বসবাস করা তাদের পক্ষে একেবারেই সম্ভবপর হবে না। আমি এই খাজনার বিষয়ে বিভিন্ন stateএ দেখেছি. যেমন পশ্চিমবঙ্গে কৃষকের ক্ষেত্রে বাস্তু ভিটার যে নির্দ্দিষ্ট জায়গা তার জন্য কোন খাজনা দিতে হয় না। তারা এই বাস্তু ভিটা থেকে কোন profit করে না। তাদের বাস্তু ভিটার জন্য এই পরিমাণ জায়গায় নির্দ্দিষ্ট আছে। কাজেই খাজনা দিতে হয় না। পশ্চিমবঙ্গে এইরূপে আইন হয়ে গেছে। U P তে তা নিয়ে আলোচনা চলছে। এবং বিভিন্ন জায়গাতেও এ বিষয়ে আলোচনা চলছে।

কৃষকেরা দাবী করেছে যে তদের বাস্তুভিটা থেকে কোন profit হচ্ছে না সুতরাং খাজনা রহিত করা হউক। সেই Demand আজকে সর্ব্বত্র উঠছে। আমি আশা করবো যে আমাদের এখানে যারা শাসক দল তারা এই জিনিষটা বিবেচনা করবেন। যাতে বাস্তুভিটার কর মুক্ত করা হয়। তা না হলে জিনিসটা অত্যন্ত অনুচিত হবে। কারণ সর্ব্বত্রই করা হচ্ছে। Speaker এর মাধ্যমে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো যাতে এই জিনিষটা এখানে চালু করা হয় এবং তাহলে ত্রিপুরার কৃষকরা খানিকটা রেহাই পাবে। Survey এবং Settlement এ ও আমরা অনেকটা পিছিয়ে আছি। Survey এবং Settlement যারা করতে যায় তারাও অনেক অন্যায় এবং অবিচার করে। সে সম্পর্কে complain আপনাদের কাছে দেওয়া হয়েছে। সেখানে তারা কি করে? একজনের জায়গা আর একজনের নামে লিখে দেয়। খাস জায়গা যারা দখল করে আছে টাকা না দিলে তাদেরে দখল দিতে চায় না। তারা বলে টাকা না দিলে দখল লিখে দেবো না। এইভাবে তারা টাকা আদায় করে, যারা মফস্বলে survey করতে যায় তারা যে কি পরিমাণ ঘুষ আদায় করে তা আপনারা এখানে বসে হিসাব করতে পারবেন না। গ্রামে যান, এলাকায় যান দেখবেন সেখানে

surveyer-রা যারা survey করতে যান, ঘুষের রাজত্ব কিভাবে চলে, নামজারি করতে গিয়ে কিরকম ঘুষ দিতে হয়, তার উদাহরণ যদি চান, মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর বাবু এ সম্পর্কে যথেষ্ট উদাহরণ দিয়েছেন, বিশ্রামগঞ্জ এলাকার কতগুলি জায়গা নাকি অন্যের নামে লিখে দেওয়া হয়েছে। আমি জানিনা আপনারা তার enquiry করেছেন কিনা, এবং করে থাকলে তার কি ফলাফল পেয়েছেন। কারণ সে enquiryর কোন reply আজ পর্যন্ত দেওয়া হয় নি। Employee ঘুষ খাবে, আমি বললে আপনারা বলবেন Deptt. এর কিছু করার নেই। Corruption কি বন্ধ করা যায় না। আমি ঘটনাগুলি আবার পড়ছি। আপনাদের যদি কিছু করার থাকে করবেন। বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় আবদুল গফুর পিতা ওয়ালি সিকদার, সে একজন গরীব কৃষক। তার যে অতিরিক্ত land ছিল তা আর তাকে দেওয়া হয় নেই। এটা হল মৌজা অমরেন্দ্রনগর। তার যে জায়গা তা settlement এর কর্মচারী কুমুদ রঞ্জন দেবনাথ বাড়ী রাণীর বাজার, গৌরাঙ্গ দেববর্ম্মা, বাড়ী চড়িলাম এবং শ্রীবীরেন্দ্র পাল পেসকার, বিশালগড় settlement offiiceএর এদের দেওয়া হয়। আর সুজত আলি, তার জায়গা দেওয়া হল নিতাই দেবনাথ, বিশ্রামগঞ্জ অফিস। আবদুল গফুরের দাগ নং হচ্ছে ১৮২, ১৮৪ এবং ১১৮ অভিযোগ তারা নিজেরা করেছে। আমি বলছি এই অতিরিক্ত জমি তারা পাবে, না হয় সেই জায়গা যারা ভূমিহীন আছে তারা পাবে। কিন্তু সেটেলমেন্ট employee তারা গেছে survey করতে। দুদিনপর তারা চলে আসবে। তারা কি কারণে এ সব জমি পাবে। তাদের পাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠেনা। যাকে লাঠিয়াছড়া মৌজায় দাগ নং ২০, ৭, বিশ্রামগঞ্জ বাজারের খলিফা অজিত চন্দ্র রায় তাকে দেওয়া হল। তারপর দাগ নং ১১৩৭ এবং ১১৩৮ এই দাগ নং এর জায়গাগুলি বিশ্রামগঞ্জ অফিসের কর্মচারী শ্রীবিমল দেববর্ম্মাকে দেওয়া হয়েছে। আমার কথা হল, এই অতিরিক্ত দখলিকৃত জমির যদি তারা আইনতঃ মালিক না হন, বা তাদের প্রচুর জমি থাকে তবে সেই জায়গায় যারা landless কৃষক আছে বা গরীব কৃষক আছে তারা পাবে। সেই জায়গায় যারা থাকে না, যারা অফিসের কর্ম্মচারী, অফিসের কাজে সেখানে গেছে কি যুক্তিতে তারা এ সব জমি পাবে। মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু settlement অফিসে এই সমস্ত জানিয়েছেন। এ সব অভিযোগের কি হয়েছে না হয়েছে তিনি কোন উত্তর পাননি। দরখাস্ত করা হয়েছিল ১১।১২।৬৩ ইং to the survey settlement officer, Agartalaর নিকট। এই হল একটা মাত্র উদাহরণ। এরকম ঘটনা আরো আছে যেখানে একজনের জায়গা অন্যজনকে দেওয়া হয়েছে। আজ যাদের কথা বললাম তারা হয়ত employee কিন্তু অনেক জায়গা আছে যারা employee নয়। তারা পেসকারকে বেশী করে ঘুষ দিয়েছে। এ রকম complain office file এ ও আছে এবং খোঁজ খবর নিলে জনসাধারণের কাছ থেকেও এরকম বহু ঘটনার উদাহরণ পাবেন। কাজেই survey settlement office-এর এ যে কাণ্ড এ যে একটা ঘুষের রাজত্ব চালাচ্ছে আর নিজেদের খেয়াল খুশিমত এর জায়গা ওকে দিচ্ছে। এসবের strong measure যদি না হয় তবে এগুলি আর কোন দিন বন্ধ করা যাবে না। অভিযোগ করে যদি উপকার না পাওয়া যায় তবে মানুষ অভিযোগ করতে যাবে কেন। আমি আশা করব এই সমস্ত অবস্থা সম্বন্ধে আপনারা বিবেচনা করবেন।

Mr. Speaker : Shri Hlura Aung Mag.

শ্রীলুরা অংমগ : খাজনা বাড়ানোর পক্ষে অনেক সদস্য যুক্তি দেখিয়েছেন। আমি বলতে চাই যে

ত্রিপুরাতে খাজনা বাড়ানটা যুক্তি সংগত নয়, এই বৃদ্ধি ১০ বৎসরের জন্য স্থগিত রাখা হোক। কারণ ত্রিপুরা রাজ্য যোগাযোগ দিক দিয়ে অন্যান্য রাজ্য হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়াও অনেক দুর্বল এবং Industryর দিক দিয়েও অনেক দুর্বল। এই হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্যে খাজনা বৃদ্ধি আরও ১০ বৎসর স্থগিত রাখা দরকার বলে আমি মনে করি। যেহেতু আয়ের দিক দিয়ে ত্রিপুরার কোন উন্নতি হয় নি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কৃষকের ঘরে যখন ধান থাকে তা তারা নাহ্য মূল্যে বিক্রয় করতে পারেনা। কৃষকদের শতকরা ৯০ ভাগ লোক ঋণগ্রস্থ এবং ধান আসার সাথে সাথে তারা সেই ধান কম মূল্যে বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করতে হয়। এবং সেই ধান বিক্রি করে তাদের প্রতি দিনের প্রয়োজনীয় জিনিষ জোগাড় করতে হয়। এ সব কারণে ধান বলুন, পাট বলুন কোনটারই নাহ্য মূল্য তারা পায় না। মহাজনদের কাছ থেকে দাদন নেয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জলের দামে মহাজনদের কাছে ফসল সমর্পণ করতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পাটের মণ ৫৲—১০৲ দরেও বিক্রি হয়ে যায় এবং ধান কাঠা প্রতি, প্রতি কাঠা ১২ সের, ১৲।২৲ টাকা দরে বিক্রি করে তারা দৈনন্দিন খরচ সংগ্রহ করে। এই হল অবস্থা। নাহ্য মূল্যে কৃষকদের উৎপাদন বিক্রি করার কোন ব্যবস্থা এই রাজ্যে করা হয় নি।

এইজন্য আমি, Speaker এর মাধ্যমে এটা বলতে চাই যেহেতু কৃষককে তাদের উৎপাদিত জিনিষ-গুলি অনিশ্চিত দরে বিক্রি করতে হচ্ছে, যেহেতু কৃষকদের আয়ের উপর ৮ ভাগের একভাগ যে খাজনা সেটা ত্রিপুরা রাজ্যে চলতে পারে না; সেই হেতু আমি এই কথা এখানে রাখব যে আগামী ১০ বৎসরের জন্য খাজনা স্থগিত রাখা হোক। এই গরীব দেশে কৃষকদের উপর খাজনা বাড়িয়ে নজরানা বাড়িয়ে দেশের উন্নতি হবে সেটা সম্ভব নয়। এই গরীব দেশে আমরা কৃষকদের উপর যদি ভার চাপিয়ে দিই তবে আমাদের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে। এবং আজ সমাজে যারা কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুট্ছে তাদের উপর কোনরকম কর ধার্য্য নেই। আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা যদি ঠিকঠিক ভাবে পরিচালনা করতে হয় তাহলে যারা চা-বাগানের মালিক, রবার বাগানের মালিক, ব্যাঙ্ক, বহি-র্বাণিজ্য এসব রাষ্ট্রায়ত্ব করতে হবে। যারা লাখ লাখ টাকা লুটছে, জাহাজ বোঝাই করে বিলাত পাঠাচ্ছে সেই দিক দিয়ে আমাদের সরকার কোন নিয়ম কানন করেন না। যে কৃষক সারাদিন হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খেটে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না এদের উপরে যে একটা শোষণমূলক মনোভাব এটা যুক্তিযুক্ত নয়। যখন আমরা খাদ্যাভাব মিটানোর জন্য Industry গড়বার জন্য বলি তখন আশ্বাস দেওয়া হয় এবং এই দৃষ্টিকে অন্যদিকে নেওয়ার জন্য আমাকে অর্থমন্ত্রী পাকিস্তান এবং চীনের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে দেখান। এবং ত্রিপুরা অধিবাসীদের যে যুক্তিযুক্ত দাবী তা ঐ দুই দেশের দিকে অঙ্গুলী দেখিয়ে এড়িয়ে যান। আমি বলব ত্রিপুরা রাজ্য আজ যে অবস্থার দিকে চলছে সেই দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন আছে। আজ স্বাধীনতা লাভের পর ১৫ বৎসর হয়েছে। ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আর এবৎসর আমরা বিধান সভা পেয়েছি। আমরা যে লক্ষ লোক আছি তার ভবিষ্যৎ তার বাঁচা, তার সমস্ত উন্নতিমুলক কাজ, তার রায় এখান থেকে যাবে। আশা করব সেই রায় মানুষের বাঁচাবার দিকে যাবে। তার মরণের দিকে যেন রায় না হয়ে যায়। সেই দিক দিয়ে আমি Speaker এর মাধ্যমে আবেদন রাখব, যে সমাজদ্রোহিতা সম্পর্কে কথা বলে, যারা সমাজদ্রোহিতার কাজ করে চলেছে এদের উপর, তাদের এ বিচার কি করে সম্ভব আমি চিন্তা

করে পাইনা। জুমিয়া পুনর্বাসনের নামে যে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। সে সব টাকা নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলা করে। এবং তার জন্য আমাদের এখানে Dy. Minister আছেন, Tribal welfare এ সেই R. P. C. ইতিপূর্বে দুই বৎসর আগে তার মাধ্যমে বহু টাকা খরচ করা হত। সেখানে কি অবস্থা চলে। সেখানে একটা দরখাস্ত নেবার জন্য ৫ টাকা থেকে ২৫৲-৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত নেওয়া হয় এবং একটা বন্দুকের লাইসেন্সের জন্য ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত নেয়া হত। যে বন্দুকের দাম ৫০০৲ টাকা তার লাইসেন্সের জন্য ২০০৲ টাকা নেয়া হত। এভাবে দুই বৎসর আগে ৫০ টা বন্দুকের দাম এক সাথে নিয়ে আসে।

Mr. Speaker :— I draw the attention of the Hon'ble member.

শ্রীহ্লা্রা অংমগ :—আমি সমাজদ্রোহীদের কথা বলছি।

'Interuption '

Mr. Speaker :—I would now call on the Hon'ble Minister to give reply to the debate.

S. L. Singh:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আমার Demand এর সমর্থনে এবং cut motion এর বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। তারা বলছেন আসামের এবং পশ্চিমবাংলার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার Rate অনেক বেশী। West Bengal Existing Rate Rs.30/- প্রতি একর। The average may come up to Rs. 79/- per acre. except in irrigation area. তারা জানেনা তাদের জানিয়ে দেওয়ার জন্য আমি এই কথাগুলো বলছি। বীরভূম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া District rent comes to Rs. 30/- on average. তারপর আছে Education cess 5 n. P. Road $\frac{1}{2}$ nP. এহল তাদের বাংলা সম্বন্ধে বক্তব্য যা পেশ করে Houseকে বিপথে চালিত করার চেষ্টা করেছিলেন তার একটি নজির আমি তাদের কথা দিয়ে এখানে তুলে ধরলাম। আসাম সম্বন্ধে বলা হয়েছে তাদের বাড়ী, Home sted, 7.25 np থেকে 10. 75 np, near Home sted 5.5o থেকে 5.25 np এই হল তাদের আর আমাদের এখানে যা ধার্য্য করা হয়েছে তা হল $\frac{1}{20}$ of the Land Product Agriculture.

$\frac{1}{8}$ থাকা সত্বেও সেটাকে $\frac{1}{20}$ করা হয়েছে। অথচ lowest rate 1·50 per acre. কারণ ত্রিপুরার জমিকে ৬৬টি catagoryতে ভাগ করা হয়েছে। এবং সেই catagory অনুসারে rate ধরা হয়েছে। আগে ছিল টিলা জমি লুংঙ্গা জমি সব এক এবং সেই অনুসারে বর্ত্তমান সর্বনিম্ন হার ১·৫০ নঃ পঃ এবার সর্ব্বোচ হার হল ৮· ৭৫ নঃ পঃ। তারা যা দেখাতে চেয়েছিলেন আমি তাদের কথা দিয়েই বিষয়টি পরিস্কার করে তুলে ধরছি। বলা হয়েছে যে এক কাণিতে একটা ফসল ৯ মন হয়। ত্রিপুরার সমস্ত জমিতেই এক ফসল হয় না। দু ফসল আছে তিন ফসল আছে, এক ফসলও আছে। ভিটি আছে, কোম ষ্টেড্ আছে, প্যাডি কালচারেল ল্যাণ্ড আছে। টিলা ল্যাণ্ডের মধ্যে ও ভাগ আছে। সেই অনুসারে ৬৬ ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং সেই অনুসারে খাজনা ধার্য্য করা হয়েছে। অতএব তারা যে ৯ মণের হিসাব দিয়েছিলে সেটা Houseকে অন্যদিকে পরিচালিত করতে চেয়েছেন। সেটা ৯ মণের উপর ভিত্তি করে হয়নি। ৩টা ফসল হয়, দুটি ফসল হয়, একটা ফসলও হয়, এ সমস্ত বিবেচনা করে খাজনা বেশী কোন জায়গায় ধার্য্য করা হয় নি। তারপর বলা হয়েছে ত্রিপুরার সমস্ত

খাজনা ১০ বৎসরের জন্য মকুব করে দেওয়া হোক। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই যে বিত্ত সম্পন্ন শত্রুঘ্ন কৈয়াবি তিনি হলেন বিরাট একজন তালুকদার। আপনার তালুকদারের পক্ষে ওকালতি করছেন, গরীবের কথা বলছেন না। কারণ তাদের যে জমি অতিরিক্ত হবে তা আমরা নিয়ে নিতে চাই। তারা শক্তি সম্পন্ন তালুকদার এবং জোতদার যারা আছে তাদের পক্ষেও যেন ওকালতি করছেন যে খাজনা বন্ধ করে দেওয়া হোক। তারা এর মধ্যে তাদের বাদ দেননি বলে বাধ্য হয়ে একথা বলেছি। House এ একথা বলা হয়েছে। তাঁরা যদি একথা withdraw করেন তাহলে আমি আনন্দিত হব। (গণ্ডগোল হাতুরি পেটা) অতএব যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে ওরা বলুন, যে ওঁরা বলেন নি। যাহোক ওঁদের সুবুদ্ধি উদয় করার জন্য এই কথাগুলি বলা হয়েছে। অতএব এই দিকে তাল রেখে. দৃষ্টি রেখে যদি একথা বলতেন তবে আরও আনন্দিত হতে পারতাম। তারপর বলা হয়েছে খাজনা মকুব করার কথা। এবং সেটা যারা দিতে পারেনা তাদেরও খাজনা মকুব করার কথা। যেমন ধরা যাক উদ্বাস্তু ভাইয়েরা আছেন। তাদের জন্য provition রাখা হয়েছে। এবং সে টাকা দেখানো হয়েছে। maintenance যেটা loan ছিল সেটাকে grant হিসাবে ধরে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মত রাখা হয়েছে। সুতরাং কৃষকদের শোষণ করার জন্য এবং তাদের মারবার জন্য যে কথা বলা হয়েছে, সেকথা বিকৃত ব্যাখ্যা করে জনসাধারণকে প্রতারিত করার জন্যই বলা হচ্ছে। কারণ দেখা গেছে যারা খাজনা দিতে পারেনি সরকার তাদের ৩ বৎসরের খাজনা মকুব করেছেন। সুতরাং প্রয়োজন যখন মনে করা হবে তখন সে অনুসারে সমস্ত কার্য্য হবে। যারা অক্ষম. দিতে পারে না, যারা দরিদ্র কৃষক সে দিকে দৃষ্টি রেখে এই budget এ ও টাকার অঙ্ক রাখা হয়েছে। কাজেই তারা বিকৃত ভাবে যে সব কথা বলেছেন সেটা সত্যি নয়। তারপর বলা হয়েছে যে তাদের জন্য কি করা হবে? একথা তো তারা বরাবরই বলে আসছেন। তাদের কথাই হলো এই যে ত্রিপুরায় যে জায়গা ছিল তা-ই আছে। কারণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গী একবার বলবে কিছুটা উন্নতি হয়েছে আবার যখন প্রয়োজন হবে তখন বলবে কিছুই উন্নতি হয়নি। তবে সূর্য্য যখন প্রতিভাত হয় তখন তার প্রত্যেক তাৎপর্য্যতা ব্যাখ্যা করা চলে না। জনসাধারণ তা দেখে, বুঝে, জানে। আমরা এমন কথা বলিনি বা এমন ভাবে budget অনুমোদন করা হয়নি। আজকে এই যে budget করা হলো তাতে ত্রিপুরার উন্নতি শেষ হয়ে গেল? আমরা বলেছি ত্রিপুরা রাজ্যের পরিকল্পনা অনুসারে এবং পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা অনুসারে কৃষকদের উন্নতি করতে হলে, জুমিয়াদের উন্নতি করতে হলে এবং landless কৃষকদের উপকার করতে হলে survey settlement এর দৈনিক কার্য্যকে ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালিত করে জমির সুনির্দ্দিষ্ট সীমা ও পরিসীমা ঠিক করতে হবে। কারণ তা না হলে rehabilitation. rehabilitation বলে যে চীৎকার করা হচ্ছে তাও সম্ভব হয়ে উঠবে না। উঠতে পারে না। কারণ সমাজবিরোধী যারা ছিল তারা সেই সেই জায়গাতে নানা প্রকারে বাধা দিয়েছে। বলছে এই জমি তাদের। কারণ জমির কোন সুনির্দ্দিষ্ট সীমা ছিল না, survey settlement ছিল না। অনুমানের উপর মানুষ জমি অধিকার করে বসে ছিল। অতএব যদি উদ্বাস্তুকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পুনর্বাসন দিতে হয়, বর্গাদের, কৃষ'াদের, জুমিয়াদের, এবং landlessদের পুনর্বাসন করতে হয় তাহলে 66 | 64 ভাগে ত্রিপুরার জমিকে ভাগ করে এক এক মৌজে তাহাদের বসিয়ে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে অর্থনৈতিক পুনর্ব্বাসনের দৃষ্টি নিয়েই এই buget এ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। অতএব land revenue সম্পর্কে এই যে budget এখানে

রাখা হয়েছে সেই budget এর বিরুদ্ধে সমাজ বিরোধীরা তৎপর হয়ে এই land survey settelment কে অকেজো ও বানচাল করার জন্য survey settlement এ যে কর্মচারী ছিল তাদেরকে কমলপুর থেকে খোয়াইয়ে প্রতারণা করে নিয়ে গিয়েছিল। কারণ তারা চেয়েছিল যাতে ত্রিপুরাতে survey settlement না হতে পারে। survey settlement হলে পরে জুমিয়া, কৃষ্ণ, বর্গাদার, landless কৃষক এবং উদ্বাস্তু ভাইয়েরা ঠিক ঠিক ভাবে জমির উপর বসে যাবে, তাদের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাকে জয়যুক্ত করা যাবে। অতএব survey settlement কে বানচাল করতে হলে তাদের লোক জনকে উচ্ছেদ করে তোলে দাও। এ বেশী দিনের কথা নয়। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে তাদের এই সমাজবিরোধী কার্যাকলাপ। আজ বিলোনীয়া, খোয়াই, উদয়পুর, সোনামুড়া প্রভৃতি জায়গায় Survey settlement এর কাজ ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তারপর town এর কথা বলা হয়েছে। Townএ যে ভিটি ল্যাণ্ড আছে, তারা বলেছেন যে town এর ভিটি ল্যাণ্ডকেও খাজনা মুক্ত করতে। এখানকার যারা প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন, যাদের Bar Libraryথেকে ও প্রত্যেক দল থেকে ডাকা হয়েছিল, সমস্ত দল গিয়ে ছিল কিন্তু একটি দল কেবল যায় নি। তারা সে জায়গাতে আলাপ আলোচনা মারফতে ঠিক করেছেন যে ত্রিপুরার সেই যে Town এর Land তাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে হবে, একটি ভাগে ভাগ করলে চলবে না। সে অনুসারে তাদের বিভিন্ন categoryতে ভাগ করা হয়েছে। এবং সে অনুসারে সে খাজনা ধার্য করা হবে। landlate হিসাবে কোন জায়গায় হবে না। এটা বলা হয়েছে এবং তারা উপায় জানে। সে ভাবকে তারা হাতিয়ে নিয়েছে। সেটা একটা সুনির্দ্দিষ্ট মৌজা নিয়েই করা হয়েছে। এবং এক জায়গাতে বলা হয়েছে যে, এই budget এর মধ্যে এ survey settlement এ আর একটি scheme রাখা হয়েছে 59°/. of total land রাখতে হবে গোচারণের জন্য। এবং আরো চিন্তা করা হচ্ছে, গোচারণের ভূমির জন্য যে সমস্ত কৃষকের ১০ একরের উপর জমি আছে তারা যাতে ২ একর পর্য্যন্ত জমি গোচারণের জন্য এবং গরুর খাদ্যের জন্য ঘাস জমির উৎপাদন করে তাহলে তারা তাদের ঋণ free পাবে। এবং তাদের নীচে যারা আছে তারাও যদি গোচারণের জন্য ভূমি রাখে ৩৫০১ তারাও ঋণ free পাবে। এবং মন্দির, মসজিদ, স্কুল প্রভৃতি যাদের সরকারী নামে community র নামে আছে তাদের সেদিক থেকে বঞ্চিত করা হবে। যখন এই ভাবেই survey settlement একটি সুনির্দ্দিষ্ট পথ নিয়ে, ধারা নিয়ে কাজ করছিল তখন তাদের কাজকে ব্যহত করার জন্য সমাজ বিরোধী শক্তি kidnapped পর্য্যন্তও করেছেন। কিন্তু তার ফলে জনসাধারণ বিপথে পরিচালিত হয় নি। তারা সেই survey settlement এর কাজকে তাদের নিজেদের কাজ বলে মনে করেছিল বলে আজকে এ অল্প সময়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে survey settlement এর কাজ চলছে এবং তা চলতে থাকবে। অতএব আমি আশা করবো বিরোধী পক্ষের যারা যেভাবে কথাগুলি পরিবেশন করেছিল তার প্রত্যেকটির উত্তর দিতে আমরা সক্ষম হয়েছি।

তারপর আর একটি জায়গায় বলা হয়েছিল land settlement সম্বন্ধে। Land revenue সম্বন্ধেও বলা হয়েছে। আমি কেবল মাননীয় সদস্যদিগকে বলবো যে ১৬ হার অংশের কিছু উপরে আছে। আর এখানে বলা হয়েছিল যে তহশীলদারদের বেতনের জন্যই এটি করা হয়েছিল। এবং এদিক দিয়ে আমি মাননীয় সদস্যদের সামনে তুলে ধরতে চাই যে assistants, surveyars, draftsman,

tracers, computors, amins, chainman, class IV staff এর জন্যই সর্ব্বসমেত দেখা যায় প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। অতএব একটু ভালকরে দেখে নিলেই ভাল হবে। কারণ এই জায়গায় assistants surveyars drafsman প্রভৃতি আছে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি দেখেন তবেই দেখতে পাবেন। এখানে অক্ষরে লেখা আছে। অতএব আবোল তাবোল বললে হবে না। Land revenue তে তারা যা বলেছেন সেটা হচ্ছে assistant surveyars যারা আছে assistant এবং class IV servants নিয়ে তাদেরই এই টাকায় সঙ্কুলান হয় না। অতএব এই যে জরীপ কার্য্য হচ্ছে এই জরীপ কার্য্যে Tripuraর যে statistic, ঠিক ঠিক ভাবে ভূমির statistic, ঠিক ঠিক ভাবে জমির উৎপাদনের তারতম্য ইত্যাদি প্রয়োগ করে scientific basis এ ত্রিপুরাকে উন্নত করতে গেলে এই আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিকে উন্নত করা দরকার। এবং horticulture কে উন্নত করা দরকার। পশুপালনকে উন্নত করা দরকার। এবং দেখা যায় সেই ভাবে এখানে Survey settlement এর কাজ চলছে। অতএব যারা এর উন্নতির পরিপন্থী তারাই যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরে রাখার বন্দোবস্ত করতে পারে। কিন্তু আজকে এই উন্নতির যুগে কৃষকদের উন্নতি করতে গেলে, দেশের উন্নতি করতে গেলে পরে তার এই যে বসবাস করার অধিকার তা থাকা দরকার। যে অধিকার থেকে মানুষ যুগ-যুগ ধরে বঞ্চিত ছিল সেই অধিকার declaration এর জন্যই এই Survey settlement এর কাজ শুরু হয়েছে। তাই জনসাধারণ যারা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল তারা তাতে অভিনন্দন জানিয়েছে এবং সে জন্যই এই কাজ সুসম্পন্ন হচ্ছে। এবং যারা তার বিরোধী তারাই তাদের কাজকে ব্যহত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই আজকে ত্রিপুরার জনসাধারণ Survey settlement এর কাজকে অভিনন্দিত করছে। যদি কোন কর্মচারী কোন জায়গায় কোন প্রকারে খারাপ ব্যবহার করে থাকে তাহলে সেটাকে সরকার নিশ্চয়ই দেখে থাকবে। কারণ এইদিক দিয়ে যখনই কোন প্রকারের অসুবিধা হবে এবং কোন কর্মচারীর দ্বারা অসুবিধার সৃষ্টি হয় তখনই সেইদিক দিয়ে সরকার নিশ্চয়ই দৃষ্টি দেন। তারপর Land revenueকে বলা হয়েছে কৃষকদের বলি দেওয়ার ব্যবস্থা। কারণ আমি আগেই বলেছি তাদের বক্তব্য এবং কর্মধারা সেই পুরাতন পদ্ধতি নিয়ে থাকতে চায়। তাদের পক্ষে এই উন্নতিকে বলি দেওয়া বলা অস্বাভাবিক নয়। তাদের পক্ষে সেটা স্বাভাবিক কারণ জনসাধারণ যখন প্রগতির দিকে চলছে, তাহাদিগকে প্রগতি বিরোধী কার্য্য কলাপের দিকে টেনে আনা যার প্রচেষ্টা তারাই এই জমির জরীপ বন্দোবস্তের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা আছে তাকে সেই ভাবে মনে করতে পারে। সেটা অস্বাভাবিক নয়। এই রকম যাদের চিন্তাধারা তাদের পক্ষে সেটা স্বাভাবিক। কৃষকদের শক্তিশালী করতে হলে তাদের অর্থ-নৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে হবে। এবং কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতি তখনই হতে পারে যখন সে বুঝতে পারে যে এই জমির মালিক সে নিজে এবং এই জমির উপর তার অধিকার আছে। এই অধিকারকে ঘোষণা করার জন্যই এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাদের শক্তিশালী করার জন্যই এই প্রচেষ্টা। যারা জুমিয়া, উদ্বাস্তু, landless কৃষক তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্যই এই প্রচেষ্টা। অতএব তারা একথা চিন্তাই করতে পারবেন না। কারণ তারা সেই অন্ধকার যুগে থাকতে চান। কাজেই তারা এটাকে অনুন্নত পদ্ধতি বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু দেশের জনসাধারণ এটাকে উন্নতির একটি প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

তারপর বলেছেন ভারত বিভাগের জন্য communist পার্টি দায়ী নয়। একটা কথা আছে মাটিতে বাড়ি দিলে গুনাহকার চটে। গুনাহকার যারা তারা চটবেই।

যারা গুনাহকার করেছেন সেই গুনাহকারদের ইতিহাস আমি এখন গুনাহকারদের কাছেই বিবৃত করবো। ১৯৪৪ সালে দার্জিলিং প্রভৃতি অঞ্চলকে Map করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তানের অন্তর্গত করার জন্য। এ তাদের ইতিহাস অতএব তারাই সেই ইতিহাস দিয়ে, Map দিয়ে নমুনা দিয়ে তা প্রকাশ করেছিলেন। অতএব আজকে এই কথা বললে আর চলবে না। কারণ লীগ-কমিউনিষ্ট ভাই ভাই বলে যখন দাঙ্গা সেখানে চলছিল তখন তাঁদের অধিকারকে মেনে নেওয়া ভারত বিভাগের অধিকারকে মেনে নেওয়ার ইতিহাস এই রাজ্যে চলবেনা। অতএব আমি এই cut motion এর বিরোধিতা করছি এবং আমার মূল Demandএর পক্ষে Houseকে সমর্থন করতে অনুরোধ করছি।

Mr. Speaker :— The discussion on the demand for grant No. 2 Land Revenue is closed.

I would now put the motion to vote. First I would put to vote the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma. The question is that the disapproval of the policy of enhancing the rates of Land Revenue. As many as are of that opinion will please say "Ayes" "Ayes" As many as are of Contrary opinion will please say "Noes"—"Noes" Noes have it.

I would now put the main motion moved by Hon'ble Finance Minister. The question is that a sum not execeding Rs. 29,50,000/- inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1964 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the years ending on the 31st March 1965 in respect of demand No 2 Land Revenue.

As many as are of that opinion will please say "Ayes—Ayes" As many as are of contrary opinion will please say "Noes",—
Ayes have it, Ayes have it. I wonld now pass on to the next item. I wonld call on the Hon'ble Finance Minister to move his motion on demand No. 1 Agricultural Income tax demand No 3-State Excise Dutis demand No 4 Taxes on Vehicles, Demand No 5 others text duties.

Shri S. L. Singh :— মাননীয় Mr. Speaker Sir, on the recomendation of the AdministratorI beg to move that a sum not exceding Rs. 6, 500/- (inclusive of the sums.) Specified in column 3 of the Schedule to the appropriation (Vote on account Bill 1964). be granted to defray the charges which will come

in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of demand No 1 Agricultural Income Tax.

On the recomendation of the Administraior I beg to move that a sum not exceeding Rs. 71,300/- [inclusiveof the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) Bill 1964] be granted to defray the charges which will come incourse of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of demand No. 3 State Excise Duties.

On the recomendation of the Administrator I beg to move that a sum not execeding Rs. 19,200/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) Bill 1964], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of demand No. 4—Taxes on vehicles.

On the recomendation of the Administrator I beg to move that a sum not execeding Rs. 1,000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the scheduleto the appropriation (vote on account) Bill 1964], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of demand No. 5—Other Taxes and Duties.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Agriculture Income Tax বাজেটে যে estimated expenditure 6,500. Rs. 1,00,000/-, Land Revenue including Survey Settlement, State Exercice duties Rs, 71,300/-, Taxes on vecles 19,200/- other Taxes and duties Rs. 100 House এর সামনে ব্যয় বরাদ্দের যে অর্থ রাখা হয়েছে, সে অর্থের মঞ্জুরীর জন্য আমি House কে অনুরোধ করেছি, আশা করি House ব্যয় বরাদ্দ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Hlura Aung Mag.

শ্রীহ্লুরা অংমগ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Other Taxes and Duties এই মূল প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে ১২ লক্ষ লোকের যে অবস্থা সে সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করতে হবে। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের তিন দিকে পাকিস্তান এবং অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে যে আমাদের যোগাযোগ তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এবং একদিকে দিন দিন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং অন্য দিকে ত্রিপুরার আয় কম। আয় কম এ কারণে যে স্থানীয় শিল্প বলতে ত্রিপুরা রাজ্যে এমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই, এবং ত্রিপুরা রাজ্যে যে পশ্চাৎপদ তার কারণ হচ্ছে যে জনসাধারণের উপর tax এর বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তা জনসাধারণের নিকট অতীব দুর্বিসহ। এবং এখানে দেখা যায় যে সুটকি ১ সেরের দাম যেখানে ৩॥ | ৪৲ টাকা এবং সুপারির যেখানে সের ৬ | ৭ টাকা এবং অন্যান্য জিনিষের যে রকম মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে সে তুলনায়

আমাদের আয়ের কোন পথই নেই।

Interruption

Taxes এর সমস্ত জবাবই ইহার মধ্যে আছে। কাজেই আমি স্পীকারের মাধ্যেমে বলতে চাই যে ত্রিপুরার মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াতে পাড়ছে না তার উপর tax এর বোঝা চাপানো আমাদের মোটেই উচিৎ হবে না। কাজেই কেন্দ্রের যে tax তাহার দিকে লক্ষ্য না রেখে, আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে রাজ্য সরকারের tax এর উপর। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে Municipality area র মধ্যে যে সকল সাইকেল চলাচল করে উহাদের প্রত্যেকটির জন্য ১৷৹ আনা করে tax আদায় করা হয়। এমন সকল ব্যাপারেই হচ্ছে। এটাই হল আমার প্রশ্ন, আপনারা অবশ্য এটাকে tax নাও বলতে পারেন। আমাদের মধ্যে ইটা tax এর গণ্য। আর Income tax ত আছেই, agricultural Income taxও আছে। এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। এ জন্যই আমরা বলি আমাদের দৃষ্টি এক রকম আর আপনাদের দৃষ্টি অন্য রকম। কারণ জনসাধারণকে যেখানে বিভ্রান্ত করে নিজে সুযোগ সুবিধা আদায় করে আপনারা ক্ষমতায় আসীন। কিন্তু জনসাধারণের দিন যে কিভাবে চলছে সেদিকে আপনাদের লক্ষ্য নেই। এ কথাই আমি বলতে চাই। কারন দেখা যায় বহু জায়গার মধ্যে আমাদের যে অবস্থা তার দিকে তাকালেই সহজে বোঝা যায় যে সে দিকে আপনাদের মোটেই দৃষ্টি নেই। আজ কৃষক বলুন, মধ্যবিত্ত বলুন, কি চাষী বলুন,আপনারা যে ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যকে ঋণের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন তাতে জনসাধারণ কেবল চারিদিকে হাহাকার করছে। স্পীকার মহোদয় আর একটা হচ্ছে Motor Vehicles, যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যান্ত যোগাযোগ বলতে একমাত্র যানবাহন বা বাস সার্ভিস, কিন্তু দেখা যায় যে অনেক জায়গায় ঠিক ঠিক ভাবে আমাদের বাস সার্ভিস করতে পারছে না। সাব্রুমের দিকে মাত্র ২টি বাস বর্ত্তমানে চালু আছে। এটাও গত meeting এ গলাবাজি করার পর হয়েছে। এবং গত বাজেট session এর মধ্যে কিছুটা গলাবাজির করার পর কিছু কিছু কাজ হয়েছে কারণ জনসাধারণের নিকট তারা নতি স্বীকার করতে বাধ্য। কারণ গতবারের কথা বলছি, আমি যে ২টা বাস যে সাব্রুম অঞ্চলের দিকে দেওয়া হয়েছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় কম এবং সেখানে বাস সার্ভিস বাড়ানোর প্রয়োজন আছে। আর বিলোনীয়া এলাকায় আমাদের কোর্ট কাচারির সঙ্গে সংযোগ রেখে আমাদের বাস সার্ভিস করতে হবে। আর কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন যানবাহন যে আমরা license দিই তা ঠিক ঠিক ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে দেওয়া হয় এবং দেখা যায় অর্দ্ধেক রাস্তার মধ্যেই নষ্ট হয়ে পড়ে এবং তাতে যাত্রীরা ভীষণ অসুবিধার মধ্যে পড়ে। কাজেই ঐ দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। আর যাত্রীরা যান এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে stationগুলির মধ্যে কোন rest house এর ব্যবস্থা নেই এবং পায়খানার ব্যবস্থা নেই। সেখানে প্রস্রাবের কোন ব্যবস্থা নেই. এই হল আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যানবাহনের সুযোগ সুবিধা। এই দিক দিয়ে আমাদের কোন লক্ষ্য নেই। কাজেই এ ব্যাপারে আমি স্পীকারের মাধ্যমে অনুরোধ করব এটার দিকে লক্ষ্য রেখে এবং যাত্রীদের সুযোগ সুবিধার দিকে নজর রেখে আমাদের Rest House করা দরকার। এবং তাদের পায়খানা, প্রস্রাবের ঘর করে দেওয়া দরকার ইটা আমি একান্তই মনে করি। আর এরকম একটা জায়গা আমি এখানে দেখিয়ে দিতে পারি বিভিন্ন বাজার Centre

গুলিতে যে যানবাহনের যে station সেখানে এ রকম important জায়গা যেমন জুলাইবাড়ী সেখানে যাত্রীদের ভিড় হয় এবং থাকার কোন জায়গা তারা পায় না। মাটিতে বসে সেখানে গাড়ীর অপেক্ষা করতে হয়। হঠাৎ যদি কারও প্রস্রাব ধরে, পায়খানা ধরে তাহা হলে জায়গার কোন প্রশ্নই উঠে না। গতবারে. এই বাস সার্ভিসে ধর্মনগর থেকে সাবরুম যাওয়ার পথে এক ভদ্রলোক পেটের অসুখে পীড়িত হয়ে পড়েন এবং সেখানে কোন পায়খানা প্রস্রাবের সুযোগ সুবিধা না পেয়ে তিনি টাকাইলা ঘাটে নামছেন, টাকাইলা ঘাট থেকে যখন গাড়ী রওয়ানা হয় তখন তিনি বলেন ড্রাইভার সাব আপনি একবার বেত্তেগায় আসুন। আমরা বললাম আপনার কি হয়েছে, তিনি বললেন যে না ঐখানে একটু নামতে হবে, মানে পায়খানা ধরেছে। এবং দেখলাম তাঁকে গাড়ী থেকে নেমে একেবারে জঙ্গলের দিকে ছুটতে হল। এই হল অবস্থা। কারণ আপনাদের stationগুলির মধ্যে এই সবের কোন সুব্যবস্থা নেই। কাজেই যাত্রীরা যে সাবরুম থেকে ধর্মনগর যাওয়ার পথে অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়েন সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। যাত্রীদের সুযোগ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের বাজেট করতে হবে। সে বাজেট আমি এখানে দেখছিনা। যাত্রীদের সুযোগ সুবিধার দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে কারণ গাড়ীর license বাবত আমরা টাকা নিই। কিন্তু সেখানে যদি যাত্রীদের এই রকম অসুবিধা ভোগ করতে হয় তাহলে এটা অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেজন্য আমি স্পীকারের মাধ্যমে অনুরোধ রাখব সেদিক দিয়ে আমাদের নজর রাখতেই হবে। আর আমরা যে সব জায়গায় ঠিক ঠিক মত গাড়ী দিতে পারছি না। যেমন অমরপুর এলাকায়। সে সমস্ত জায়গায় আরও বাস সার্ভিস বাড়ানো দরকার কারণ একটা মাত্র বাস চালু আছে। সুতরাং আমি বলতে চাই, যাতে এই সব দিকে দৃষ্টি রেখে যেন আমাদের জনসাধারণের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। এই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would now call on

Sri Krishnadas Bhattacharjee.

Sri Krishnadas Bhattacharjee—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে চারিটি Demand পেশ করেছেন সে Demand গুলি আমি সমর্থন করছি। এবং এগুলির সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমটি হচ্ছে Agricultural Income Tax এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, পূর্বে এই Tax, Land Agriculture থেকে আদায় হত এবং চা বাগান থেকে আদায় হত ; অর্থাৎ চা বাগানের যে income তার 50·/. of the tax Agriculture এ Assessment হত, এবং 40 of the income সেটা Income Tax হিসাবে assessment হত। সুতরাং এখন আমাদের Agricultural Income Tax বাবতে যে আয় হয় সেটা এখন হবে বাস্তবিক পক্ষে চা বাগান থেকেই। কারণ Land Reform Act হবার পর আগে জমিদারের আমলে কৃষি থেকে যে আয় হত, এখন আর হচ্ছে না। এখন আমাদের Agriculture Income Tax এর একমাত্র source হবে চা বাগান। সেদিক থেকে আমাদের এই টাকাটা আদায় হচ্ছে। তার জন্য যে খরচ তা সামান্যই। সে জন্যই আমি এই Demand কে সমর্থন করছি।

তারপর State Excise Duties, সেটা হল মদ। মূল point থেকে যেটা আদায় হয় সেটা হল

State Excise Duty. তার Against এ খরচ আছে ১১,৩০০. শত টাকা। সে খরচটা মোটেই বেশী নয় এবং তা যুক্তি সঙ্গতই। State Excise সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মাননীয় বিরোধীদলের সদস্য শুটকী এবং সুপারীর কথাই বলেছেন। State Excise জিনিষটা যে কি তা তিনি বুঝেতেই পারেন নি। যাহোক শুটকী এবং সুপারী এখানে আসতেই পারে না। কারণ শুটকী ও সুপারীর উপর যে Tax তা আদায় হয় Central Excise থেকে। এটা State Excise এর সঙ্গে আসে না। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে সুতরাং Tax কম করা হোক একথা তিনি বলেছেন। মদের উপর যে Tax দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আছে কিনা সেটা যদি তিনি ভাল করে বুঝিয়ে বলেন তবে House সেটা বুঝতে পারবে যে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে সুতরাং মদের উপর Taxটা, কমিয়ে দেওয়া 'হোক'। তিনি হয়ত বুঝতে পেরেছেন যেহেতু দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই মানুষ মদ খেয়ে বাঁচতে পারবে। সেটা আমি বুঝতে পারছি না। তাঁর পক্ষে এর Explanation করা মোটেই কষ্টকর নয়। তিনি হয়ত তা করতে পারেন। মদের উপর যে heavy Tax করা হয়েছে তার কারণ হল মদ্য পান বন্ধ করা। কিন্তু তা এখন সম্পূর্ণভাবে কার্য্যকরী করা যাচ্ছে না। যদিও তার জন্য অনেকগুলি পন্থা নেওয়া হয়েছে যেমন কোন কোন দেশে মদ বর্জন দিবস, Gandhi's birth day, (গান্ধী জয়ন্তী) এবং সপ্তাহে একদিন বৃহস্পতিবার ইত্যাদি পালন করা হচ্ছে। এভাবে মদের অভ্যাস এবং মদের ব্যবহার যাতে কমিয়ে দেওয়া যায় তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। Ultimately সেটা prohibision এ গিয়ে দাঁড়াবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে দিক দিয়ে যে Tax ধরা হয় দ্রব্য মূল্যের সঙ্গে তার কোন সামঞ্জস্য নেই। এবং এর জন্য যে খরচ ধরা আছে তা সামান্য এবং আমি ইহা সমর্থন করি। তা ছাড়া আফিমের যে ব্যবহার তা বন্ধ করা হয়েছে। আফিম আর এখন sale করা হয় না সেটা এখন Medical ground এ sale করা হয়। ডাক্তারের recommendation এ এটা sale করা হয়। open ground এ আর sale করা হয় না। এ হল State Excise.

Motor Vehicles সম্বন্ধে যে খরচ আছে তা সামান্যই, খুবই সামান্য। আয় ভালই এবং আয় আরো বাড়বে সেটা আমি বিশ্বাস করি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খরচও বাড়াতে হবে। ত্রিপুরাতে যখন মটর রীতিমত বাড়বে সে সঙ্গে Deptt. গুলির Extension করতে হবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। সে সম্বন্ধে আমি আমার বাজেট বক্তৃতায় বক্তব্য রেখেছি। এখানে বাস সার্ভিস সম্বন্ধে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য কতগুলি বক্তব্য করেছেন। সেগুলি হল বাসের দুরবস্থা, বাসগুলির যন্ত্র খারাপ হয়ে accident হয় এবং সেগুলি চেক করা হয় না। চেক্ করা হয় না ঠিক কথা নয়। চেক্ করা হয়, Inspector আছে, Asstt. Inspector আছে। তবে কথা হল কি, গাড়ীগুলি পুরণো যখন ত্রিপুরায় রাস্তাঘাট ছিল না, যখন ত্রিপুরার এ রাস্তাঘাটে ভাল গাড়ী চলার কোন উপায় ছিল না তখনই War Model এর এ গাড়ীগুলি maximum service দিয়েছে এবং বহু লোক এই গাড়ীগুলির দ্বারা বা বাস সার্ভিস দিয়েই বাঁচছে। গাড়ীগুলো পুরানো তার জন্যই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যান্ত্রিক গোলযোগ হয়। সরকার যে এ বিষয়ে উদাসীন একথা ঠিক নয়। এক সঙ্গে এতগুলি গাড়ীর মালিককে বসিয়ে দেওয়া যায় না। তাদের দিয়ে আস্তে আস্তে নূতন গাড়ী place করার চেষ্টা চলছে। আমি মনে করি এটাই ঠিক। আজকে যদি আমি বলি পুরনো বাসগুলিকে বসিয়ে আজকেই নূতন বাস দিতে হবে তবে সেটা সম্ভব নয়। মাননীয় সদস্যরা হয়ত তা কিনতে পারেন কিন্তু বাস

হোলওয়ারদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। কারণ তাদের যা অবস্থা সময় না দিলে তারা তা কিনতে পারবে না। এখন একটা plan করা হয়েছে প্রথমতঃ এতগুলি পরিবারের ভাত মারা যাবে না, দ্বিতীয়তঃ বাসগুলি ধীরে ধীরে নূতন হয়ে যাবে। এবং সেদিক থেকে পাঁচটি টাউন বাস এসেছে এবং আরো পাঁচটি বাস মাস খানেকের মধ্যে এসে যাবে। এবং 31st December, 1964 এর মধ্যে আশা করা যায় যে সবগুলি বাসই বিশেষ করে চারিটি রুটে, ধর্মনগর হতে আগরতলা, আগরতলা হতে কমলপুর, আগরতলা হতে সাব্রুম এবং আগরতলা হতে বিলোনীয়ার বাসগুলি সম্পূর্ণ নূতন হয়ে যাবে। এর একটা প্রতিশ্রুতি আমরা পেয়েছি এবং তার জন্য সময় দেওয়া হয়েছে। তারা যাতে বিভিন্ন উপায়ে টাকা জোগাড় করে এবং হয়ত কিছু সংখ্যক মালিক আছেন তারা হয়ত বাস করতে পারেন। এমন অনেক মালিক আছেন যাদের পুঁজি নেই কাজেই তারা বাস নামাতে পারছেন না। তারাও আস্তে আস্তে পুঁজির জোগার করে বাসগুলিকে replace করছেন। কাজেই একথা বলা চলে না যে ত্রিপুরাতে Bus Service এর উন্নতি হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই কয়েকটি বাস এ সকল রুটে চলছে। ১৭—১৮টা বাস আজকে এই চারটি রুটে চলছে। Deluxe Bus যাকে বলে। অতএব সে দিক দিয়ে উন্নতি হচ্ছে। Bus Service সম্বন্ধে বলা হচ্ছে বিলোনীয়ায় দুটি service আছে ধর্মনগরে দুটি service আর সাব্রুমে বোধ হয় একটি service আছে এবং দুইটিই হবে। না হয়ে থাকলেও কিছু দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে। এবং বাসের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়বে এবং নূতন Bus যখন place করবে তখনই বাসের সংখ্যা বাড়ানো যাবে এখন বাড়িয়ে দিলে, হয়ত বাইরের একজন লোককে এনে দুটি Bus বাড়িয়ে দিলাম, সেটা ভাল হবে না বরং এতদিন যখন কষ্ট করেছি আর দু'মাস কষ্ট করলে existing যাদের সে ব্যবসা আছে তারা যদি এ সুযোগ পেয়ে Bus গুলি place করতে পারে তবে সেটাই ভাল হবে। সুতরাং এ দিক দিয়ে সরকার যথেষ্ট দৃষ্টি দিচ্ছেন। আর একটি কথা বলা হয়েছে যে rest house নেই যাত্রীদের পথের মধ্যে অসুবিধা ভোগ করতে হয় সত্যি। এতদিন যাবৎ তারা যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করেছেন। মাঝামাঝি ষ্টেশনে waiting room, canteen এবং Lavatory করা দরকার। সেটা আমরাও অনুভব করি এবং তার জন্য চেষ্টা চলছে যে বিভিন্ন স্থানে কোন জায়গা পাওয়া যায় কি না নতুবা খাসের হলে ভাল হয় যেখানে rest house করা যায়। যেমন ধর্মনগর যেতে হলে মনুতে rest house দরকার। সেখানে সরকার তরফ থেকে এবং Bus মালিক কর্ত্তৃপক্ষ থেকে দেখা যাচ্ছে যে কোন suitable land পাওয়া যায় কিনা সেখানে waiting room তোলা যায়। এবং সে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সরকারপক্ষ থেকে এটা কোন state এ-ই করা হয় না। সরকারের সাহায্যে Bus মালিক পক্ষ থেকে তা করা হয়। সুতরাং উভয়ের সহযোগিতায় এটা দেখা হচ্ছে এবং যথা সত্বর সম্ভব এগুলি হয়ে যাবে। যাতে Bus গুলির যান্ত্রিক গোলযোগ না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা হবে এবং Inspection Branch খোলা হচ্ছে এবং যাতে regular চেক্ হয় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এরপর হচ্ছে Other Taxes and Duties. সেটা হল Entertainment Tax. সিনেমা, যাত্রা, থিয়েটার এগুলিকে ধরা হচ্ছে Other Taxes and Duties এর মধ্যে। এক হাজার টাকা যা এখানে ধরা হয়েছে তা actually কোন establishment এর খরচের জন্য ধরা হয় নি। ঐ এক হাজার টাকাটা ধরা হয়েছে বোধ হয় entertainment tax stamps খরিদ করার জন্য। এদিকে খরচা খুব কম। আয় বেশ আছে। আমার মনে হয় এ আয় আরো বাড়ানো যাবে। সে সম্পর্কে সরকার

already খোঁজ খবর নিচ্ছেন, দৃষ্টি দিচ্ছেন যাতে এই entertainment Taxটা আরো বাড়ানো যায়। সুতরাং এই ৪টি cut motion এর সমর্থন করেছি এবং এই cut motion এর সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ও আমি আমার আসনে বসছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Aghore Deb Berma.

Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে Agricultural income tax সম্পর্কে আমার বিশেষ কোন তথ্য সংগ্রহ নেই। সুতরাং এ সম্পর্কে দু'একটি কথা উল্লেখ করতে আমি চেষ্টা করব। এই Agricultural income tax কে সাধারণতঃ দুটি catagory করা হয়। একটা হলো tanent আর একটা হলো The Jamindare Talukdar and other planters আর tanet এর সম্পর্কে যখন প্রথম প্রথম ত্রিপুরাতে এই আইন চালু করা হয় এবং তাদের Notice দেওয়া হয় তখন সে সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে বাস্তব অবস্থা না জেনেই অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময়ে অনেক Notice serve করা হয়েছে। আজকে সবাই জানে ত্রিপুরাতে দীর্ঘদিন ধরে জরীপ হয় না। ফলে জমিটা একজনের নামেই থাকে। কিন্তু এই জোতদার সে জীবিত নেই, তার ছেলেরাও জীবিত নেই। তার যে বংশধররা পুরুষানুক্রমে এই সম্পত্তির ভোগদখল পায় পৈত্রিক সম্পত্তি হিসাবে তাদের মধ্যে এই সম্পত্তি অনেক ভাগ বাটোয়ারা যায়। যেমন একজন লোকের নামে সাতদ্রোণ জায়গা আছে। সে মারা যাওয়ার পর তার পাঁচ ছেলের নামে পাঁচ ভাগ হয়ে গেল। তারপর ছেলেরাও মরে গেল। তখন তাদের ছেলেদের মধ্যে ৪/৫ কাণি করে জমি পড়লো। কিন্তু জোত একজনের নামেই রয়ে গেছে। এ অবস্থাটা ত্রিপুরাতে দীর্ঘদিন ধরে কোন জরীপ না হওয়াতেই হয়েছে। কাজেই আজকে যারা Map এর উপর Assess করে income tax বসিয়েছে, Notice ইত্যাদি serve করেছে তারা আজকে বাস্তব অবস্থার দিকে লক্ষ্য না করেই অনেক সময় জোতের পরিমাণের উপর নির্ভর করেই এই Notice serve করেছে। তারপর অনেক লেখালেখি করার পর এবং অনেক টাকা পয়সা খরচ করার পর এগুলি মকুব করা হয়। এবং তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা হয়নি এমন ঘটনাও আছে। যদিও প্রথম প্রথম এরকম ঘটনা হয়েছিল ইদানিং এ সমস্ত ঘটনা খুব কম। কাজেই এরকম ধরে কোন Notice যাতে আর serve না করা হয় তার জন্য আমি মাননীয় speaker এর মাধ্যমে অনুরোধ রাখছি। তারপর Demand No 3 State Excise Duties সম্পর্কে বলছি। আমরা জনকল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করছি। জনসাধারণের আমরা কল্যাণ করবো। এ যদি আপনাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে জনসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য অর্থ্যাৎ সমাজ জীবনকে উন্নত করার জন্যই আজকে ধীরে ধীরে এই Budget কে পরিবর্ত্তন করার যে রীতি সে রীতি আমাদের অনুসরণ করা উচিত। যদিও আজকে আয় হিসাবে একটা অঙ্ক বাজেটে ধরা আছে তথাপী এই আয়কে বড় করে না ধরে আস্তে আস্তে যাতে আমরা মাদক দ্রব্যকে সমাজ থেকে তুলে দিতে পারি সে চেষ্টা আমাদের করা উচিৎ। অবশ্য এ কথা ঠিক যে বহুদিনের মজ্জাগত একটা অভ্যাস যদি আইনের জোরে আমরা বন্ধ করে দিতে চাই তাহলে হয়তো ভাল ফল ফলে না। কাজেই আস্তে আস্তে যাতে এ অভ্যাসটা দূর করে দিতে পারি সে চেষ্টা করা আমাদের উচিৎ। এ সম্পর্কে আমার আর একটি বক্তব্য আছে মাদক দ্রব্য সম্পর্কে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে আমরা দেখি বাজারের অনেক লোকের

ভিড় হয়। আমার এলাকারও দেখি বাজারে অনেক লোকের ভিড় হয়। বিভিন্ন মফঃস্বল বাজারেও আমরা দেখি জনসাধারণের খুব ভিড় হয়। সে সব বাজারে মদের দোকান থাকে। প্রকাশ্যে মদ বিক্রির ব্যবস্থা থাকে। license নিয়েই বিক্রি করা হয়ে থাকে। এগুলি যাতে বাজার থেকে তুলে দেওয়া হয় সে ব্যবস্থা করা দরকার। অর্থাৎ আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে এইসব মদের দোকান যাতে বাজারের কাছাকাছি না থাকে সে ব্যবস্থা আমাদের করা দরকার। কারণ আমরা জনসাধারণের কাছ থেকে এ জিনিষটাকে দূরে সরিয়ে দিতে চাই। আজকে যেখানে খুব বেশী জনসমাগম হয় সে স্থান থেকে আমরা এই সমস্ত দোকান দূরে সরিয়ে দিতে চাই।

তারপর Taxes on Vehicles সম্পর্কে আজ অনেক কথা হয়েছে। তবে একটি কথা, আজকে ত্রিপুরাতে passengerএর পক্ষে অনেক বিড়ম্বনা পেতে হয়। আমরা যদি ভাল করে দেখি তবে দেখা যায় অনেক মোটর আছে যা চালু করা মোটেই উচিত নয়। কারণ তার Condition অনেক খারাপ। আমরা কোথাও যখন যাই তখন পথে ঘাটে দেখি Bus, জীপ, Taxi হয়তো ১ মাইল গিয়েই বন্ধ হয়ে যায়। তারপর হয়তো সাবান দিয়ে আবার কিছুক্ষণের জন্য চালান হয়। আজকে এই হচ্ছে অবস্থা। কিন্তু আজকে হঠাৎ করে যদি আমরা সরকারী ভাবে তাদের উপর আইন চালিয়ে দিই যে নূতন Bus, Motor আনতে হবে, কিনতে হবে, তা হলে হয় তো তাদের পক্ষে সেটা অসম্ভব হবে। তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে, আমাদের যাত্রীদের সুযোগ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের উচিৎ হবে তাদের একটা Loan মঞ্জুর করে দেওয়া অর্থাৎ সরকারী সাহায্যে ঋণ মঞ্জুর করে যাতে তারা নূতন মোটর কিনতে পারে এবং ভালো ভাবে মোটর service করতে পারে সে চেষ্টা আমাদের করা উচিৎ। আমি একথা বলি না যে জোর করে তাদের কিনাতে হবে। কারণ তাদের পক্ষে সম্ভব না হলে সেটা করা কোন মতেই সম্ভব নয়; কিন্তু তার ফলে যাত্রীরা পথে ঘাটে বিড়ম্বনা পাবে সেটাও হতে পারে না। আজকে যে সমস্ত জায়গায় মোটর চলাচল complete হয়েছে সে সমস্ত জায়গায় অন্ততঃ Waiting Room থাকা দরকার। মাননীয় সদস্যরাও একথা স্বীকার করেছেন। জায়গার প্রশ্নটা বড় নয়। আমরা ইচ্ছা করলেই জায়গার বন্দোবস্ত করতে পারি। প্রয়োজন হলে কিছু কিছু জায়গা Requisition করেও আমাদের নেওয়া দরকার। অর্থাৎ আমাদের যাত্রীরা যাতে সুযোগ সুবিধা পায় সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। গত কিছু দিন আগে আমি আমার এলাকা চড়িলামে গিয়েছিলাম। তখন সঙ্গে সঙ্গে ইদানীং Exchange করে আসা এক ভদ্রলোক গাড়ী Reserve করে চড়িলাম গেলেন। ফিরার পথে আমার সঙ্গে ঐ ভদ্রলোকের দেখা হয়, উনিও ওনার গাড়ীতে ফিরছেন। ফিরার পথে ঝড়ের ফলে আমাদের গাড়ী সেকেরকোট wait করতে বাধ্য হলো। ঐ ভদ্রলোকের গাড়ীতে দেখলাম লাইট নাই। তা ছাড়া পরে শুনলাম গাড়ীর অবস্থাও ভাল না। ঐ ভদ্রলোক সঙ্গে করে লোকজন নিয়ে আসছিলেন। গাড়ীটি TRT. কত নম্বর আমার মনে নাই। কিন্তু Driver এই ভীষণ ঝড়ের মধ্যেও লাইটহীন গাড়ীটি চালিয়ে নিয়ে আসে। এই হলো অবস্থা। Passenger যারা যাওয়ার অবস্থা নাকি হয়েছিল। পরে তারা Complain করেছিল। কিন্তু ঐদিন-ই নাকি কিছু বকশিস দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। মানুষের জীবন নিয়ে এই খেলা হামেশাই হচ্ছে। যেখানে সেখানে Accident হচ্ছে।

আমরা দেখেছি যে টিলার উপরে বা নীচে প্রায়ই জীপ, মোটর প্রভৃতি Accident হচ্ছে। কাজেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তবে Licence দেওয়া দরকার। আজকে ত্রিপুরাতে যত মটর চালু অবস্থায় আছে তা যদি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে অধিকাংশ গাড়ীই Condemned অবস্থায় চলছে। কেবল তাদের অর্থোপার্জ্জনের দিকে লক্ষ্য না রেখে মানুষের জীবনের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। কাজেই আমাদের সরকার যখন License দেবে তখন ভালো করে মানুষের জীবনের দিকে লক্ষ্য করে দেওয়া দরকার। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speakr : I would now call on Shri Atiqul Islam.

Atiqul Islam : – মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা এখানে এক সঙ্গে অনেকগুলি বিষয় আলোচনা করছি এবং এ সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তারা আলোক সম্পাত করেছেন। Agricultural Income Tax সম্বন্ধে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে একথা আসে না যে এখন তালুকদার নেই, জমিদার নেই। কাজেই এ দু'টা থেকে কোন আয় আসবে না। খানিকটা চা বাগান থেকে আসবে। আর কাউকে দিতে হবে না। এটা কোন যুক্তি সঙ্গত কথা হলো না। কে তালুকদার, কে তালুকদার নয়, কে জমিদার, কে জমিদার নয়, তা নিয়ে এই Income Tax ধার্য্য করা হয় না। কার Income কত, তার সেই Income এর যুক্তিতে Agriculiural Income Tax স্বীকৃত করা হয়। এখন সে Rateটা কি ? সে Rate হচ্ছে First যে দেয় হাজার টাকা তার উপর কোন Tax দিতে হয় না। তারপর যে Next সাড়ে তিন হাজার টাকা তার উপরে প্রতি টাকায় পাঁচ নয়া পয়সা করে Tax দিতে হয়। এ ভাবে Next যে পাঁচ হাজার টাকা তাতে দিতে হচ্ছে প্রতি টাকায় আট নয়া পয়সা করে। তারপর Next five thousand এ হচ্ছে বার নয়া পয়সা, তারপর Next five thousand এ হবে উনিশ নয়া পয়সা এবং তারপর যে অঙ্কটা তাতে প্রতি টাকায় হবে পঁচিশ নয়া পয়সা করে। কাজেই Taxটা হবে প্রতি টাকাতে কাঠামো মতে পাঁচ নয়া পয়সা, আট নয়া পয়সা, বার নয়া পয়সা, উনিশ নয়া পয়সা ও পঁচিশ নয়া পয়সা।

এ ভাবে আমার টাকার অঙ্কটা বেড়ে যাবে। একজন কৃষকের আয় যদি বৎসরে পাঁচ হাজার টাকা হয় তবে তার Income Tax গিয়ে দাঁড়ায় মাসিক চার টাকার মত। এখন যার নাকি মাসিক আয় চারশ' টাকা তার থেকে যদি আমি প্রতি টাকায় পাঁচ নয়া পয়সা করে Income Tax নিয়ে আসতে থাকি তাহলে তার অবস্থাটা কি দাঁড়ায়। এখন তাকে দিতে হবে Agricultural Income Tax তার উপর তাকে General Income Tax দিতে হবে, Land Revenue ও বাড়িয়েছে তার উপর আর সবtax তো আছেই। এই সব Tax দিলে তার একটা অসহনীয় হয়ে যায়। কাজেই Agricultural Income Tax টা যে Ratioতে করা হয়েছে তা অত্যন্ত excessive হয়েছে। কাজেই আমার মতে এটাকে নীচের দিকে আরোও কমিয়ে দেওয়া দরকার। অর্থাৎ এখানে যেখান থেকে আরম্ভ করা হয়েছে সেখান থেকে না করে পাঁচ হাজার বা আরো পরের থেকে Income Tax ধরা উচিত।

Excise Duties সম্পর্কে একথাটি সবাই স্বীকার করবেন নিশ্চয়ই যে মদের মাত্রাটা আমরা বাড়াতে পারি না। এবং এখানে সেখানে মদের দোকান খোলা হউক সেটা আমরা পছন্দ করি না।

কিন্তু আমি যেটুকু দেখলাম যে আমাদের বাজেটে plan ও Scheme আছে। সে Scheme এ আপনারা কি করলেন আর কি করলেন না সে হদিস এখনো পাই নিই।

এখানে একটা Scheme আছে যে নেশা বন্ধ করার জন্য যে Act. এর উদ্দেশ্য কি ? Programme for creating public opinion in favour of prohibition. এখন এই যে Schemeটা এই Scheme টা পারতঃ পক্ষে কি অবস্থায় আছে। আমরা দেখিনা যে এই Scheme দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে নেশা বন্ধ করার জন্য আপনারা কোন Programme নিয়েছেন কি-না। এবং সেটাকে বন্ধ করার জন্য কোন রকম থিয়েটার, সিনেমা বা পত্র পত্রিকা দিয়ে Propaganda করা বা অন্য কোন method আপনারা adopt করেছেন এ রকম কোন কথা আমরা জানিনা। অথচ একটা Amount 1963—64 পর্য্যন্ত রাখা হয়েছে আমরা দেখতে পাই। হয়তো এই programmeটা আপনাদের পছন্দমত হয় নি। আপনারা পছন্দ করেন না। সে জন্যই আপনারা এই programmeটা কে persue করতে চান না। কারণ ১৯৬৪—৬৫ সালে আমরা তার কোন অঙ্ক দেখি না। কাজেই নেশা বন্ধ করার যে Programme তাতে আপনারা খুব বেশী উৎসাহি নন। নেশা বৃদ্ধি করার দিকেই আপনাদের উৎসাহটি বেশী। বেশী, এই জন্য আমি বলব যে আপনারা একটি অদ্ভুত method ব্যবহার করেছেন। সেটা হলো এই যে মদের যে দোকানগুলি সেগুলো আগে কি করতো। সেগুলো আগে ডাক হতো। এবং যে Highest ডাকতো তাকে দেওয়া হতো। এখন আপনারা কি করছেন ? না, এই ডাকাডাকি হাকাহাকির মধ্যে আমরা নেই।

আমরা বিভিন্ন লোককে আহ্বান করবো। আহ্বান করে যাকে আমাদের পছন্দ হয় তাকে দেবো। এই system এখন আপনারা set up করেছেন। তার ফলে কি হচ্ছে! দীর্ঘদিন ধরে যারা মদের দোকান করছে তাদেরকে আপনারা দেবেন না। আপনারা আপনাদের খুশীমত যার যাকে পছন্দ তাকে দিয়ে দেবেন। এ হচ্ছে এক কিস্তি। তারপরে যে হয়তো ৩০ | ৩৫ বৎসর ধরে মদের দোকান করছে সে হয়তো সকাল বেলা এসে দেখবে যে সে License পায় নি। পেয়েছে অন্য ব্যক্তি। কাজেই আপনারা তখন বলবেন যে তার এই নেই সেই নেই। এ সব কথা বলে আপনারা আপনাদের পছন্দ করা লোককে দিয়ে দেবেন। শুধু এই করেই আপনারা ক্ষান্ত হন না। আরো কিছু করার মতলব আপনাদের আছে। আপনারা মদের দোকান আরো বৃদ্ধি করছেন। মদের দোকান বৃদ্ধি করার জন্য আপনারা প্রস্তুত হয়ে আছেন। আপনারা Sub-Centre খুলেছেন এবং খুলবেন। আপনারা দেখেছেন যে সোনামুড়া Town এ যে মদের দোকান আছে তাতে মদের চাহিদা খুব বেশী। কিন্তু মাল আনা নেওয়ার খরচ বেশী পড়ছে। কাজেই একটি Sub-Centre খোলার জন্য আপনারা প্রস্তুত হয়ে আছেন। তা না হলে লোকের অভাব আমরা মেটাতে পারবো না। কাজেই কাঞ্চনপুরেতে একটা Sub-centre দিয়ে দাও। এবং আপনারা Permission দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। আপনারা দেবেন। যদি না দেন সে উত্তম কথা। ভাল কথা। কিন্তু Sub-centre খোলার জন্য আপনারা প্রস্তুত হয়ে আছেন। আপনারা Sub-centre খুলবেন। এভাবে সারা ত্রিপুরায় মদের প্রসার বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এটা কি একটা পদ্ধতি হলো ? যেটা হচ্ছে All Indiaতে Prohibited বস্তু. আপনারা সে Prohibition টাকে ignore করে বিভিন্ন উপায়ে আমরা যাচ্ছি কোথায় ? না, মদের দোকানকে আমরা

বাড়াবো, Sub-centre করবো। New হতে দেব না। New Licence আমরা দেবো না। কিন্তু যেই লোকটা License নিল তাকে আমরা Sub-centre খোলার অনুমতি দিয়ে দিলাম। সে আর বিভিন্ন জায়গাতে মদের দোকান খুললো। এটি বেশ চমৎকার Policy আপনারা মদের প্রসার করছেন। মদের নিয়ন্ত্রণ আপনারা করছেন না। যদি মদ নিয়ন্ত্রণ করার আপনাদের এতই আগ্রহ থাকত তাহলে আপনারা Plan scheme কার্য্যকরি করছেন না কেন? আজকে 1964-65 এর Budget এ তার জন্য আমি কোন খরচ দেখছিনা। Why not?

মদের প্রসার বন্ধ করার জন্য আজ পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরায় আপনারা কি Programme নিয়েছেন। Anything? Through cinema, Through Jatra, Through News Paper, Through Theatre, Through Meeting. তা কোন কিছুতেই আপনারা করেন নি। কাজেই এই সমস্ত Programme নিয়ে কাজ করতে আপনাদের পছন্দ হয় না। আপনারা হচ্ছেন মদের পক্ষ পাতী। মদ না হলে আসর জমে না। কাজেই মদ আমরা চাই। সারা রাত ফূর্ত্তি করতে হবে, গান বাজনা হবে, কাজেই মদ না হলে চলবে কেন? কাজেই মদ আমরা চাই। মদের প্রসারও আমরা চাই। আমি অনুরোধ করবো এই সর্ব্বনাশা নীতি আপনারা নেবেন না। এর ফলে দেশের, দশের, আপনাদের নিজেদের ক্ষতি হবে। মদের প্রসার করা, Sub-Centre খোলা এগুলি Policy নয়। Democratic Govt. এর কাজ হলো মদের প্রসার বন্ধ করা। আপনারা তা না করে মদের প্রসারকে উৎসাহিত করছেন। সেইজন্য আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিৎ ।

মাননীয় Speaker, Sir, Vehicles সম্পর্কে আমাদের কৃষ্ণদাস বাবু বলেছেন যে 31st March পর্যন্ত সময় দেওয়া হবে। তারপর নিকুচি করা হবে। আমরা দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত সহ্য করেছি। আর কয়টা মাস সহ্য করতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে এই Negligencyর ফলে বহু লোকের জীবন হানি হয়েছে। প্রভাত রায় মারা গেছে এই রকম একটা Motor accident এর ফলে। Sri Manimoy Deb Barma মারা গেছে ঠিক এই রকমই একটা Motor accident এর ফলে। তবু Condemned Motor আপনারা ব্যবহার করবেন। আমি অনুরোধ করবো যতগুলি Motor আপনারা রাখছেন তার মধ্যে Condemned গাড়ীগুলিকে আপনারা Licence দেবেন না। Condemned পুরাণো Motor নিয়ে এসে Licence করে নিয়ে যাবে সে গুলি অন্ততঃ আপনারা বন্ধ করে দেবেন। আপনারা দেখবেন যে Motor গুলি ঠিক কি না। তা না হলে বন্ধ করে দেবেন। আমি আশা করবো এই কয়টা মাসে আপনারা তা দেখবেন। যেখানে Motor stand আছে সেখানে যাত্রীরা কোথায় দাঁড়াবে সেদিকেও আপনারা দৃষ্টি দেবেন বলে আমি আশা করি। কারণ ঝড় আছে বৃষ্টি আছে রৌদ্র আছে। তখন যাত্রীরা দাঁড়াবে কোথায়? তাদের দাঁড়াবার মত কোন জায়গা নেই। আমার আর সময় নেই। কাজেই এখানেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would now call on Hon'ble Finance Minister to give reply the debates.

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নেশা বন্ধ আন্দোলন সম্পর্কে

তারা যা বলেছেন তাতে আমরা খুব আনন্দিত। আজকে নেশা বন্ধ আন্দোলনের ফলে এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকা এবং সিনেমাতে বিজ্ঞাপন পড়ে তাদের চৈতন্য উদয় হয়েছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে মদের প্রসার বা প্রচলন বন্ধ করা উচিত। নেশা বন্ধ আন্দোলনের ফলেই এই কার্য্যকারিতা আমরা আজকে House এর মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে পারলাম। কারণ সমাজ বিরোধীরা ত্রিপুরার অন্দরে কন্দরে আগে প্রচার করেছেন যে দেখ কংগ্রেসী সরকার তোমাদের কাছে আসছে। তারা তোমাদিগকে মদ খেতে দেবে না। তোমাদের মদ বন্ধ করে দেবে। মদ বন্ধ করলে তোমাদের পূজা পার্ব্বন থেকে আরম্ভ করে তোমাদের যে কৃষ্টি আছে, সংহতি আছে তার স্বাতন্ত্র অক্ষত থাকবে না । এ যদি বন্ধ করে দেয় কংগ্রেসী সরকার, চল সশস্ত্র অভ্যুত্থান করি এবং collection এর জন্য প্রস্তুত হই। তার আহ্বান তারা দিয়েছিল। আজ নেশা বন্ধ আন্দোলনের ফলে তাদের সেই নেশা কেটে গেছে। সেই জন্য আজকে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আন্দোলনের প্রভৃতি এবং নেশা বন্ধ করার জন্য সিনেমা মাধ্যমে সরকার তরফ থেকে জনসাধারণকে দেখানো হয় এবং মনে হয় তারা সেটি দেখে শুনে আজ উদ্বুদ্ধ হতে পেরেছেন। এবং সেই অনুসারে এই আন্দোলনকে চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তার সাথে সাথে আর একটি কথা লক্ষ্য করতে আমি অনুরোধ করবো যে মদের যে percentage ছিল সে percentage আস্তে আস্তে কমিয়ে নিয়ে যাওয়াও হচ্ছে নেশা বন্ধ আন্দোলনের একটা অন্যতম কারণ। তারপর বলা হয়েছে যে পূর্বে যে ডাক হতো এখন সে ডাক না দিয়ে কতগুলি selected personকে দেওয়া হচ্ছে। এই জায়গাতে আমি একটু উল্লেখ করতে চাই যে মাননীয় সদস্যরা সেই সম্পর্কে অবহিত থেকেও কি করে এ কথাটি বললেন তা আমি বুঝতে পারলাম না। তার কারণ হলো এই যে West Bengal Excise Act. ত্রিপুরাতে প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। সেই West Bengal Excise Act. অনুসারেই তা করা হচ্ছে। অতএব মাননীয় সদস্যদের কিন্তু বলতে হবে এই কারনে যে হয়তো কেউ মদের দালাল তাদের কাছে উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু পায় নি। সেজন্য এই কথাটি বলে তার সমর্থন আদায় করার জন্যই এই House এর মধ্যে এই কথাটি বলা হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। তারপরে এখানে Taxes on vehicles সম্পর্কে বলা হয়েছে। এবং সেই অনুসারে Technical person যারা আছে তারা গাড়ীগুলিকে পরীক্ষা করে এবং কোন কোন Model কখন গ্রহণ করবে, সেই অনুসারে সেটা গৃহীত হয় এবং সেই ভাবে সেই কার্য্য পরিচালনা করা হয়ে থাকে। সেই Excise duties সম্পর্কে বলা হলো এবং তার সাথে সাথে Agri. Income Tax সম্পর্কেও এখানে বলা হয়েছে। সেই দিক দিয়ে একটা জিনিষ লক্ষ্য করার ব্যাপার আছে। আগে যে Agri: Income Tax ধার্য্য করা হতো, যাদের জমির উপর ভিত্তি করে, সেটার হাল অনেকটা বদলে গেছে। কারণ standared acarage স্থিরীকৃত হয়েছে ভাবে। অতএব সেটার কিছুটা ফল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সেটা বরং স্বাভাবিক হবে। কারণ যারা হয়তো দশ দ্রোণের মালিক ছিল তাদের কাছ থেকে জমি নেওয়া হয়েছে। কারণ সাড়ে চার দ্রোণের বেশী জমি সে রাখতে পারবে না। Official standard acre এর বেশী রাখতে পারবে না। অতএব তার জমি নেওয়া হয়েছে তার ফলে Ariculteral Income যেটা সেটি কিছুটা কম পড়বে। অতএব এখানে

Agri. Income Tax Motor vehicales State Excise Duty এবং other taxes and duties

যেটা Entertainment Tax এ আছে সেটা হয়তো আস্তে আস্তে বৃদ্ধি হতে পারে কারণ Entertainment এর দিক দিয়ে জনসাধারণের একটি রুচি গড়ে উঠেছে। এবং এই রুচিবোধের প্রয়োজনে যেভাবে Entertainment গড়ে উঠছে তাতে মনে হচ্ছে কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারবে। অতএব আমি আমার মূল বক্তব্যকে House এর সামনে রাখছি। আশা করছি এই House মূল প্রস্তাবকে সম্মানসূচক ভাবে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker : The Discussion on Demand No. 1 is closed. I would now put the motion on Demand No. 1 moved by Hon'ble Minister S. L. Singh that a sum not exceeding Rs. 6,5000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill 1964), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st. day of March, 1965 in respect of Demand No. 1 Agricultural Income Tax to vote.

Mr. Speaker : As many as are of that opinion will please say 'Ayes'— Voice "Ayes"

Mr. Speaker : As many as are of contrary opinion will please say 'Noes' (No voice) Ayes have it. Ayes have it. The motion is passed.

Mr. Speaker :—Now the discussion on Demand No. 3 is closed. As there is no cut motion I shall now put the main motion moved by Hon'ble Sachindra Lal Singh that a sum not exceeding Rs. 71,300/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill 1964), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st. day of March. 1965 in respect of Demand No. 3 State Excise Duties to vote.

Mr. Speaker :—As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice : 'Ayes'

Mr. Speaker:—As many as are of contrary opinion will please say—'Noes' (No voice). Ayes have it, Ayes have it. The motion is passed.

Mr. Speaker:—Now the Discussion on Demand No. 4 is closed. As there is no cut motion I will say now put the main motion to vote moved by Hon'ble Sachindra Lal Singh that a sum not exceeding Rs. 19,200/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill 1964). be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st. day of March, 1965 in respect of Demand No. 4—Taxes on vehicles to vote.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice : 'Ayes'

As many as are of that opinion will please say 'Noes' (No voice)

Ayes have it, Ayes have it. The motion is passed.

Now the Discussion on Demand No. 5 is also closed, I shall put to vote the main motion moved by Hon'ble Sachindra Lal Singh that a sum not exceeding Rs. 1,000/- (inclusive of the sums specified in column of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill 1964), be granted to defray the charges which will come In course of payment during the year ending on the 31st. dayof March, 1965 in respect of Demand No.5—Other Taxes and duties.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice : 'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes' (No voice)

Ayes have it, Ayes have it. The motion is passed.

Now I call on the Hon'ble Finance Minister to move the Demand No. 6 Stamps and Demand No. 7, Registration Fees together.

Shri S. L. Singh—Hon'ble Dy. Speaker Sir, on the recommendation of the administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 20,000/- (inclusive of of the sums specified in Col 3 of the schedule to the Apprapriotion (vote on Account) Bill 1964), be granted to defray the charges which will come to course of payment during the year ending on the 31st. March 1965 in respect of Demand No. 6, Stamp on the recommendation of the Administrator. I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,09,600/- (inclusive of the sums specified in Col. 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1964), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st, day of March 1965 in respect of Demand No. 7 Registration Fees.

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৫০ সালে যখন Indian Union Territory Act পাশ হয় তখন Court Fee Act 1870 এবং Indian Stamps Act 1899 ত্রিপুরাতে প্রযোজ্য হয়। সেখানে বলা হয়েছে "On the date in which the Indian Court Fee, Act. 1870 as enforced in the state of Assan is extented to the Union Territory of Tripura by the metigator in respect of section 27 the Indian Union Territory Act 1950 & Court Fee Act enforced in the Union Territory immeditatly before the date of such metigation of the Stamps bill এবং সেই অনুসারে ত্রিপুরাতে ইহা চালু করা হয়েছে। সেজন্য এই Houseএ আজকে ২০,০০০ টাকার অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। আমি আশা করি House এই খাতে ব্যয়ের বরাদ্দ অর্থটিকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করবেন। তারপর Registration Fee, এতে ১,০৯,৬০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। Registration Fees বৃদ্ধি করা হয়নি যা ছিল তা-ই আছে। অতএব আমি আশা করি House এ Motionটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker:—I would now call on Shri Dinesh Deb Barma.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে আমি Demand No 6 & 7এর উপর cut motionর সমর্থনে কিছু বলতে চেয়েছিলাম। আজকে যেখানে মানুষ ন্যায়গত অধিকার পাওয়ার উদ্দেশ্যে সরকারের

নিকট আবেদন করবেন, এবং সুবিচার পাওয়ার জন্য এর আশ্রয় নিবেন, তার উপরেও Tax বসানো হয়েছে। এখানে যে stamp ও registration fee বা Tax বাড়ানো হয়েছে তার কারণ আমি বুঝতে পারছি না। আজ কাল মানুষ তার জায়গা জমির উপর তার আইনগত স্বত্ব করে তা উপভোগ করতে চায়। এইটার উপর Tax বৃদ্ধির যে কি রহস্য তা আমি উপলব্ধি করতে পারছি না। আজকে প্রশ্ন হচ্ছে যে বর্তমান সময়ে যারা জায়গা জমি ক্রয় বিক্রয় করতে চায়, এবং সেজন্য registration করতে চায়, সেক্ষেত্রে registratron fee এত বৃদ্ধি হয়েছে যে তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। মানুষ যে তাদের অভাব, অভিযোগ অসুবিধার কথা সরকারকে জানাবেন সে সব ব্যাপারেও যে stamp লাগে তার দামও ২ গুণ ও ৩ গুণ বাড়ান হয়েছে। এই গরীব রাজ্যে যদি এরূপ ভাবে stamp ও registration fee বাড়ানো হয় আমি বলব সেটা অতীব দুঃখজনক। ত্রিপুরা রাজ্যে আর কি অন্য কোন উপায় ছিল না যে শুধু non-Judicial stamp, registration fee ইত্যাদির উপর Tax বাড়িয়ে ত্রিপুরা রাজ্যকে রাতারাতি উন্নতির পথে নিয়ে যেতে হবে? যদি এরূপ চিন্তা করে তা করা হয় তবে এখানে আর কোন বক্তব্য থাকতে পারে না তবে এর জন্যই আমি বলছি যে আপনারা হিসেব করে দেখুন। যেখানে registration stamp ১৲ টাকা ছিল দু'বছর পূর্বে সেখানে এখন হচ্ছে ২·২৫ পঃ। পূর্বের তুলনায় এখন সোয়াগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যেখানে মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতির জন্য Court fee ছিল ৭·৫০ পঃ বর্তমানে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১০৲ টাকা তারপর পূর্বে যেখানে ১০০ হতে ১০০০ পর্যন্ত fee ছিল ৭·৫০ পঃ এবং সব কয়টি ৫৲ টাকা করে বিক্রি হ'ত হাজারে লাগত ৭৫ টাকা এখন tax ইত্যাদি বাড়িয়ে করা হয়েছে ১২০·৭৫ পঃ কাপি, আগে নেওয়া হ'ত ১২৫ টাকা প্রতি ২ হাজারে এখন বাড়িয়ে করা হয়েছে তা ১৯৫ পঃ এবং ৩ হাজারের fees ছিল ১৭৫ টাকা, বর্তমানে বাড়িয়ে তা করা হয়েছে ২৭০·৭৫ পঃ। আর যেখানে দরখাস্ত লেখা ছিল ০·৫০ নঃপঃ সেখানে তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ১·০০টাকা এবং affidavit করতে গিয়ে, তার আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে সরকারের কাছে তার নিদর্শন পাওয়ার জন্য যে দরখাস্ত করা হ'ত ১টাকা করে, এখন তা করা হয় ৩টাকা করে। কাজেই আমরা যেখানে দলে থাকি, যদি কোন ব্যক্তি তাকে Indian citizen হিসাবে প্রমাণ করতে না পারে তাকে ভোটাধিকার হ'তে, নাগরিক অধিকার হ'তে বঞ্চিত করে রাখা হয়, এমন কি সরকারী বৃত্তি, সাহায্য গ্রহণ, প্রভৃতিতে আইনের ফাঁকরা দিয়ে বঞ্চিত করে রাখা হয়। কিন্তু এই সাধারণ affidavitএর জন্য এক টাকার পরিবর্তে ৩টাকা করা হ'ল, তা কোন যুক্তিতে করা হ'ল আমি তা বুঝতে পারছি না। অতএব আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মাধ্যমে অর্থমন্ত্রীকে বলব যে আমরা যদি নিকটতম দৃষ্টিভংগী না দিয়ে দূরতম দৃষ্টিভংগী দিয়ে এই অশিক্ষিত গরীব মানুষদের সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা না করে stamp registration ইত্যাদির উপর tax বাড়িয়ে তাদের শোষণ করি, তবে সেটা অত্যন্ত unjustified হবে। সেজন্য আমি এ house এর কাছে আবেদন করব, যাতে করে ঐ গুলির উপর tax না বাড়ানো হয়। আপনারা তা অবশ্যই বিবেচনা করে দেখবেন। এ হচ্ছে আমার Cut motion এর বিষয় বস্তু।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Nishi Kanta Sarkar.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে

Demand পেশ করেছেন তা আমি সমর্থন করি। এবং বিরোধী পক্ষেরা যে Cut motion এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি। বিরোধি পক্ষ হ'তে বলা হয়েছে যে Stamp ও registration fee ২। ৩ গুণ বেড়ে গেছে। কিন্তু আমি বলব ত্রিপুরা, আসাম প্রভৃতির জন্য যখন Stamp আইন পাশ হয়েছে তখন Parliament এ কারা ছিলেন। তখন ছিলেন বীরেন দত্ত ও দশরথ দেব। আমাদের Council বা Bidhan Sabha তে stamp এর মূল্য বৃদ্ধি হয়নি। এ আইন Parliament এ পাশ হয়েছে। (Voice from opp. Bench) আমাদের এই বিধানসভা ক'মাস হয়েছে ? আরে মশাই চুপ করুন না। "অধ্যক্ষ মহোদয়"—"রামের বাণ সহ্য হয় হনুমাণের কিছু সহ্য হয় না।" (Voice from ruling party "সত্যি কথা বলতে কি ?)

Mr. Speaker:— I would request the Hon'ble Members not to disturb the Member speaking.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— তাছাড়া মামলা মোকদ্দমা করতে যায় কারা যারা ভাল লোক, শান্তি-প্রিয় তারা মোকদ্দমা করতে যায় না। অতএব আমি মূল প্রস্তাবকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker— Now I wolud call on Sri Aghore Deb Barma.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই cut motion এর সমর্থনে আমি উল্লেখ করতে চাই, যে বিধানসভা হওয়ার পর থেকে ruling party র সদস্যরা সর্ব্বত্র বলে বেড়ান যে popular Govt. formed হয়েছে। খুব ভাল কথা, শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু popular Ministry formed হওয়ার পরে Stampএর দাম বেড়েগেছে। বর্ত্তমান ত্রিপুরার অর্থনৈতিক পরি-স্থিতি বিচার করলে এই Stamp ও registration fee বাড়ানোর কোন যুক্তি থাকতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে অনেককে অনিচ্ছা স্বত্বে, প্রয়োজনের তাগিদে court এ যেতে হয়, কিন্তু Stampএর দাম ও registration fee যেভাবে বেড়েছে তাতে অনেকেরই এই ব্যপারে আর্থিক সংকুলান করা অসম্ভব হয়। একটি ক্ষতি পূরণের মামলা দায়ের করতে গেলেও আগের তুলনায় অনেক বেশী খরচ হয়। এমন অনেক দৃষ্টান্তও ঘটে যে টাকা পয়সার অভাবে ন্যায্য প্রাপ্য হতে ও তিনি বঞ্চিত হন। সুতরাং Stamp এর দাম ও registration fee বাড়ানো জনসারণের উপর অবিচারের সামিল।

Mr. Speaker :—I would now call on Sri Hlura Aung Mag

শ্রীহ্লুরা অংমগ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমত যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটি হল নূতন Stamp Act প্রচলনের ফলে গরীবের অসুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। কেননা এখন অধিক পরিমাণ টাকা পয়সা যোগাড় করে তাদের পক্ষে court এ যাওয়া সম্ভব নয় এবং তার ফলে তারা অনেক সময় ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হয়। জনসাধারণের আশা আকাঙ্খার প্রতীক এই বিধানসভা। বিধানসভা প্রতিষ্ঠার পর এই ধারণা জন্মে ছিল যে এখন থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ হয়তো অত্যধিক করের বোঝা হতে রেহাই পাবে, কেননা বিধানসভার সদস্যরা জনগণের প্রতি-নিধি এবং তারা বিচার বিবেচনা করে মানুষের উপর tax চাপাবেন। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা হতাশ হয়েছি। Ministry গঠন হওয়ার পর নূতন ভাবে অরিরিক্ত কর ধার্য্য করা হচ্ছে। নূতন Stamp Act প্রবর্ত্তন গরীবের প্রতি ষড়যন্ত্র স্বরূপ। কেননা অফিস ঘরেই এই আইন প্রবর্ত্তিত হল, জনসাধারণ কিছুই জানতে পারল না। তারা জানলো যখন, তখন তাদের করবার আর কিছুই নেই।

আমরা জনগণের প্রতিনিধি। সুতরাং আমাদের চিন্তা করা উচিৎ ছিল যে, এই অত্যধিক Stamp এর দাম ও registration fee বৃদ্ধি করা জনসাধারণের ক্ষতির কারণ হয়েছে। ত্রিপুরার জনসাধারণ এটা বরদাস্ত করবে না। আমরা যখন এই নূতন Stamp Act এর প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে বলতে চাই, তখন বলা হয় যে দশরথ দেব ও বীরেনদত্ত Parliament এ থেকে এটা করেছেন। আসল কথা তা নয়, আসল কথা হচ্ছে অন্যরূপ। ত্রিপুরার যারা ক্ষমতাসীন দল, শাসন ভার যাদের উপর ন্যস্ত্য তারাই এটা করেছেন। আমরা মুখে বলি জনসাধারণের উন্নতি করব, কিন্তু কাজে করি অন্য। এই হচ্ছে আমাদের ruling party র মনোভাব।

Mr. Speaker : I would now call on Sri Atiqul Islam

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ কথা সত্য যে Stamp fee টা অত্যধিক বেড়ে গেছে। আপনাদের জিজ্ঞাসা করলে বলবেন যে আইনের বলেই এটা হয়েছে। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে আমাদের দেখা উচিৎ যে সে আইন মানুষের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিনা এবং আইন প্রবর্ত্তনের ফলে মানুষের অর্থ নৈতিক দুর্গতি ঘুচবে কিনা। আমাদের এমন আইন চালু করা উচিৎ যাতে মানুষের সুবিধা হয়, এবং মানুষ যেন তাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারে। মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি করবে যে আইনে তা আমাদের করা উচিৎ নয়। Stamp fee যে কতটা বেড়েছে আপনারা জানেন কি না আমি জানিনা। কিন্তু আমি জানি যে Stamp S D O এর court এ আগে কিনতে হত ১.২৫ নঃপঃ দিয়ে, এখন কিনতে হয় ১ টাকা বার আনা দিয়ে। আগে যেক্ষেত্রে ওকালতনামায় দিতে হত ৮ আনা এখন সেখানে দিতে হয় এক টাকা। J. C.Courtএ আগে যেখানে দিতে হত ২.৭৫ নঃপঃ এখন সেখানে দিতে হয়৬.৭৫ নঃ পঃ। Petitionর জন্য আগে দিতে হত ২ টাকা এখন দিতে হয় ৬ টাকা। আর যদি remission Petition হয় তবে তার লাগে ১০ টাকা। এর পরে ও কি আপনারা বলবেন যে Public এর পক্ষে court কে approach করা খুব সহজ হচ্ছে Publicএর উপর আপনারা একের পর এক বোঝা চাপাচ্ছেন, Land revenue বাড়ছে, দাম ও বাড়ছে, central tax তো আছেই। যারা welfare stateএর কথা বলে, যারা Socialistic Pattern of society র কথা বলে তাদের পক্ষে এসব কাজ কেমন করে সম্ভব। আমি বলব তাদের এজন্য লজ্জিত হওয়া উচিৎ।

Mr. Speaker : I would request the members not to interrup in the House please.

Sri Atiqul Islam : মানুষের উপর একের পর এক করের বোঝা চাপানো হচ্ছে। ফলে আপনারা হচ্ছেন স্থূলকায় আর জনসাধারণ হচ্ছে শীর্ণকায়। গরীবের আজ আর কোন পথ খোলা নেই। Registration হল যে সব Case disposd হয়ে যায় সে সব Case Registrar এর কাছে পাঠানো হয়। আমাদের এখানে হচ্ছেন Registrarএবং আরও দুজন A.D.M আছেন তারাও Registrar এবং So far my information goes এখন এখানে অনেক Case pending হয়ে পড়ে আছে, তা, প্রায় শতাধিক হবে সেগুলি দীর্ঘ দিন যাবত পড়ে আছে কোন কিছু হচ্ছে না। এই ঘটনার কারন২টি থাকতে পারে, 1) Due to negligence আর একটা হল আমি শুনেছি shortage of staff. এদিকে অবশ্য আপনারা লক্ষ্য করবেন। D. M. ও A. D. M. তারা তিনজন মিলে মিশে কাজ

করলে pending caseগুলির অনেকটা মীমাংসা হয়ে যেতে পারে কিন্তু তা হচ্ছে না এটুকু আমি আপনাদের দৃষ্টিতে আন্তে চাই। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker : Now I would call on the Frnance Minister to reply the Debate

Sri S.L. Singh : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগে বলেছি যে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এখানে এমন একটা প্রচারকার্য্য চালাচ্ছেন, তাঁরা যদি শাসন ক্ষমতায় আসীন হন ত.হলে এমন এক রাজ্যের সৃষ্টি করা হবে সেখানে জনসাধারণকে কোন খাজনা বা tax বা কর কিছুই দিতে হবে না। এ সমস্ত প্রচার করে যারা জনসাধারণকে তাদের চিন্তা ধারায় প্রভাবিত করার জন্য চেষ্টা করেছিল তাহারা আজ ব্যর্থ হয়েছে। এমন কোন রাজ্য বা রাজত্ব পৃথিবীতে বর্ত্তমানে নেই, যেখানে, কৃষির উন্নতি করতে হবে, রাস্তাঘাট করতে হবে, স্কুল করতে হবে, হাসপাতাল করতে হবে, অথচ কোন প্রকার Tax থাকবে না। সেটা কেবলমাত্র সম্ভব হ'তে পারে যারা নৈরাশ্যবাদী তাদের রাজ্যে। আজ এ হাউসে তাদের বক্তৃতায় তারই প্রতিধ্বনি হচ্ছে। কিন্তু improvement চাই, planning চাই অথচ পরিশ্রম করব না,tax দেবোনা, তাদের চিন্তা ধারার পরিবর্ত্তন হয়েছে। তারা চায় তাদের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে। তাই আজ তারা House এর সামনে এভাবে কথা বলছে 'আমরা ত্রিপুরার প্রতিনিধি, আমরা চাই ত্রিপুরার মানুষ কোন tax দেবেনা ইহা নৈরাশ্যবাদীদের কথা। আর একটা কথা বলা হয়েছে যে গরীব যারা এই stamps বিক্রি হওয়াতে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। আমি বলব সম্পূর্ণ বিপরীত। যারা Tribal আছে তারা যদি মোকদ্দমা করে তবে তাদের Count fee লাগেনা। সরকার তা বহন করেন। আর Refugee যারা তারাও এ stamp এর ব্যাপারে অনেক সুবিধা পেয়ে থাকে। তা হলে কি দেখছি ত্রিপুরার ৮ লক্ষ Refugee এবং ৩ লক্ষ ৪০ হাজার Tribal তারা তা থেকে মুক্ত। তাহলে এ দেখা যাচ্ছে যারা মামলাবাজ তাদের পক্ষ হয়ে কথা বলছেন। তাদের পক্ষেই এটা সম্ভব। তারা গরীবের কথা বলছে। Tribal, Schedule Cast এবং Refugee, stamp duty হতে মুক্ত হল অথচ তারা গরীবের কথা বলছেন। তা হলে বুঝা যাচ্ছে তারা Houseকে প্রতারিত করতে চান। যারা মামলাবাজ, গরীবকে যারা পেষণ করতে চায় তাদেরকে তারা উৎসাহ দিচ্ছে। যারা জমিদার তালুকদার তাদের জমি হস্তান্তর করতে হলে এটা দিতে হবে। অতএব তারা জমিদার তালুকদারের পক্ষ হয়ে ওকালতি করছেন। কারণ তারা একদিন আশা করেছিলেন রাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনবে। তাদের সেই মনোবৃত্তি আজও পরিবর্ত্তন হয়নি বলে তারা সত্যকে মিথ্যা বলে House এর সামনে দেখাবার চেষ্টা করছেন। তারপরে একটি cut motion রাখা হয়েছে যে Registration fees বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ এক পয়সাও Registration fee বাড়ান হয়নি। যেখানে Tax দেখছেন সেখানেই তাদের আতঙ্ক। তারা নৈরাশ্যবাদী বলে এই মিথ্যা যুক্তি দেখাচ্ছেন। তবে দেশবাসী এত বোকা নয় যে তাদের কথায় ভুলে নৈরাশ্যবাদের পথে যাবে। তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তাই তাঁরা রাজা মহারাজা, জমিদার বড় বড় তালুকদার তাদের তাবেদার হয়ে তাদের পক্ষে ওকালতি করছেন। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা বড় লোকদের নিকট হতে এনে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা। অতএব আমি আশা করি House এ motion এর সমর্থন করবেন এবং cut motion এর বিরোধীতা করবেন।

Mr. Dy. Speaker :— The discussion on demand no 6 is closed. I shall now put the motion to vote. I would put to vote the cut motion moved by Sri Dinesh Deb Barma regarding the disapproval of Policy of enhancing the rate and price of Judicial & nonjudicial stamps. As many as are of that opinion will please say 'Ayes'—(voices 'Ayes')

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes' (voices 'noes')

'Noes have it.'

Now I would put the main motion to vote moved by Hon'ble Sri S. L. Singh that sum not exceeding Rs. 20,000/ (Inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account Bill, 1964) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st days of March, 1965 in respect of demand No 6 stamps.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes' (Voice 'Ayes')

As many as are of contrary opinion will please say ,Noes' (No Voice).

'Ayes' have it—'Ayes' have it,

The discussion on demand No 7 is closed. I shall now put the motion to vote. I would put to vote the cut motion moved by Sri Dinesh Deb Barma about the disapproval of the policy of enhancing the rate of Registration fee. As many as are of that opinion will please say 'Ayes'. As many as are of contrary opinion will please say 'Noes' (voices 'Noes')

'Noes' have it.

I would now put the main motion to vote moved by Hon'ble Sri Sachindra lal Singh that a sum not exceeding Rs. 1,09, 600/—(inclusive 3 of the sums specified in column 3 of the Schedule to the appropriation (vote on Account)) Bill 1964) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of demand No 7. Registration fees. As many as are of that opinion will please say 'Ayes'(voices 'Ayes')

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes' (No voice)

'Ayes have it' 'Ayes have it'

The Business of the house is over. Hence the House is adjourned till 11 A. M. on the 2nd April 1964.

PRINTED BY THE SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PRINTING.
TRIPURA GOVERNMENT PRESS, AGARTALA, TRIPURA.